মন্থরাহরণ

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ণিকার
শ্রীপল্লী, শান্তিনিকেতন
বীরভূম

মন্ত্রাহরণ

প্রথম প্রকাশ : রাসপূর্ণিমা ১৩৭০

প্রকাশিকা : শ্রীমতী হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ণিকার, শ্রীপল্লী,

প্রাপ্তিস্থান : কলিকাতা--(১) শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী
৯, বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট, কলিকাতা ৯
(২) প্রকাশনী, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

হাওড়া—শ্রীমতী মাধুরী চট্টোপাধ্যায়
৭, লক্ষ্মণ দাস লেন, পঞ্চাননতলা, পোঃ হাওড়া

হুগলী—ভারতী পুস্তকালয়, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, হুগলী

চুঁচুড়া—শ্রীদুর্গা পুস্তকালয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড, পোঃ চুঁচুড়া

চন্দননগর—শ্যামল স্টোর্স, বড়বাজার, পোঃ চন্দননগর

বর্ধমান—জ্ঞানতীর্থ, ৪৮৫/বি.সি. রোড, পোঃ বর্ধমান

বোলপুর—বোলপুর পুস্তকালয়, শ্রীনিকেতন রোড, বোলপুর

শান্তিনিকেতন—(১) রঞ্জনী, রতনপল্লী, পোঃ শান্তিনিকেতন
(২) কর্ণিকার, শ্রীপল্লী, পোঃ শান্তিনিকেতন

মুরারই—শ্রীসুনীল দত্ত, সম্পাদক, বীরভূম প্রান্তিক, পোঃ মুরারই,
বীরভূম

মুদ্রাকর : শ্রীতিলক দাস

মুদ্রণ : শ্রীলক্ষ্মী প্রেস
স্টেশন রোড, বোলপুর, বীরভূম

স্নেহময় মাতুল

৺সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু

শিশুকাল হ'তে অনেক দিয়াছ,—কিছুই চাহোনি ফিরে;
অনায়াসস্নেহে জ্বালিয়াছ দীপ মরমের সুগভীরে।
ছিলে গুরুজন, কবে যে কখন বন্ধুর পদ দানি'
নিলে মোরে টানি' বাণীমন্দিরে ভাবি' বিস্ময় মানি!
দূর হ'তে তব সুধারসভোজে আমন্ত্রলিপি লভি'
ধন্য হয়েছি,—মুগ্ধ হয়েছি,—প্রেরণা পেয়েছি, কবি।
বিপদের দিনে দাঁড়ায়েছ পাশে, হাসিয়াছ মম সুখে।
এ রচনা তব লাগিয়াছে ভালো—বলেছিলে নিজ-মুখে।
মনে ছিল আশা—তব ভালোবাসা কৈশোরে যৌবনে
যে মধু ভরিল, যে সুধা ক্ষরিল এ মনের মৌ-বনে,—
যে ফুল ফুটা'ল দক্ষিণ বায়ে—তা'রি স্বীকৃতিরূপে
একদা তোমার আরতি করিব এ-মোর গন্ধধূপে।
সে আশা আমার না হ'তে পূর্ণ,—না ল'য়ে পূজাঞ্জলি
কোন্ মায়াবীর বাঁশরীর ডাকে তুমি দূরে গেছ চলি'!
জীবনে যে পূজা হয় নাই দেওয়া—এনেছি সে এ নিভৃতে
ও-পারে সে তব লভিবে প্রসাদ এ-ভরসা ল'য়ে চিতে।

সেবক

প্রভাত

নিবেদন

বছর তিরিশ আগে যখন এই উপন্যাসটি লিখতে আরম্ভ করি তখন সাধু-ভাষায় ভারতের আদিকবির রচনাবহির্ভূত, নিজের-কল্পিত-বিষয়বস্তু নিয়ে কিছুটা কৌতুকসৃষ্টিই ছিল আসল উদ্দেশ্য। আট দশদিন পরে লেখা শেষ হ'তে দেখি, হাস্যরসের সঙ্গে বেশ খানিকটা করুণরস মিশে গেছে। মন্থরা বিধাতার অবিচারে কুব্জা কুরূপা দাসী হয়ে জন্মেছিল, দেহের কুশ্রীতার জন্য আজন্ম মানুষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নিশ্চয় তার মনটা বিষিয়ে গেছল। কবির ভাষায় 'সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনা-ভরা প্রাণ', তাই অন্যের শ্রীবৃদ্ধি সে সহ্য করতে পারত না। কৈকেয়ীকে সে মানুষ করেছিল, একমাত্র তা'র প্রতি এবং তা'র সন্তানের প্রতি ছিল তা'র প্রাণের টান। নিজের আদর্শ-অনুযায়ী তাদের কল্যাণকামনায় পরামর্শ দিতে গিয়ে সে চিরকলঙ্ক কিনে গেছে; ঋষিকবিও তা'কে দয়া করেননি। আমি নিজে অনেকক্ষেত্রে অন্যের উপকার করতে গিয়ে অপকার করেছি, অহেতুক দুর্নাম কিনেছি, তাই বোধ হয় মন্থরার সম্বন্ধে আমার মনে কিছু সমবেদনা-বোধ ছিল, সেইটেই প্রকাশ পেয়েছে এই রচনায়। এদেশের যোগীদের যোগবিভূতির বহু চাক্ষুষ প্রমাণ আমি পেয়েছি। 'অঘটন আজও ঘটে', সুতরাং ত্রেতায় ঘটাতে দ্বিধাবোধ করিনি। 'প্লাস্টিক-সার্জারী'-পারদর্শী ডাক্তার স্নেহাস্পদ মুরারিমোহন মুখোপাধ্যায় অনেক বিকৃতাঙ্গ নরনারীকে শোভন রূপ দিয়েছেন দেখেছি। যে দু'চারজন বন্ধুকে গল্পটা বলি, দু'চারপাতা প'ড়ে শোনাই, তাঁরা বললেন, "প্লট ভালোই, তবে বিদ্যাসাগরী বাংলা আজকের দিনে চলবে না, ভাষা বদলাও লেখাটার।" মন সায় দিল না, লেখাটা তখনকার মতো ফেলেই রাখলুম। তারপর উদয়াস্ত বিশ্বভারতীর বৈতনিক অবৈতনিক কাজের চাপে এবং ঘরে-বাইরে অতিথিপরিচর্যার ও রোগীর সেবার অবিরাম ব্যস্ততায় এটার কথা ভুলেই গেলুম। এর কয়েক বছর পরে একটা আকস্মিক অচিন্তিতপূর্ব দুর্বিপাকে আমার জীবনের গতিপথ বদলে যায়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়নশিক্ষায়তনের অবিচারক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান-ধর্মঘট ভাঙতে কর্তৃপক্ষ আশিজন বেয়নেট-বন্দুকধারী গুর্খা পুলিশ আমদানী করেন। ভূমিশায়ী ছেলেমেয়েদের অস্ত্রের অরণ্যে ঠেলে দিয়ে কর্তৃপক্ষ এবং শান্তিনিকেতন-

শ্রীনিকেতনের (একজন-ভিন্ন) সমস্ত কর্মী ও অধ্যাপক অনুপস্থিত থাকলেও, বোলপুর শহর ও নানা গ্রাম থেকে কয়েকশ' দর্শক এসেছিলেন মজা দেখতে. তাঁদের সঙ্গে অ্যাসিড বাল্‌ব্ এবং ছোরাছুরিও এসেছিল খবর পেয়েছিলুম। কবিগুরু একদিন আমাকে বলেছিলেন, "তোমরা আমার পুরানো ছাত্র; যেদিন আমি থাকব না সেদিন আমার আশ্রমের সম্মানরক্ষার ভার তোমাদের ওপর থাকবে।" সেদিন তাঁর তপস্যাক্ষেত্রকে অমর্যাদা থেকে বাঁচাবার জন্য আমি এবং আমার সহধর্মিণী সারাদিন সাধ্যমতো চেষ্টা করি; ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে শান্ত করলেও কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জন্য বিরোধের মীমাংসা হয়নি। সেদিন রক্তপাত-ঠেকানোর-জন্য-কৃতজ্ঞ মহকুমা-শাসক ও জেলাপ্রহরী-অধ্যক্ষের প্রশংসা অর্জন করলেও, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্দিত্ববরণ ক'রে হাজতে যাওয়ায় এবং সিউড়িতে মোকর্দমার সময় তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেওয়ায় অপমানিত ও তিরস্কৃত হয়ে আমাকে চাকরী ছাড়তে হয়। আমি যে অধ্যাপক, ছাত্র ও কর্তৃপক্ষ সকলের হ'য়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলুম—সে-কথা পুলিশ-কর্তৃপক্ষ কয়েক-ঘন্টার পরিচয়ে বিশ্বাস করলেও বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষ করেননি, ফলে কুড়ি-বৎসরের অক্লান্ত-পরিশ্রমে গ'ড়ে-তোলা ভারতব্যাপী পরীক্ষাকেন্দ্র ও পাঠচক্রযুক্ত প্রতিষ্ঠানের শতশত ছাত্রছাত্রীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন ক'রে বৃদ্ধবয়সে শূন্যহস্তে নিজের শ্রীনিকেতনের অসমাপ্ত বাড়িতে সপরিবারে উঠি। (বিশ্বভারতীর পেনসনও পাইনি)। কয়েক বছর খুবই দুঃখ-কষ্টে কাটে, সহধর্মিণী ভগ্নস্বাস্থ্যে ঘরে-বাইরে কঠিন পরিশ্রম ক'রে সংসারে সাহায্য করেন,—একেবারে শয্যাগত না হওয়া পর্যন্ত। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর শিল্পচর্চার সময় পাইনি, এইবার দু' বছরে 'চিত্রে প্রাচীন ভারত' চিত্রমালার পঁচিশখানা ছবি আঁকি। ওরই মধ্যে অগ্রজপ্রতিম রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলকাতায় গান্ধী-শতবার্ষিকী-প্রকাশনের সম্পাদনার এবং গ্রন্থচিত্রণের কাজে একবছরে কিছু উপার্জন করি। সেই সময় একদিন সৌরীনমামাকে (ভূতপূর্ব 'ভারতী'-সম্পাদক সুসাহিত্যিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মা'র মাসতুতো ভাই) তাঁর রোগশয্যায় 'মন্থরাহরণ' প'ড়ে শোনাই। তাঁর ভালো লাগে লেখাটা; তিনি তৎক্ষণাৎ কবিবন্ধু সুধীর চৌধুরী মশাইকে চিঠি দেন, উপন্যাসটা অবিলম্বে প্রবাসীতে ছাপাবার জন্য অনুরোধ ক'রে। আমার অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা একসময়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল; খ্যাতি পেয়েছিলুম, দক্ষিণা চাইওনি, পাইওনি। ঐ-সময়ে আমার টাকার প্রয়োজন অত্যধিক, তাই সুধীরবাবুর কাছে না গিয়ে অগ্রজপ্রতিম বলাইদা'কে (বনফুল) গিয়ে মন্থরাহরণের পাণ্ডুলিপি দিই। তাঁর ভালো লাগায় তিনি নিজে 'নবকল্লোল'-এ পাঠান। তাঁর নির্দেশে সম্পাদকমশাই অবিলম্বে অগ্রিম

সম্মানদক্ষিণা দু'শ টাকা পাঠান। বছরের পর বছর কাটে, লেখা আর বেরোয় না। শেষে খোঁজ করায় জানতে পারি, দৃষ্টিহীন সম্পাদকমশাইকে কেউ প্রথম পৃষ্ঠা পড়েই বুঝিয়েছে, বইটাতে রামচন্দ্রকে নিয়ে তামাশা করা হয়েছে, তাই তিনি ছাপতে পারেন নি। আমি প্রায় চার পৃষ্ঠা প'ড়ে শোনানোয় তাঁর ভুল ভাঙে, বলেন, "আপনার লেখাটা তো চমৎকার, কিন্তু আমার পাঠিকাই বেশি, তাঁরা আপনার ভাষা পছন্দ করবেন না। টাকা ফেরত দিতে হবে না, আমি অনেক-দিন লেখাটা ফেলে রেখে আপনার ক্ষতি করিয়ে দিয়েছি। লেখাটা অন্য কোনও পত্রিকায় ছাপান, তারপর আমি একেবারে বই ক'রে ছেপে দেব।" সৌরীন-মামা ততদিনে দেহ রেখেছেন, তাঁর পুরানো চিঠি নিয়ে সুধীরবাবুর কাছে গেলুম। তাঁর নিজের, সম্পাদক অশোকদা'র এবং তাঁদের বিদগ্ধ বন্ধুদের কয়েকজনের ভালো লাগে। মন্থরাহরণ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৮০ সালের বৈশাখ থেকে পৌষ পর্যন্ত ন'মাসে প্রকাশিত হওয়ার সময় কয়েকজন সুশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকার অভিনন্দন লাভ করে। সাংসারিক নানা দুশ্চিন্তায় বিব্রত থাকায় তারপরেও বহুদিন কোনো প্রকাশকের সন্ধান করতে পারি নি। 'নবকল্লোল'-সম্পাদক মধুসূদন বাবুর মৃত্যুসংবাদ পাবার পর আর দেব সাহিত্য কুটিরে যাইনি। সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগের পর আমার চব্বিশপরগণার জাতীয় বিদ্যালয় ও গ্রামসেবাশ্রম 'পল্লীভারতী'র বাড়ি ও জমি (যা সাতাশ বছর উদ্বাস্তুদের দখলে ছিল) সরকার কিনে নেওয়ায় কিছু আর্থিক সাচ্ছল্য এসেছে।

বিশ্বভারতীর বর্তমান কর্তৃপক্ষ শ্রীনিকেতনের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উৎসবে ভাষণ দেবার জন্য বর্ধমানের বাসার রোগশয্যা থেকে লোক পাঠিয়ে ডেকে এনেছেন। শান্তিনিকেতনের যে বাড়ি অর্থাভাবে ত্রিশ বৎসর ভাড়া দেওয়া ছিল সেইখানে প্রায় শয্যাগত আছি; মৃত্যুর পূর্বে কিছু বই নিজ-ব্যয়ে প্রকাশ ক'রে যাবার চেষ্টা করছি। আখ চিবিয়ে তা'র রস উপভোগ করবার মানুষ এখনও দেশে আছেন, তা'র প্রমাণ পেয়েছি। 'মন্থরাহরণ' ছাপার অক্ষরে দেখবার আগ্রহ যাঁর সবচেয়ে বেশী ছিল—তাঁর পুণ্যস্মৃতিতে বইটি উৎসর্গ করলুম। যদি কয়েকজন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাকে বিমল আনন্দ দিতে পারে তবে এর প্রকাশন সার্থক হয়েছে ব'লে মনে ক'রব। 'আনন্দবাজার', 'দেশ', 'কথাসাহিত্য', 'মৌচাক', 'সন্দেশ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রশংসিত বড়োদের এবং ছোটোদের হাসির গল্প ও কবিতার সঙ্কলন (সচিত্র) পুস্তকাকারে ছাপতে আগ্রহী প্রকাশক পত্রযোগে জানালে সুখী হব।

বিনীত

লেখক

॥ ১ ॥

অযোধ্যাধিপতি প্রজারঞ্জক রাজাধিরাজ রামচন্দ্র যেদিন পুণ্যসলিলা সরযু নদীতে আত্মবিসর্জনপূর্বক পার্থিব দেহ ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার অভিন্নহৃদয় মহাযশা অনুজদ্বয়,—ভরত ও শত্রুঘ্ন,—তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া মর্তালোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন, সেদিন মহানগরী অযোধ্যার এবং নগরোপকণ্ঠস্থিত নন্দিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা জনগণ সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিবার জন্য দলে দলে নগরসীমান্তে নদীতীরস্থ বিশাল প্রান্তরে সমবেত হইয়াছিল। সেই সাগরসদৃশী মহতী জনতার মধ্যে ইতস্ততঃ গো এবং অশ্বযোজিত উত্তুঙ্গধ্বজশোভিত বিচিত্র রথসমূহ এবং মেরুপর্বততুল্য মহাকায় গজসমূহ দৃষ্ট হইতেছিল। সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় সেই সকল যানবাহনের উচ্চ মঞ্চে আসীন বা দণ্ডায়মান হইয়া যাঁহারা সেদিন রামতিরোধান দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা,—অর্থাৎ সামন্তরাজগণ, রাজপুরুষ ও ধনিবৃন্দ,—সকলেই সকরুণ নেত্রে নদীর দিকে চাহিয়া আপনাদিগের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিলেন। তদ্ভিন্ন ভূমিতলে দণ্ডায়মান এবং প্রান্তরপার্শ্বস্থ প্রাসাদ ও বৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষদেশে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ পুরবাসী—নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিল। বিজয়, মধুমত্ত, মঙ্গল, সুমাগধ প্রভৃতি শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন পারিষদবৃন্দ প্রভুবিরহিত জীবন অসহ্য বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ আত্মীয়গণের নিকট বিদায় লইয়া একে একে সলিলপ্রবেশ করিলেন। ছত্রধারিণী সুসঙ্গতা, তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী বাসবী, বেত্রবতী বসুধারা প্রভৃতি নৃপতির একান্ত অনুগতা অনুচরীবৃন্দ এবং সারথি সুমন্ত্র, দৌবারিক অরিন্দম অঙ্গসংবাহক সোমসূত, সূপকার শীতল প্রভৃতি রামগতপ্রাণ অনুচরগণও স্ব স্ব গলদেশে রজ্জুবদ্ধ কলস লম্বিত করিয়া অকম্পিতপদে তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিল। মাতৃগণ পূর্বেই গতাসু হইয়াছিলেন, বর্ষীয়সী দশরথপত্নী যে কয়জন তখনও জীবিতা ছিলেন তাঁহারা ঊর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি প্রভৃতি রাজকুলবধূদিগের সহিত রথতলধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অযোধ্যার পুরনারী এবং পার্শ্ববর্তী জনপদবাসিনীদিগের মধ্যেও তুমুল ক্রন্দন-কোলাহল উত্থিত হইল। লোকনয়নাভিরাম কমললোচন রামচন্দ্রের নদীমধ্যে অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সরযূর উভয়তীর হইতে শত শত নরনারী উন্মত্তের মতো নদীজলে লম্ফপ্রদান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর উঠে নাই। কেবল ভীরু এবং অব্যবস্থিতচিত্ত কয়েক ব্যক্তি অল্পক্ষণে পর্যুদস্ত হইয়া অর্থাৎ

জলে হাবুডুবু খাইয়া তীরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সেই সুবিপুল জনসমাবেশের মধ্যে সকলেই যে সেদিন নিঃস্বার্থ স্নেহবশে শোকজ্ঞাপন করিতে আসিয়াছিল তাহা বলা যায় না। কতিপয় মোদক প্রভৃতি মিষ্টান্নব্যবসায়ী আপূপিক, বিবিধজাতীয় ক্ষীরনারিকেলগর্ভ লড্ডুক, ক্ষৈরেয় ও আমিক্ষীয় অর্থাৎ ছানার দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন. দধি, পিষ্টক, তৈলভর্জিত পর্পটিকা, তুষার-শীতলিত মধুর পানীয় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সেদিন বহু দূরাগত ক্ষুৎপিপাসাতুর ব্যক্তির ক্ষুধাতৃষ্ণানিবারণপূর্বক যুগপৎ ধর্ম ও অর্থসঞ্চয় করিয়াছিল। অনেক লঘুহস্ত চতুর ব্যক্তি অসতর্ক দর্শকদিগের গ্রন্থিচ্ছেদন দ্বারা এবং অনেকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হারকুণ্ডলপাদুকাদি সংগ্রহ-দ্বারা লাভবান্ হইয়াছিল। তদপেক্ষা চতুর মজ্জন-সন্তরণাভিজ্ঞ কয়েকব্যক্তি সরযূজলতলে সন্তরণ করিয়া বহু সলিলনিমজ্জিত নরনারীর বস্ত্রালঙ্কার হরণপূর্বক ঘটনাস্থল হইতে বহুদূরে গিয়া তীরে উঠিয়াছিল এবং যথাকালে ও যথাস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের কেয়ূর, শত্রুঘ্নের কটিনিবদ্ধ কৃপাণ, ভরতের মণিহার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন আর কাহারও স্বেচ্ছামৃত্যু দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা রহিল না তখন নগরবাসী অধিকাংশ নরনারী সাশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিল। পল্লীবাসী ও বাসিনীরাও তাহাদের শূন্য দধিভাণ্ডশক্তুকলসাদি মস্তকে ধারণপূর্বক, কেহ আত্মীয়প্রতিবাসীদের নাম ধরিয়া হুঙ্কার-হিক্কার করিতে করিতে, কেহ বিভিন্ন ব্যক্তির অবিবেচনার জন্য নিন্দাবাদ করিতে করিতে, কেহ বা পুত্র-কন্যা বা পত্নী হারাইয়া তারস্বরে রোদন করিতে করিতে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল। কেবল কয়েকজন তপস্বী ধ্যানধারণার্থ নির্জন নদীসৈকতে নীরবে বসিয়া রহিলেন; রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই ঘটনাস্থল প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল।

সেদিন যে অল্প-কয়েকজন ব্যক্তি শোকবশে মোহগ্রস্ত না হইয়া নির্মম চিত্তে নিজ নিজ কর্তব্যসম্পাদনে রত ছিলেন তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকুবংশের কুলপুরোহিত মহর্ষি বসিষ্ঠ বহু পূর্বেই কুশ-লব, এবং অন্যান্য রাজান্তঃপুরিকাদিগের অবসন্ন দেহ বিভিন্ন শিবিকা. দোলা বা রথে স্থাপন করিয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিলেন, মহর্ষি জাবালি সমাগত সামন্ত নৃপতি, অবশিষ্ট রাজসভাসদ্ ও মুনিগণকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনাদানপূর্বক গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন; কেবল ভবিষ্যতে-'দুর্মুখ' নামে-অভিহিত সভাসদ্ ভদ্র শেষ পর্যন্ত যতদূর সম্ভব সেই বিশাল জনসমাবেশের মধ্যে শৃঙ্খলাবিধানের জন্য সানুচর সচেষ্ট ছিলেন। অনেকগুলি দলভ্রষ্ট জনাপদ নারী

ও শিশুকে আত্মীয়হস্তে এবং কতিপয় দুর্বৃত্তকে রাজপুরুষদের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি সেদিন বহুজনের আশীর্বাদ এবং অল্প কয়েকজনের শাপভাজন হইয়াছিলেন। সর্বশেষে কয়েকটি আত্মীয়দলচ্যুত রোরুদ্যমান শিশুর ভার নগরপাল বসুদত্তের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি অল্প কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথের উভয়পার্শ্বে বিভিন্ন গৃহ হইতে তখনও মৃদু রোদনশব্দ শ্রুত হইতেছিল। নির্বাক্ ও নিরশ্রুনয়ন অমাত্য ভদ্রকে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে যে কী শোকানল জ্বলিতেছিল তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। মশালালোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া পথিমধ্যে কয়েকজন নগরবাসী, "ঐ সেই পাপিষ্ঠ ভদ্র" বলিয়া ধিক্কার দিল। জনৈকা পথচারিণী পুরমহিলা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মন্তব্য করিলেন, "আনন্দকুণ্ডীর পুত্রকে যমরাজ কি ভুলিয়া গিয়াছেন?" অপর কোনো দয়াবতী বলিলেন, "মাতা জানকীর যত দুঃখের মূল এই দগ্ধমুখকে কেহ গলদেশে প্রস্তর বাঁধিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিল না কেন?" সঙ্গিনী বলিলেন, "আহা, তাহা হইলে যে সরযূ শুখাইয়া যাইত।" আর একজন আশ্বাস দিলেন, "যমরাজ নূতন নরক নির্মাণ করিতেছেন, শেষ হইলেই উহার ডাক পড়িবে। চিন্তা কি?"

মশালালোকে পথ দেখাইয়া যে প্রতিবেশীরা অগ্রে চলিতেছেন তাঁহারা একে একে স্ব স্ব গৃহে প্রবিষ্ট হইলে ভদ্র অন্ধকারে নিজ গৃহের দ্বারদেশে পৌঁছিয়া দেখিলেন কপাট রুদ্ধ রহিয়াছে। বারংবার করাঘাত করিলেন, পত্নী, দাসী এবং পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। প্রায় দুই দণ্ড কাল অপেক্ষার পরেও যখন কেহ দ্বার খুলিল না তখন ভদ্র বুঝিলেন, তাঁহাকে আর সেই গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া পত্নী সুতপার ইচ্ছা নহে, সেইজন্যই দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে না। তাঁহাকে সীতানির্বাসনের কারণস্বরূপ জানিয়া বাড়ির লোকেরাও ঘৃণা করিত, ইতঃপূর্বে অনেকদিন অনেক কঠোর কথা সেজন্য তাঁহাকে পত্নীর মুখে শুনিতে হইয়াছে, কিন্তু নিজ গৃহপ্রবেশে বাধাপ্রাপ্তি এই তাঁহার প্রথম। শোকে, ক্রোধে সুতপার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে, এখন তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত না ঘটাইয়া পথে রাত্রিযাপনই শ্রেয়স্কর বিবেচনায় ভদ্র রাজমার্গে অবতরণ করিলেন। রাজাজ্ঞায় নিশীথভ্রমণে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু অদ্য অবস্থাটা একটু অন্যরূপ। বাহিরের অন্ধকারের সহিত অন্তরের শোক ও অপমানের অন্ধকার মিশিয়া যেন পদে পদে তাঁহার পথরোধ করিতে লাগিল। পথের দুইপার্শ্বে আপণশ্রেণীর দ্বার অর্গলাবদ্ধ, এখানে-ওখানে দুই-চারি-জন নগরবাসী নিজ নিজ গৃহদ্বারে বা দীপহীন অলিন্দে

বসিয়া নিম্নস্বরে রামকথা আলোচনা করিতেছে। সীতাপবাদে রামনিন্দা শুনিয়া একসময়ে রামভক্ত অমাত্যের কর্ণকুহর ক্ষোভে জ্বলিয়া যাইত; তাঁহার অপরাধ, তিনি সে-কথা প্রভুর কল্যাণকামনায় তাঁহার শ্রুতিগোচর করিয়াছিলেন। আজ পথে পথে সতীসীমন্তিনী সীতা দেবীর এবং আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা তাঁহার কর্ণে মধুবর্ষণ এবং অন্তরে কৌতুক সঞ্চার করিতে লাগিল। একদা এই অব্যবস্থিতচিত্তদের প্রশংসালাভের জন্য তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে সীতানির্বাসনে প্ররোচিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিজের প্রতিও এতদিন পরে ধিক্কার জন্মিল। অল্পক্ষণ পরেই চারিদিক নিঃশব্দ হইয়া গেল, পথে আর দ্বিতীয় পথিক দৃষ্ট হইল না।

সেদিন রাত্রিতে দ্বাদশযোজনায়তা মহানগরী অযোধ্যার কোনও গৃহে প্রদীপ জ্বলে নাই। বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত কবাটতোরণান্বিত শতসহস্র বহুভূমিক অট্টালক এবং সুবিশালশিখরসমন্বিত স্বর্ণচূড় মন্দিরসমূহ অন্ধকারে নিঃশব্দ নির্জন গিরিশ্রেণীর মতো পথে পথে দণ্ডায়মান ছিল। সে-রাত্রিতে নগরীর শত শত নাট্যশালার একটিতেও নৃত্যগীত হয় নাই, এমন কি কোনও দেবমন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া সন্ধ্যারতি পর্যন্ত হয় নাই। শোকাচ্ছন্ন নগরীর বায়ু সে-রাত্রে চন্দন, অগুরু ও পুষ্প গন্ধহীন; জনহীন পথে বিড়ালেরা সঞ্চরণ করিতেছে, কদাচিৎ কোনও পেচকের কর্কশ কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইতেছে। যে বিদগ্ধ নাগরিক এবং নাগরিকারা অন্যদিন গৃহশীর্ষে বীণাবেণুমৃদঙ্গমন্দিরারবের সহিত আপনাদের সুকণ্ঠধ্বনি মিলাইয়া নৈশাকাশ মুখরিত করিয়া রাখিত, আজ তাহারা শোকে মোহ্যমান, অথবা দিবসের উত্তেজনার ক্লান্তিতে উপস্থিত সুখসুপ্তির প্রসাদে নীরব। উদ্দেশ্যহীন-ভাবে পাদচারণ করিতে করিতে অমাত্যপ্রবর ভদ্র রাজপ্রাসাদাবলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মহাপথের উভয় পার্শ্বে নিবিড় কালিমায় আবৃত শাল, তমাল, চন্দন, চম্পক, পুন্নাগ, কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষবীথিকাশোভিত সুবিস্তীর্ণ উদ্যানমধ্যে রাজা এবং রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের অত্যুচ্চ এবং বিবিধ-ভাস্কর্য-ও-অলঙ্করণে-সমৃদ্ধ-সৌধরাজি বিকীর্ণমূর্ধজা বিধবার মতো নিঃশব্দ হাহাকারে আকাশ আচ্ছন্ন করিতেছিল। সেই উচ্চাবচ পুররাজির মধ্যে সর্বোচ্চ ও বিশালতম সৌধ রামভবনের সমীপবর্তী হইয়া ভদ্র বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, তোরণদ্বার উন্মুক্ত, অথচ-দ্বারে কোনও প্রহরী নাই, নিকটে দূরে জনপ্রাণী নাই। অষ্টভূমিক মহাপুরীর শতাধিক কক্ষের মধ্যে একটিরও পাষাণজালায়নে আলোক-রশ্মির চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। কেবল একটি শ্বেতবসনা বৃদ্ধা নারীর ছায়ামূর্তি

একবার যেন প্রাসাদের ত্রিতলের একটি বাতায়নে দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। সীতানির্বাসনের পর হইতে রামচন্দ্রের প্রাসাদে সন্ধ্যার পর রাজমাতৃগণ ভিন্ন অন্য কোনও স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ভদ্র মনে করিলেন, দশরথের কোনও অন্তঃপুরিকা হয়তো রামবিয়োগদুঃখ অপনোদনের জন্য রামস্মৃতিবিজড়িত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন। সহসা প্রাসাদশীর্ষে চন্দ্রোদয় হইল, তরল জ্যোৎস্নায় চারিদিক স্বপ্নময় হইয়া উঠিল, সৌধচূড়ার স্বর্ণকলসটি দ্বিতীয় চন্দ্রের মতো জ্বলিয়া উঠিল। সেইদিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অমাত্য নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন; প্রাসাদরক্ষার ভার এ-রাত্রির মতো তাঁহাকেই লইতে হইবে। দিবা দ্বিপ্রহর হইতে ভদ্রের কোনও আহার্য উদরস্থ হয় নাই, বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল; নিরুপায় অমাত্য কটিবন্ধের বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া আপাততঃ তাহাকে দমিত করিলেন। রাজভবনের সম্মুখস্থ পথের অপর পার্শ্বে তরুবীথিকার ছায়ায় কোষবদ্ধ তরবারি ভূতলে রাখিয়া তিনি রাত্রিযাপন করিতে বসিলেন, ক্লান্তদেহে পাছে নিদ্রাবিষ্ট হন, সেই ভয়ে শয়ন করিলেন না।

সভাসদ্ ভদ্রের দৃষ্টিগোচর না হইলেও সেদিন সেই অন্ধকার রাজপুরীতে সেই সময়ে মানুষের অভাব ছিল না। তোরণদ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রহরীদের দ্বারকোষ্ঠসমূহে শতাধিক প্রহরী দীর্ঘকাল রোদনের পর অবসন্ন হইয়া অথবা শোকাপনোদনের জন্য মাধ্বী, গৌড়ী, তাড়ী প্রভৃতি সুরাপান করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। পিতৃবিয়োগকাতর কুশ এবং লব সরযূতীর হইতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতৃনির্দেশে প্রজাপালনের গুরুদায়িত্ব লইয়া গৃহে ফিরিয়া অভুক্ত অবস্থায় প্রাসাদের সপ্ততলে তাঁহাদের নিজ নিজ শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঊর্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি নিজ নিজ প্রাসাদে গিয়া দুঃসহ শোকে ধূল্যবণ্ঠিত হইতেছিলেন, রামতনয়দিগকে সান্ত্বনাদানের শক্তিও তাঁহাদের ছিল না। রামভবনের অন্যান্য তলে বিভিন্ন কক্ষে রামের আশ্রিত শত শত পৌরজন এবং পোষ্য আত্মীয় কুটুম্ব রামের শোকে এবং নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অশ্রুমোচন করিতে করিতে অকালে নিদ্রাগত হইয়াছিলেন। রন্ধনশালায় সূপকারেরা রন্ধন করে নাই, ভোজনশালায় কিঙ্করগণ অন্নপাত্র ও আসন দেয় নাই, সুতরাং সকলকেই সে রাত্রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অভুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। কেবল কয়েকটি ক্ষুধাতুর বৃদ্ধ গোপনে-সঞ্চিত লড্ডুক, শক্তু বা চিপিটক দুই-এক গ্রাস খাইয়া কোনও-মতে পিত্তরক্ষা করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলেই যথোচিত শয্যায় শায়িত এবং নিদ্রাগত।

নিঃসঙ্গ প্রেতের মতো কেবল দুইটি সঞ্চরমান মনুষ্যদেহী সেইসময়ে সেই বিশাল প্রাসাদে সম্পূর্ণ সজাগ এবং স্ব স্ব স্বার্থসাধনে সচেষ্ট ছিল। একজন দশরথমহিষী কৈকেয়ীর কেকয়দেশীয়া কুখ্যাতা পরিচারিকা মন্থরা, আর একজন রাজানুগৃহীত স্বর্ণকার এবং কোশলরাজ্যের প্রখ্যাত শিল্পী বিশাখদত্ত। একজন সম্মুখের পথে এবং অপরজন উদ্যানমধ্যস্থ গুপ্তপথে পুরীপ্রবেশ করিয়াছিল, তাই বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহারা কেহ কাহারও নয়নপথবর্তী হয় নাই, তবে তাহাদের কাহারও উদ্দেশ্যই যে সাধু ছিল না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেদিন অযোধ্যায় লক্ষ লক্ষ পুরবাসীর মধ্যে এই দুইজন কেবল সরযূতীরে না গিয়া রাত্রির দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য শক্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল।

শৈশবে পঞ্চনদপ্রদেশের জলবায়ুতে বর্ধিতা হওয়ায় মন্থরার শরীরে এখনও শক্তি ছিল, দণ্ডের সাহায্য-ভিন্নই সে চলিতে ফিরিতে এবং সোপান আরোহণ ও অবরোহণ করিতে পারিত; কিন্তু তাহার কুব্জসমন্বিত-ন্যুব্জদেহ জরার ভারে আরও ন্যুব্জ হইয়া পড়িয়াছিল, স্বভাবকুৎসিত মুখ বলিরেখান্বিত এবং শীর্ণ হইয়া আরও বীভৎস দেখাইতেছিল। শেষবয়সে করুণাময় রামচন্দ্রের দয়ায় তাহার অভাব বলিতে কিছুই ছিল না, কৈকেয়ী দেবীর দেহান্তের পর কাজ বলিতেও কিছু ছিল না। রাজযোগ্য আহার্য পানীয়, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, সুসজ্জিত বাসকক্ষ ভিন্ন, পরিচর্যার জন্য একজন সেবাদাসীর ব্যবস্থাও তাহার জন্য হইয়াছিল, তথাপি তাহার মনে একদিনের জন্যও শান্তি আসে নাই। অনুতাপ? মন্থরা অনুতাপ করিবে কিসের দুঃখে? সে যাহাদের ভালবাসিয়াছিল, যাহাদের কল্যাণ চাহিয়াছিল,—তাহারা তাহার সুপরামর্শের মূল্য বুঝিল না, করতলগত রাজৈশ্বর্য কাজে লাগাইল না,—সেজন্য, সে অনুতাপ করিবে কেন? যে-যাহার কর্মফল ভোগ করিয়াছে, তাহার কী দোষ? সীতা অলোকসামান্য রূপ লইয়া চিরদুঃখিনী হইয়াছেন, তবু তিনি রামের মতো স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেম পাইয়াছিলেন, যত অল্পদিনের জন্যই হউক তাঁহাকে লইয়া ঘর করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আর মন্থরা? অলোকসামান্য কুরূপ লইয়া সে চিরদুঃখিনী হইয়াছে। দাসীর কন্যা দাসী, আযৌবন পুরুষের প্রেমে বঞ্চিতা; সকলের ঘৃণা ভিন্ন সে যে জীবনে কিছুই পাইল না! একজনের জন্য দেশশুদ্ধ লোক হাহাকার করিতেছে, আর একজন মন্দভাগিনীর দুঃখের কথা কেহ ভাবিয়াও দেখে না! এই তো সংসারের বিচার! মূর্খা কৈকেয়ী, মূর্খ ভরত, ততোধিক মূর্খ রাম! অজ্ঞ মূঢ় কয়েকটা প্রজার নিন্দানিঃস্রাবিণী রসনা ছিন্ন না করিয়া তাহাদের

মনোরঞ্জনের জন্য সাধ্বী সুন্দরী স্ত্রীকে বনে বিসর্জন দিয়া তাহার বিরহে শেষজীবনটায় কী কষ্টটাই না পাইল ! তা'ও বলি, নির্বাসন দিয়াছিলি তো দিয়াছিলি, ব্রহ্মচারী হইয়া দিন কাটাইবার কী প্রয়োজন ছিল ? রাজচক্রবর্তী রাজার কখনও সুন্দরী স্ত্রীলোকের অভাব হয় ? পিতার কোনও গুণই ছেলেটা পাইল না, কেবল তাহার অন্তঃপুরের ছাগী-শূকরীর পাল পুষিয়াই মরিল। যাক্, মন্থরার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, উহারা সকলেই মরিয়াছে। সেজন্য সে দুঃখিতা নহে, সে আর কাহাকেও চাহে না। যে ভরতকে সে ক্রোড়ে-পৃষ্ঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, যাহার উন্নতির জন্য সে অবিনশ্বর দুর্নাম কিনিয়াছে, সে ইদানীং পথে দেখা হইলে কথা কহিত না, পাশ কাটাইয়া যাইত। শত্রুঘ্ন তাহাকে যে-অপমান করিয়াছিল সে জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না, মন্থরা আজও ভুলিতে পারে নাই। কৈকেয়ী তাহার বুদ্ধিতে চলিয়াই একদিন মূঢ় দশরথকে করায়ত্ত করিয়াছিল, কৌশল্যাদি সপত্নীগণকে যথোচিত অপমান করিয়া পদতলে রাখিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত তাহারই পরামর্শে স্বামীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। আবার পুত্রের ভর্ৎসনায় সহসা তাহার মতিপরিবর্তন হইল, একরাত্রে ডিগ্‌বাজী খাইয়া সে সাধ্বী সাজিয়া বসিল, কৌশল্যার এবং রামের চরণে দাসখত লিখিয়া দিল। ইদানীং সেও,—তাহার কন্যার বয়সী কন্যাসমা প্রভুনন্দিনীও—তাহার সহিত বাক্যালাপ করিত না, এক প্রাসাদে থাকিয়াও কেশরচনা ও অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিত না। ইহাকেই বলে, যাহার জন্য করি চুরি সেই বলে তস্কর ! মন্থরার মায়া-স্নেহ-মমতা সবই একদিন ছিল, বড়ো বেশী ছিল বলিয়াই সেগুলা ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া ফেলিতে বড়ো বেশী কষ্ট হইয়াছে ; বুকের মধ্যে তাহার জ্বালা যেন জুড়াইতে চাহে না। আজ ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নাই। রঘুবংশের উপর,—কেকয়রাজ অশ্বপতির বংশের উপর, মানবসমাজের উপর,—বিশ্বের উপর, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা যদি কেহ কোথাও থাকেন তবে তাঁহার উপর তীব্র বিদ্বেষ ভিন্ন মন্থরার অন্তরে আজ আর কিছু নাই। যাঃ, নিশ্চিন্ত ! রাম নাই, ভরত নাই, অন্তঃপুরের প্রবেশপথে প্রাসকার্মুক ও বিবিধ শস্ত্রধারী প্রহরিগণ এবং বিভিন্ন কক্ষদ্বারে কাষায়বসন পরিহিত বেত্রধারী অন্তঃপুররক্ষকগণ নাই। সর্বত্র মৃত্যুর নিস্তব্ধতা, সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলা। রামের প্রাসাদেরও কি আজ রাত্রে এই অবস্থা ? একবার দেখিয়া আসিলে হয় না ? ক্ষমার অবতার রামচন্দ্রের কিছু ঋণ শোধ করিয়া আসিলে হয় না ? ত্রিতলের বিরাট চিত্রশালাটি মনে পড়িল, রামের শয়নকক্ষে যাইবার পথে সেখানে ঘরে

ঘরে কত ছবি, কত মূর্তি! মাঝের একখানি প্রকাণ্ড কক্ষের চারিদিকের দেয়াল জুড়িয়া রামায়ণচিত্র। সেই ভিত্তিচিত্রখানির মধ্যে একটি অংশে 'মন্থরার কুমন্ত্রণা' বর্ণিত আছে। প্রথমে রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া কৈকেয়ী মন্থরাকে কণ্ঠ হইতে রত্নহার খুলিয়া দিতে যাইতেছেন, আর সে চক্ষু পাকাইয়া "মূঢ়ে" বলিয়া তর্জন করিতেছে, তারপর কৈকেয়ীর ভূমিশয্যায় রোদন, দশরথের বরদান। সমস্তই জীবন্তবৎ। ধূর্ত শিল্পী মন্থরার সেই বয়সের অবিকল প্রতিকৃতি আঁকিয়া তাহার কলঙ্ক অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। সেই পাপ দূর করিবার আজই সুযোগ। এই পাপপুরী ত্যাগ করিবারও এমন সুযোগ আর হইবে না। একবার ভয় হইল, বৃদ্ধবয়সে এই নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে, কোথায় দাঁড়াইবে? ভরতের পুত্রেরা তক্ষশিলায় এবং পুষ্কলাবতীতে তাহাকে আশ্রয় দিবে বলিয়া মনে হয় না, কেকয়েও তাহার স্থান হইবে না মনে হয়। তাহাতে কি হইয়াছে? তাহার বহু মণিরত্ন আছে, বহু স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত আছে, তাহার সাহায্যে কোনো দূর দেশে কোনো নিভৃত গ্রামে একটি পর্ণকুটীর গড়িয়া এখনকার চেয়ে শান্তিতে থাকিতে পারিবে না? না পারে, না হয় মরিবে, সে মৃত্যু তাহার বর্তমান জীবনের চেয়ে গৌরবেরই হইবে। মনস্থির করিয়া মন্থরা সাজিতে বসিল, তাহার অলঙ্কারগুলির জন্য পেটিকা বহিয়া বেড়ানো অপেক্ষা সেগুলি শরীরে যেখানে যেটি ধরে পরিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হইল। সে শুনিয়াছিল, রামরাজ্যে হিমালয় হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত কোনও সুন্দরী রত্নভূষিতা হইয়া একাকিনী ভ্রমণ করিলে কেহ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে না। আজ রামরাজত্বের শেষদিন, এখনই কিছু সে নিয়মের ব্যত্যয় হইবে না। বহুদিন পরে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া মন্থরা সাজিতে বসিল। কেয়ূর, কঙ্কণ, মণিহার কুণ্ডল, কিরীট, নূপুর, চীনাংশুক,—পেটিকা খুলিয়া একটির পর একটি বাহির করিল। না, রামনির্বাসনের দিন কৈকেয়ী তাহাকে যে বিচিত্র বসনভূষণে সাজাইয়াছিলেন, কয়েকদিন পরেই শত্রুঘ্নের প্রহারে যেগুলি ছিন্নভিন্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়াছিল, তাহার কিছুই আর ব্যবহারযোগ্য নাই। চৌদ্দবৎসর পরে রামবনিতা সীতাদেবী যখন স্বামীর সহিত অযোধ্যায় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইলেন তখন দয়াময়ী ক্ষমাবতী তিনি স্বহস্তে মন্থরাকে এগুলি উপহার দিয়াছিলেন। এতদিন সে ঘৃণায় এগুলি স্পর্শ করে নাই, আজ প্রয়োজনবোধে একে একে প্রতিটি যথাস্থানে পরিল। অন্ধকারে প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া সে অরণিঘর্ষণ দ্বারা প্রদীপ জ্বালিল, একখানি স্বর্ণদর্পণে মুহূর্তকাল নিজের ছায়া দেখিল। কী কুৎসিত দৃশ্য! ক্ষোভে লজ্জায়

করধৃত দর্পণ মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া দীপ নিভাইয়া সে অনেকক্ষণ ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিল। শৈশবের যৌবনের বার্ধক্যের অনেক দুঃখ সঞ্চিত ছিল, অনেক ব্যথা অপমানের স্মৃতি,—রোদনের কারণ,—পুঞ্জীভূত হইয়া ছিল। মন্থরা কখনও লোকচক্ষুর সমক্ষে কাঁদিতে পারিত না, আত্মাভিমানে বাধিত। আজ তাহার পরিচারিকার অনুপস্থিতির সুযোগে রাজপুরীর নির্জন কক্ষে তাহার বহুদিনের অবরুদ্ধ অশ্রুস্রোত বাঁধ ভাঙ্গিয়া নামিল। পাষাণকুট্টিমে মাথা কুটিতে কুটিতে সে বলিতে লাগিল, "একবার যদি সুযোগ পাইতাম, দরিদ্রতম গৃহস্থের গৃহে একদিনের জন্য যদি পতিপুত্র লইয়া সংসার করিতে পারিতাম, তবে নারীজন্ম সার্থক হইত, পৃথিবীর লোক আমার অন্য মূর্তি দেখিত। দয়ায় ক্ষমায় প্রেমে আমি মর্তে স্বর্গ রচনা করিতাম।"

প্রায় দুইদণ্ডকাল কাঁদিয়া মন্থরা অশ্রুকলুষিত আরক্ত নয়ন মুছিয়া উঠিয়া বসিল, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। বাছিয়া বাছিয়া মূল্যবান্ মণিমুক্তাগুলি একটি থলিতে ভরিয়া আপন কঞ্চুলিকার অভ্যন্তরে কুব্জের উপরে স্থাপন করিয়া কঞ্চুলিকা আঁটিয়া পরিল চিরদিনের সঞ্চিত স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ আর একটি থলি কটিদেশ বেষ্টন করিয়া জড়াইয়া বাঁধিল। আবার দীপ জ্বালিল, দীপ হইতে একটি উল্কা জ্বালাইয়া লইল। অতঃপর কৈকেয়ীভবনের ত্রিতল হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া দেখিল প্রহরীদের কক্ষে কেহ নাই, ভিত্তিগাত্রবিলম্বিত একটি লঘুভার পরশু খুলিয়া লইয়া সে উদ্যানপথে রামভবনের দিকে চলিল। কিছুদূর অন্তর প্রাচীর, প্রতি প্রাচীরে অন্তঃপুরিকাদের যাতায়াতের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার সংলগ্ন ছিল। মন্থরার নিকট কুঞ্চিকাগুচ্ছ থাকায় রামভবনে প্রবেশের পক্ষে তাহার কোনও অসুবিধা হইল না। সেখানে প্রশস্ত চত্বরে পৌঁছিয়া দেখিল জনপ্রাণী নাই। সে সোপান আরোহণ করিয়া ক্রমে ত্রিতলে উঠিল। কটিতে স্বর্ণভার, পৃষ্ঠে মণিরত্নভার, হস্তে পরশুর ভারও নগণ্য নহে, তথাপি মন্থরা কোনও ভারকেই ভার বলিয়া গ্রাহ্য করিল না, ঘরে ঘরে ঘুরিতে লাগিল। তখন আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, রক্তপ্রস্তরনির্মিত জালায়নপথে শশাঙ্কের স্নিগ্ধরশ্মি গৃহভিত্তিতলে শতধারায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মন্থরা হাসিল, প্রকৃতির কোনও দাক্ষিণ্যেই আজ তাহার মন ভুলিবে না, আজ সে প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে। আঘাতের পর আঘাতে ভিত্তিচিত্রের মন্থরা-কৈকেয়ী-সংবাদের চিত্র নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়াই তাহার তৃপ্তি হইল না, সে দশরথ এবং কৌশল্যার চিত্র যেখানে যতবার পাইল পরশুপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত করিয়া উল্কাশিখা দ্বারা তাহাদের মুখ-

মণ্ডল দগ্ধ করিয়া দিল। সীতাদেবীর এবং রামচন্দ্রের চিত্রেও মাঝে মাঝে সে কুঠারাঘাত করিল বটে কিন্তু, কি-জানি-কেন, তাঁহাদের মুখচ্ছবি বিকৃত করিতে আজিও তাহার হস্ত উঠিল না। সীতাহরণ চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার শুধু ভাবিল, "সীতা কী ভাগ্যবতী! আমাকে কেহ যদি এইরূপে হরণ করিত?"

ঝিল্লীমুখরিত নিষুপ্ত রাত্রি। দণ্ডের পর দণ্ড কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া মন্থরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কত অমূল্য প্রতিকৃতি এবং চিত্রপট, কত বিচিত্র ভিত্তিচিত্র, শিলা, ধাতু ও দারুমূর্তি সেই রাত্রে রাজপ্রাসাদের চিত্রশালায় ও বিভিন্ন কক্ষে ছিঁড়িয়া পুড়িয়া চূর্ণিত হইয়া গেল কে বলিবে? রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যখন তাহার করধৃত উল্কা শেষ দীপ্তি দিয়া তৈলাভাবে নিভিয়া গেল তখন মন্থরা সবেমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের শয়নকক্ষের মুক্তদ্বারে পা দিয়াছে। তাহার সম্বিৎ ফিরিল; ভাবিল, "যাক, যথেষ্ট হইয়াছে। আর কাজ নাই।" তাহার বাহুদ্বয় শ্রান্ত, দেহ অবসন্ন। ভাবিল, "নাই বা কোথাও গেলাম? বিশৃঙ্খল পুরীতে কে এ-গুলি নষ্ট করিয়াছে তাহার কোনও সাক্ষী নাই, তাহার মতো বৃদ্ধা-দাসীকে কেহ সন্দেহ করিবে না। মাথাটা হঠাৎ গরম হইয়া উঠিয়াছিল, মিথ্যা কতকগুলা কুকার্য করিলাম। যাহা হইবার হইয়াছে, এইবার পরশু ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া ঘরে ফিরিয়া নিদ্রা দেওয়া যাক।"

মন্থরা ফিরিতে গিয়া সহসা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। এ কী দেখিতেছে সে? ঘরের মধ্যে রামচন্দ্রের স্বর্ণপর্যঙ্কের পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটি স্বর্ণমণ্ডিত সুখাসনে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী একজন রমণী উপবিষ্টা! বাতায়নপথে চন্দ্রালোক আসিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহার কিরীটে কুণ্ডলে মণি-মাণিক্যখচিত বস্ত্রালঙ্কারে ঝলমল করিতেছিল। মন্থরার কিছুক্ষণের জন্য বাক্যস্ফূর্তি হইল না। মুগ্ধবিস্ময়ে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সহসা সে আত্মস্থা হইল, সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রশ্ন করিল, "কে?"

উত্তর নাই। মন্থরা দ্বিতীয়বার কম্পিতকণ্ঠে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে, আপনি কে?" রমণী নীরব। তিনি মন্থরার কথা শুনিতে পাইয়াছেন মনে হইল না, নিমেষহীন নেত্রে পূর্ববৎ বাতায়নপথে বাহিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। মন্থরা এইবার সাহসে ভর করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; কহিল, "দেবী, উত্তর দিন, আপ[illegible]? কোথা হইতে আসিলেন?" তখনও উত্তর নাই। এইবার মন্থরা [illegible]ও অগ্রসর হইয়া

একেবারে রমণীর মুখোমুখি দাঁড়াইল। পরক্ষণেই শিহরিয়া পিছাইয়া আসিল, তাহাব মুখ হইতে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বাহির হইল। এই ভুবনমোহন রূপ মনুষ্যজগতে যে কেবল একজনেরই ছিল, মন্থরার চক্রান্তে রাজনন্দিনী রাজরাণী সে চিরদুঃখিনী হইয়া জীবন কাটাইয়াছে, শেষ পর্যন্ত অসহ্য অপমানে পাতাল-প্রবেশ করিয়াছে। সে কি আজ পাপিষ্ঠা মন্থরাকে শাস্তি দিবার জন্য পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে? কিন্তু মন্থরার তো মরিবার ইচ্ছা নাই, মৃত্যুর পর নরকের যে বিভীষিকা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, সে তাহাকে যতদিন-সম্ভব ঠেকাইয়া রাখিতে চায়। সীতার তো হাতে অস্ত্র নাই, তিনি কি শূন্য-হস্তেই তাহার ঘাড় মটকাইবেন? মন্থরার হাতে পরশু, কিন্তু সে জানিত, বিদেহী আত্মার নিকট মানুষী অস্ত্রশস্ত্র নিরর্থক! সে নিরুপায় হইয়া আবার সাহসে ভর করিল। হস্তধৃত কুঠার এবং নির্বাপিত উল্কা মাটিতে ফেলিয়া বহুকষ্টে নতজানু হইয়া বলিল, "মহাদেবী, জানি আমি আপনার ক্ষমার যোগ্য নহি, তবু আপনাকে আজ আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি পাপিষ্ঠা, কিন্তু আপনি তো মহীয়সী। জীবনে আপনি কখনও কাহারও ক্ষতি করেন নাই, মৃত্যুর পর অসহায়া আশ্রয়প্রার্থিনী আমাকে হত্যা করিলে আপনার সুনামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।" সীতাদেবী প্রসন্নহাস্যোদ্ভাসিত মুখে পূর্ববৎ অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, মন্থরার কাতর প্রার্থনা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তখন ভয়ে এবং নৈরাশ্যে ব্যাকুলচিত্তা দাসী সবলে তাঁহার স্বর্ণনূপুরশোভিত অলক্তরঞ্জিত পদদ্বয় দুইবাহু বাড়াইয়া জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া ছাড়িয়া দিল এবং পিছাইয়া আসিল। এ কি কঠিন শীতল স্পর্শ! এ তো মনুষ্যদেহের স্পর্শ নয়, অনবদ্যাঙ্গী নবনীতকোমলা সীতাদেবীর দেহে পুষ্পপেলবতার পরিবর্তে এই ধাতব কঠিনতা আসিল কেমন করিয়া? পরক্ষণেই ভয় ভাঙ্গিয়া হাসি পাইল, মন্থরা উন্মত্তের মতো' হা, হা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাই বলো, স্বর্ণসীতা? কি ভয়টাই না দেখাইয়াছিল মূর্তিটা! নাঃ, এ পাপও আর রাখিয়া কাজ নাই; ইহাই তাহার অদ্য রজনীর শেষ বলি হউক। মন্থরা হাসিতে হাসিতে জ্যোতির্ময়ী স্বর্ণপ্রতিমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পরশু উঠাইল। দয়াময়ী! সতী! না, না, মন্থরার আজ দয়া করিলে চলিবে না। এক দণ্ডে হউক, এক প্রহরে হউক, সারারাত্রি জাগিয়া হউক, এ মূর্তি সে ধ্বংস করিবে। এ পুরীতে সীতার স্মৃতি অসহ্য, তাঁহার অনবদ্য রূপের এই জীবন্ত বিগ্রহ কি করিয়া রাখা চলিতে পারে? ছবিগুলার মুখাগ্নি না করা অপরাধ হইয়া গিয়াছে।

মন্থরার শ্রান্ত দুই বাহুতে সহসা যেন যৌবনের বল ফিরিয়া আসিল। দুই হস্তে পরশু তুলিয়া সে প্রাণপণ বলে স্বর্ণসীতার মস্তকে আঘাত করিতে গেল; কিন্তু সে আঘাত যথাস্থানে পৌঁছিল না। দাসীর শীর্ণ হস্ত কাহার পেশীবহুল সবলহস্তে বাধা পাইয়া মধ্যপথে থামিয়া গেল। পশ্চাদ্দেশ হইতে একটা প্রকাণ্ড ছায়ামূর্তি যেন অতর্কিতে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এক নিমেষের জন্য তাহাব সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, পরক্ষণেই তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে পরশু খসিয়া পড়িল, সেও আতঙ্কবিহ্বল কণ্ঠে উন্মাদের মতো একটা বিকট চীৎকার করিয়া সংজ্ঞা হারাইল। তাহার হতচেতন দেহ বাতাহত কদলীবৃক্ষবৎ সশব্দে গৃহকুট্টিমে পতিত হইয়া দুই-একবার স্পন্দিত হইল, তারপর ক্রমে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সেদিন মধ্যরাত্রে যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের শয়নকক্ষে মন্থরাকে স্বর্ণসীতার মূর্তি ধ্বংস করিতে বাধা দিল তাহার নাম পূর্বেই বলিয়াছি। প্রধানতঃ স্বর্ণকার বলিয়া পরিচিত হইলেও বিশাখদত্ত ছিল সে-যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং ভাস্কর, তাহার রচিত বহু অনবদ্য মূর্তি সেদিন অযোধ্যার বহু মন্দিরগাত্রের এবং রাজ-পথের শোভাবর্ধন করিত, বহু রাজামাত্য, শ্রেষ্ঠী, এবং সামন্ত নৃপতি তাহার রচিত মূর্তি দিয়া নিজ নিজ অট্টালিকা সাজাইতে বিশেষ গর্ব অনুভব করিতেন। বিশাখদত্ত রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিল, অন্তঃপুরেও তাহার যাতায়াত ছিল। রামরাজ্যাভিষেকের সময় সীতাদেবীর জন্য বহু বিচিত্র অলঙ্কার সে রচনা করিয়াছিল, সেই সঙ্গে রূপের পূজারী সে, গোপনে তাঁহার একটি সুন্দর পূর্ণাবয়ব সিক্থ-প্রতিমা, অর্থাৎ মোমের মূর্তি নিজ অবসর বিনোদনের জন্য রচনা করিতেছিল। সীতানির্বাসনের পর যজ্ঞকার্যের সহায়তার জন্য রামচন্দ্র যখন তাহাকে স্বর্ণসীতা নির্মাণের ভার দিলেন তখন রাজদত্ত স্বর্ণ এবং মণিরত্নাদির দ্বারা সেই সিক্থ-প্রতিমার সঞ্চের সাহায্যে সে সীতাদেবীর এক অবিকল অপরূপ স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া রামচন্দ্রকে এবং দেশবাসীকে বিস্মিত করিয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে সেই দুঃসাধ্য কর্তব্য পালন করিয়া সে প্রচুর রাজপ্রসাদও লাভ করিয়াছিল। সর্বসাধারণের নিকট সম্মান এবং ধনী ও রাজন্যগণের নিকট প্রতিকৃতিনির্মাণের জন্য নিয়োগ ও অর্থলাভ করিয়া বিশাখদত্ত নিজে আজ নগরীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী এবং মানী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত। বহু স্বর্ণকার এবং রূপদক্ষ তাহার কর্মশালায় ছাত্র এবং কর্মিরূপে নিযুক্ত। তবু বিশাখদত্তের মনে সুখ নাই; তাহার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ—সীতা-

প্রতিমার মতো দ্বিতীয় প্রতিমা সে আজ পর্যন্ত আর নির্মাণ করিতে পারিল না। ঢালাই করিবার সময় তরল স্বর্ণ যখন তাহার মোমের পুতুলটিকে গলাইয়া তাহার স্থানাধিকার করিল তখন বিশাখদত্ত অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই। যাহারা তাহার স্বর্ণপ্রতিমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিল তাহারা কেহই তাহার নিভৃত কর্মশালার সিকৃথ-প্রতিমা দেখে নাই। সে লাবণ্য, সে মাধুর্য এবং জীবন্তবৎ ভাব কঠিন ধাতুতে অবিকৃত রাখা সম্ভব নহে। যাহাই হউক, আজ সীতাও নাই, তাঁহার সে সিকৃথ-প্রতিমূর্তিও নাই, স্বর্ণসীতাই বর্তমানে তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। সে নিজে তাহার মূল্য যত বুঝিবে, সীতাপতি রামের অবর্তমানে কে আর তত বুঝিবে ? বিশাখদত্ত আপনার মনকে বুঝাইয়াছিল, শিল্পের মর্যাদা যে দিতে জানে, কলাবস্তুর উপর তাহার দাবীই সর্বাধিক। এ-ক্ষেত্রে সে নিজে যে প্রতিমার রচয়িতা, সে প্রতিমার প্রকৃত অধিকারী যখন দেহত্যাগ করিয়াছেন তখন তাহা তাহারই অধিকারে ফিরিয়া আসা ন্যায়তঃ ধর্মতঃ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মূঢ় দেশবাসী এবং রামের বংশধরগণ তাহার দাবী স্বীকার করিবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল না, তাই আজ নগরব্যাপী বিশৃঙ্খলার সুযোগে সে তাহার অদ্বিতীয় অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টি স্বর্ণসীতাকে হরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আসিয়াছিল। রাজান্তঃপুরের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সোপানশ্রেণীর ঊর্ধ্বে স্তম্ভান্তরালে তাহার বিশেষ বিশ্বস্ত চারিজন ক্রীতদাস একটি শিবিকা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সে নিজে একটি কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয়ে দেহ এবং অনুরূপ আর একটি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা মুখ এবং নাসিকা আবৃত করিয়া ত্রিতলে আরোহণ করিয়াছিল। একটি পূর্ণাবয়ব-মনুষ্যদেহ-ধারণে-সক্ষম-মহিষচর্মনির্মিত-দৃতি এবং বস্ত্রখণ্ড তাহার পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত, কটিবন্ধে কোষবদ্ধ ছুরিকা, হস্তে প্রয়োজনমত অগ্নি প্রজ্বালনের জন্য অরণিপ্রস্তর। মধ্যরাত্রে সতর্ক পদক্ষেপে রামচন্দ্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বিশাখদত্ত সহসা সেখানে মন্থরাকে দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইয়া গিয়াছিল, পরক্ষণেই তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বাধা দেয়। দ্রুতবেগে পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া সে দৃঢ়মুষ্টিতে কুব্জার দুই হস্ত ধরিয়া ফেলায় সীতাদেবীর স্বর্ণপ্রতিমা সে-যাত্রা রক্ষা পাইল।

মন্থরাকে চিনিতে বিশাখদত্তের ভুল হয় নাই, সে রূপ দূর হইতে একবার দেখিলে কাহারও পক্ষে জীবনে বিস্মৃত হওয়া কঠিন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহার অতর্কিত আবির্ভাব শিল্পীকে বড়োই বিপদে ফেলিল, তাহার সমস্ত পূর্ব পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করিয়া দিল। সে কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিল, মন্থরার

আর্তনাদে এবং পতনশব্দে আকৃষ্ট হইয়া পুরবাসী কেহ আসে কি না। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে সভয়ে পর্যঙ্ক-পাদদেশে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া রহিল, কয়েকপল অতিক্রান্ত হইলেও যখন কেহ আসিল না তখন ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া মন্থরার মণিবন্ধ দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া তাহার নাড়ীর গতি অনুভব করিল। যখন তাহার প্রত্যয় হইল যে কুব্জা মরে নাই তখন তাহার সাহস এবং বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, সে নিজের মুখাবরণ খুলিয়া মন্থরার মুখ দৃঢ়রূপে বাঁধিল, সঙ্গে-আনীত রজ্জু-দ্বারা তাহার হস্তপদ বাঁধিল, তারপর তাহার সংজ্ঞাহীন দেহটা স্বর্ণপর্যঙ্কের তলদেশে ঠেলিয়া দিয়া শয্যায় আস্তৃত দুগ্ধশুভ্র কৌষেয় আস্তরণখানি আভূমি বিলম্বিত করিয়া দিল। অতঃপর ক্ষিপ্রহস্তে সীতাদেবীর শূন্যগর্ভ স্বর্ণপ্রতিমাখানিকে সুখাসন হইতে নামাইয়া গৃহকুট্টিমে শায়িত করিয়া ফেলিয়া সে সেটিকে মহিষদৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দৃতির মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর সন্তর্পণে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দাসদিগকে ডাকিতে গেল।

কক্ষদ্বারের বহির্দেশে অলিন্দপথে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি এতক্ষণ নিঃশব্দে মন্থরা ও বিশাখদত্তের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন, তিনি অন্ধকারে দ্বারপ্রান্তে সরিয়া দাঁড়ানোয় শিল্পীর সঙ্গে তাঁহার অঙ্গসংঘর্ষ ঘটে নাই। বিশাখদত্ত বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্রুতহস্তে দৃতিমুখের বন্ধন খুলিয়া সীতা-প্রতিমাটিকে টানিয়া বাহির করিলেন। এক নিমেষের জন্য চন্দ্র-কিরণোদ্ভাসিত স্বর্ণসীতার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি উদ্গত অশ্রু রোধ করিলেন, একবার নতজানু হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। তারপর শয্যাপ্রান্তে বিলম্বিত আস্তরণ ঈষৎ উত্তোলন পূর্বক পর্যঙ্কতলশায়িনী হতচেতনা মন্থরার পদদ্বয় ধরিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বাহির করিলেন এবং সেইস্থানে স্বর্ণসীতাকে সযত্নে স্থাপন করিলেন। সীতা-প্রতিমা শয্যাস্তরণের অন্তরালে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলে তিনি মন্থরাকে মহিষদৃতির মধ্যে ভরিয়া দৃতির মুখবন্ধন করিতে করিতেই কক্ষ বহির্দেশে কয়েক ব্যক্তির মৃদু পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি নিজেও নিমেষমধ্যে সেই সুপ্রশস্ত পর্যঙ্কতলদেশে আত্মগোপন করিলেন।

বিশাখদত্ত সানুচর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে ছিল চারজন কৃষ্ণ-বস্ত্রাচ্ছাদিত বাহকের দ্বারা বাহিত একটি ময়ূরপঙ্খী নৌকাকৃতি বহুমূল্য রজতময়ী শিবিকা। শিবিকাভ্যন্তরে একজন আরোহী স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়া বা উপবেশন

করিয়া যাইতে পারে। দুইটি স্বর্ণমকরমুখমণ্ডিত রৌপ্যদণ্ড শিবিকার দুইদিকে সংলগ্ন ছিল। বাহকেরা বিশাখদত্তের ইঙ্গিতে শিবিকা নামাইয়া দৃত্তিমধ্যস্থা মন্থরাকে সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া উহার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে সচেষ্ট হইল। এমন সময় বাহিরে কিসের যেন শব্দ শ্রবণগোচর হওয়ায় বিশাখদত্ত চকিত হইয়া উঠিল। বলিল, "তোমরা শীঘ্র আমাকে অনুসরণ কর, আমি পথ পরিষ্কার আছে কি না দেখিতেছি।" সে চলিয়া যাইবার পরমুহূর্তেই ভৃত্যেরা মন্থরাকে শিবিকাভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া উহার চতুর্দিকে ক্ষৌমবস্ত্রাবরণ ঝুলাইয়া দিল। দুইদিকের দণ্ডে স্কন্ধসংযোগপূর্বক শিবিকাটি উত্তোলন করিয়া অতঃপর তাহারা ধীরপদে কক্ষত্যাগ করিল। হতভাগিনী মন্থরার অপহৃতা হইবার বড়োই সাধ ছিল, কিন্তু নিয়তির চক্রান্তে সেই দুর্লভ সুযোগ যখন তাহার জীবনে আসিল তখন তাহার মাধুর্য সজ্ঞানে উপভোগ করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, যাহারা তাহাকে হরণ করিল, তাহারাও জানিল না কোন্ নারীরত্ন তাহারা হরণ করিয়া লইয়া চলিল, এইরূপ নিষ্কাম নারীহরণের জন্য কী শাস্তি তাহাদের অদৃষ্টে অপেক্ষা করিতেছে !

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বাহকগণ বিশাখদত্তকে অনুসরণপূর্বক প্রাসাদান্তঃপুরের প্রাচীরবেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে নামিল। উহা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হইতেই বিশাখদত্ত কপাট উন্মোচন করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা শিবিকাসহ আর কয়েকটি সোপান অবতরণ করিরা একটি ক্ষুদ্রপথে গিয়া পড়িল। ঐ পথ অদূরে রাজপথে গিয়া মিলিয়াছিল। বাহকেরা দৃষ্টিপথের অন্তরালবর্তী না হওয়া পর্যন্ত বিশাখদত্ত নির্নিমেষনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর নৈশ্চিন্ত্যের নিঃশ্বাস ফেলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া পশ্চাতে ফিরিতেই দেখিল, একজন দীর্ঘকায় সৈনিকপুরুষ তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। স্বীয় উষ্ণীষাগ্রভাগ দ্বারা তাঁহার মুখের নিম্নভাগ আবৃত, তাঁহার হস্তে উন্মুক্ত তরবারি। তিনি কোনও কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে বিশাখদত্তের নিশ্চল দেহের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন, নিজ উলঙ্গ কৃপাণশীর্ষ তাহার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে অগ্রসর হইতে বলিলেন। ভয়বিহ্বল শিল্পীর মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না, সে সৈনিকের নির্দেশে যন্ত্রচালিতের মতো আবার সেই প্রাঙ্গণ পার হইয়া সোপান-পাদদেশে আসিল। বিস্তৃত সোপানশ্রেণীর দক্ষিণপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার ছিল, সেখান হইতে আর একটি সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী ভূগর্ভে কারাগারে নামিয়া গিয়াছিল। অন্তঃপুরিকারা কেহ কোনও গুরুতর অপরাধ

করিলে প্রাচীনকালে সেই ভূগর্ভস্থ বন্দীশালায় বন্দিনী থাকিত। রামচন্দ্রের সময়ে দীর্ঘকাল সেই সোপান বা কক্ষ ব্যবহৃত হয় নাই; দ্বার খুলিবামাত্র নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধুনন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল, অজিনপত্রার দুর্গন্ধে শিল্পীর বমনোদ্রেক হইল। বিশাখদত্ত সেই সোপানপথে কিয়দ্দূর অবতরণ করিতেই তাহার মাথার উপর লৌহদ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল। নিস্তব্ধ প্রাসাদে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে বিরক্ত সারস-ময়ূর-কোকিলাদি কয়েকটা গৃহপালিত পক্ষী একবার কোলাহল করিয়া উঠিল, প্রাসাদ-বহির্দেশস্থ পথে কয়েকটা সারমেয় তাহাদের ঐকতানে যোগ দিল। অমাত্য ভদ্র প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখনও পুরবাসী জাগিল না, কেহ সন্ধান লইতে আসিল না। কোলাহল নীরব হইলে ভদ্র ত্রিতলে উঠিয়া গেলেন, স্বর্ণ-সীতাকে যথাস্থানে রাখিয়া নামিয়া আসিলেন এবং প্রাসাদতোরণে গিয়া তরবারি হস্তে প্রহরায় নিযুক্ত রহিলেন।

॥ ২ ॥

কোশলরাজধানীর প্রায় ষোড়শ ক্রোশ উত্তরে নদীতীরে নির্জন বনাচ্ছাদিত গ্রামপ্রান্তে একটি সুপ্রাচীন জীর্ণ মন্দির ছিল। মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী এক সময়ে ঐ অঞ্চলের দস্যুদিগের আরাধ্যা ছিলেন। রামরাজত্বকালে দস্যুরা সাধু হইয়া নগরে চলিয়া গিয়াছিল; বণিক্, পুরোহিত, বৈদ্য প্রভৃতি অনিন্দ্য সমাজসেবকরূপে প্রকাশ্যে রাজানুমতি লইয়া মানুষের প্রাণহরণ ও ধনলুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল, সেজন্য ইদানীং পূর্বোক্তা দেবীর আর তেমন প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল না। কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন কয়েকজন পল্লীবাসীর চেষ্টায় তাঁহার একবেলা কিছু ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল, নিকটবর্তী গ্রাম হইতে একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ দৈনিক একবার আসিয়া তাঁহাকে কিছু তণ্ডুলকদলী প্রদর্শন এবং পুষ্পবিল্বপত্র প্রদান করিয়া যাইত। দেবীর সর্বাঙ্গ রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত; পুষ্পসজ্জা এবং বস্ত্রাবরণের অবকাশে তাঁহার মুখের যে অংশটুকু দৃষ্টিগোচর হইত সেটুকুও সিন্দূর-চন্দনের অবলেপে সম্যক্‌রূপে বুদ্ধিগোচর হইত না। মন্থরাহরণের পরদিন মধ্যাহ্নকালে একখানি দ্রুতগামী দ্বাদশক্ষেপণিযুক্ত তরণী সেই বিরলবসতি নদীতীরে মন্দিরের

অদূরে খর্জ্জুরকাণ্ডখণ্ডরচিত ঘট্টে আসিয়া ভিড়িল। তরণীর মধ্যে একটি বস্ত্রাবৃত শিবিকা রক্ষিত ছিল, সকলে মিলিয়া সেটি সযত্নে নামাইল, তারপর চারজন বাহক শিবিকা লইয়া বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেলে বাকী আটজন নৌকার অদূরে বসিয়া গঞ্জিকাধূমসেবন করিতে লাগিল।

শিবিকাগর্ভে ক্ষুৎপিপাসাতুরা জীবন্মৃতা কুব্জা হতবুদ্ধি অবস্থায় চর্মপেটিকা-বদ্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল। শিবিকাবাহকেরা তাহাকে নৌকায় তুলিবার পরেই তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে তখন জীবিতা কি মৃতা, পৃথিবীতে আছে, না নরকে পৌঁছিয়াছে, স্থির করিতে না পারিয়া অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। মহিষচর্মের দুর্গন্ধে শ্বাসরোধকর উত্তাপে সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রহরের পর প্রহর এইভাবে সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিল। প্রতি মুহূর্তেই দগ্ধসন্দংশিকাহস্ত কোনো যমদূতের সাক্ষাতের আশঙ্কায় তাহার শরীরের রক্ত হিম হইয়া যাইতে-ছিল; কিন্তু তাহার বিবেচনায় শতাব্দীকাল পরেও যখন তেমন কেহ দেখা দিল না, কেহ তাহাকে তপ্ত লৌহকটাহে বা পুরীষকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল না, তখন সে বুঝিল, সে নিশ্চয় বাঁচিয়াই আছে। অতঃপর সে নড়িবার এবং বন্ধনমুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিল, কিন্তু মুখ এবং হস্তপদ আবদ্ধ থাকায় কিছুই করিতে পারিল না, সাহায্যের জন্য চীৎকার করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না।

বিশাখদত্তের নির্দেশ-মতো তাহার অনুচরেরা শিবিকাটিকে মন্দিরচত্বরে আনিয়া নামাইল। একজন বলিল, "ঐ তো সেই মন্দির।' ঐ তো দক্ষিণে শাল্মলী বৃক্ষ, ঐ তো তাহার পার্শ্বেই কূপ। ঐ কূপেই তো এক বৎসরের জন্য প্রতিমাটিকে বিসর্জন দিবার নির্দেশ আছে। গোলমাল থামিলে আবার লইয়া যাওয়া যাইবে। লও, মূর্তিটাকে নামাও।" সকলে ধরাধরি করিয়া মূর্তিগর্ভ মহিষদৃতি নামাইল। তখন আর একজন বলিল, "যাই বলো, বাপু, আমার সন্দেহ হইতেছে। সীতার মূর্তি সর্বদা সিংহাসনে এক পা মুড়িয়া এক পা নামাইয়া উপবিষ্ট থাকিত, অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহার তলদেশই প্রশস্ত হইবার কথা। এ মূর্তির উপবেশনভঙ্গী সে তুলনায় অপ্রশস্ত, তলদেশে মহিষদৃতি কুঞ্চিত হইয়া আছে, দেখিয়া মনে হয় কোনো ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া আছে। এদিকে আবার মধ্যস্থলে এক স্থানে প্রস্থ অনাবশ্যক রূপে অধিক স্ফীত। কোনো ভুলভ্রান্তি হইল না তো?"

আর একজন বলিল, "যাহা আছে তাহাই আছে, কর্তা নিজে ভরিয়াছেন,

আমাদের কূপে নিক্ষেপ করিতে পারিলেই চুকিয়া গেল। আর্দ্রকের ব্যবসায়ীর সমুদ্রপোতের সন্ধানে কী প্রয়োজন ?"

তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিল, "তবু একবার খুলিয়া দেখিলেই তো হয়, চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইয়া যায়। কূপে নিক্ষেপ করিতে তো সময় লাগিবে না, সন্দেহটা আমারও যেন হইতেছে।"

ঐ সময় মন্থরার কর্ণে বাহকদের কথা কেমন করিয়া একটু যেন প্রবেশ করিল, তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিবার পরামর্শ হইতেছে বুঝিয়া সে মরিয়া হইয়া বন্ধনমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, মহিষদৃতি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। বাহকেরা দেখিয়া ভয় পাইল। একজন বলিল, "দ্যাখ, দ্যাখ, মূর্তিটা নড়িতেছে। প্রভু কোনো জীবন্ত মানুষকে হত্যা করিবার জন্য আমাদিগকে পাঠান নাই তো ?"

আর একজন বলিল, "কিছুই আশ্চর্য নহে। ধনী ব্যক্তিদের অসাধ্য কর্ম কিছু নাই। না ভাই, মূর্তিটাকে বাহির করাই যুক্তিযুক্ত। মহিষদৃতিশুদ্ধ কূপে ফেলিলে একটা বিপদও আছে। এ মন্দিরে বেশী মানুষের যাতায়াত না থাকিলেও এক বৃদ্ধ পুরোহিত প্রতিদিন একবার আসেন, এই কূপ হইতে জল তুলিয়া দেবীর পূজা করেন। মহিষদৃতি পচিয়া অচিরে জল দুর্গন্ধ হইবে, তিনি সে সংবাদ গ্রামবাসীকে দিলে এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রামের লোক আসিয়া মূর্তি উঠাইবে। মহিষচর্ম ফেলিয়া কূপ অপবিত্র না করাই ভালো।"

তখন সকলে যুক্তি করিয়া চর্মস্থালীর মুখ খুলিল। অতঃপর একজন উঁকি দিয়া বলিল, "সত্যই তো, স্বর্ণমূর্তি কোথায় ? স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে শুভ্র শণের মতো কি দেখা যাইতেছে যেন।" আর একজন বলিল, "দূর মূর্খ, ওটা কোনও বৃদ্ধার পক্ক কেশ। ধর, ধর, টানিয়া বাহির কর।"

সকলে মহিষচর্মদৃতি মধ্য হইতে মন্থরাকে বহুকষ্টে বাহির করিল। যে ব্যক্তি প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, সে বলিল, "যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই সত্য হইল। এই বৃদ্ধাকে আমরা জীবন্ত মারিতে যাইতেছিলাম। নারীহরণ তো হইয়াছেই, নারীহত্যার পাতকে লিপ্ত হইতে আমি সম্মত নহি।"

চতুর্থ ব্যক্তি একটু ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন, বিবেকের বিরুদ্ধে সে প্রভুর আদেশ পালন করিতে আসিয়াছিল, কুসংস্কারও তাহার বেশী। সে এতক্ষণ কিছু বলে নাই, এখন বলিল, "সতীমাতার অভিশাপে তাঁহার স্বর্ণপ্রতিমা ডাকিনীমূর্তি ধরিয়াছে, আজ আমাদের কাহারও নিস্তার নাই। চলো, এখনও পলায়ন করি।"

সত্যই আবদ্ধমুখহস্তপদ মন্থরার চক্ষুর্দ্বয় তখন ক্রুদ্ধা ডাকিনীর চক্ষুর মতোই

জ্বলিতেছিল, সে চক্ষু দেখিলে ভয় পায় না এমন মানুষ সংসারে বেশী নাই। বাহকদলের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী পিঙ্গল তবু বলিল, "ডাকিনী হইলেও মানুষ তো বটে, উহার মুখেই শোনা যাক না ব্যাপারটা কি? লও, খোলো বন্ধন।"

সকলে মিলিয়া মন্থরার হস্তপদ এবং মুখের বন্ধন মোচন করিল। তাহার একপার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করা অভ্যাস, কুব্জের উপর ভর দিয়া সারাদিন থাকিতে বাধ্য হওয়ায় পৃষ্ঠদেশ অসম্ভবরূপ টন্‌টন্‌ করিতেছিল। অনেকবার, 'উঃ, আঃ' প্রভৃতি শব্দ করিয়া সে বহু কষ্টে উঠিয়া বসিল। বাহকেরা প্রশ্ন করিল, "আপনি কে? এই মহিষদৃতির মধ্যে কেমন করিয়া প্রবেশ করিলেন?"

মন্থরার ততক্ষণে সাহস ফিরিয়াছে। সে দন্ত কটু-কটায়িত এবং চক্ষু আবর্তিত করিয়া বলিল, "আমি কে তোমরা জানো না? অযোধ্যার রাজপুরী হইতে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, এখন ন্যাকা সাজিয়া আমাকেই প্রশ্ন করিতেছ, 'আমি কে'? ও রে নির্লজ্জ পাপিষ্ঠের দল, যদি অবিলম্বে আমাকে অযোধ্যায় যথাস্থানে পৌঁছিয়া না দিয়া আইস তবে আমি তোমাদের শাপ দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিব।"

মন্থরাকে কথা কহিতে শুনিয়া কেহ বা ভয় পাইল, কাহারও বা ভয় ভাঙিল। রহস্যপ্রিয় গন্ধর্ব নামক এক ব্যক্তি বলিল, "হায়, আমাদের দগ্ধ ললাট! হরণ করিলাম তো করিলাম, তোমার মতো একটা বৃষকাষ্ঠকে হরণ করিলাম? অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে কি আর নারী ছিল না?" সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়, "ভালো-বিপদেই পড়া গিয়াছে।" তখন পিঙ্গল বলিল, "তোমার শাপকে ভয় করি না, শাপ দিবার মতো শক্তি থাকিলে কল্য অর্ধেক রাত্রি হইতে অদ্য দ্বিপ্রহরের মধ্যে তুমি আমাদের বহু পূর্বেই ভস্ম করিয়া ফেলিতে। এখন ও-সব বক্তৃতা ছাড়ো, স্বর্ণসীতাকে কোথায় পাচার করিলে এবং নিজে কী-ভাবে এই চর্মদৃতির মধ্যে ঢুকিলে বলো। যদি সহজে সত্য কথা না বলো তবে পিটাইয়া তক্তা বানাইব, বলিতে পথ পাইবে না।" পিঙ্গলের রঙ্গপ্রিয় বন্ধুটি বলিল, "আমরা ডাকিনীমেধ যজ্ঞ করিতেছি। এক শত আটটি ডাকিনীকে ঐ কূপে নিক্ষেপ করার কথা, তন্মধ্যে একশত সাতটিকে ইতঃপূর্বে শেষ করিয়াছি, এখন তোমাকে ফেলিতে পারিলেই আমাদের যজ্ঞ পূর্ণ হয়।" তাহাদের সাহসে সাহসী হইয়া অন্যান্য বাহকেরাও মন্থরার চারিদিকে ঘনাইয়া বসিল, তখন সে নিজের অবস্থা বুঝিয়া ভয় পাইল। যথাসম্ভব কোমল স্বরে বলিল, "ভ্রাতৃগণ, সত্য

বলিতেছি, আমি কিছুই জানি না। অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে শ্রীরামচন্দ্রের শয়নকক্ষে আমি ধূপ জ্বালিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম”—

পিঙ্গল ধমক দিল, “আবার মিথ্যা কথা ? মধ্যরাত্রে ধূপ দিতে ঢুকিয়াছিলি ? ঘরে ধূপগন্ধ ছিল না, নিশ্চয় কোনও কু-অভিসন্ধি লইয়া তুই সেখানে গিয়াছিলি। কেন গিয়াছিলি বল্, নহিলে এখনই কূপে”—

মন্থরা বলিল, “আহা, ক্রুদ্ধ হন কেন ? আপনারা আমার ধর্মপিতা, আপনাদের কাছে কি মিথ্যা বলিতে পারি ? সীতাদেবী আমাকে বড়োই স্নেহ করিতেন, তাঁহার নির্বাসনের পর হইতে স্বর্ণসীতাই তাঁহার স্থান লইয়াছিল, সেটিতে আমি সুযোগ পাইলেই একটু হাত বুলাইতাম, মা জানকীর স্নেহ মনে পড়িত। কল্য মধ্যরাত্রে আমি স্বর্ণসীতার অঙ্গস্পর্শ করিবার লোভেই রামভবনে গিয়াছিলাম, কিন্তু মূর্তিটি স্পর্শ করিবার পূর্বেই কে-যেন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে আমার হস্ত ধারণ করিল, আমি চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া গেলাম। তারপর কি ঘটিয়াছে আমি কিছুই বলিতে পারিব না। মারুন, কাটুন, ইহার বেশী আমার জানা নাই, সুতরাং যদি কিছু বলিতে হয় তো মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া বলিতে হইবে।”

বাহকদের এইবার মন্থরার কথায় বিশ্বাস জন্মিল, কিন্তু অতঃপর কর্তব্য কি তাহা তাহারা নির্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিল না। কেহ বলিল, “স্বর্ণসীতার পরিবর্তে এই কুরূপা দাসীকে লইয়া আসিয়াছি জানিলে প্রভু আমাদের অন্ধকূপে পচাইয়া মারিবেন।” কেহ বলিল, “রাজবাড়ীর দাসীকে আমরা হরণ করিয়া আনিয়াছি জানিলে রাজা আমাদিগকে শূলে দিবেন।” অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল, তাহারা কেহ আর দেশে ফিরিবে না, হিমালয়পাদদেশে অন্য কোনো রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লইবে এবং কায়িক পরিশ্রম করিয়া বা কৃষিকর্ম করিয়া খাইবে। অযোধ্যাতে তাহাদের গৃহসংসার বা আপন জন বলিতে কেহ ছিল না, পরাধীন জীবনে মৃত্যুমুখে ফিরিয়া যাওয়ার চেয়ে স্বাধীন জীবনে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়োজ্ঞান করিয়া তাহারা দেশত্যাগী হইল, বিশাখদত্ত তাহাদিগকে পুরস্কারের অর্ধেক অগ্রিম দিয়াছিল। অর্থের অভাব ছিল না।

কিঙ্করেরা চলিয়া যায় দেখিয়া কুব্জা ব্যাকুলা হইয়া বলিল, “তোমরা আমাকে এই অপরিচিত বনমধ্যে একাকিনী ফেলিয়া কোথায় চলিলে ? আমি কিরূপে বাঁচিব, কি করিব, বলিয়া যাও।”

গন্ধর্ব নামক রহস্যপ্রিয় কিঙ্করটির প্রভুর সহিত রাজান্তঃপুরে যাতায়াত

ছিল, দাসীর পৃষ্ঠদেশে বিশাল স্তূপ দেখিয়া সে তাহাকে এতক্ষণে চিনিয়াছিল। সে বিনীত ভাবে বলিল, "ঠাকুরাণী, তুমি তবু একটা ইষ্টকগৃহের আশ্রয় সম্মুখেই দেখিতেছ, কাছাকাছি লোকালয়ও আছে। মা জানকীকে এক সময়ে তোমার চক্রান্তে ইহার চেয়ে দুর্গম অরণ্যে উন্মুক্ত আকাশতলে কতদিন বাস করিতে হইয়াছে মনে পড়ে? তুমি রাজকুমার রাজবধূকে বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় শয়ন করাইয়াছ, নিজে দুইচারিদিন ভগ্ন মন্দিরে বাস করিতে পারিবে না? যাক্, তোমার বনবাস এবং হরণকার্যটা হইয়া গেল, এখন কেবল অভিষেকটা বাকী।"

পিঙ্গল হাসিয়া বলিল, "তুমিই বুঝি মন্থরা? তাহা হইলে তোমাকে আমরা আর কি শিখাইব? তোমার ঐ স্তূপের মধ্যে সাতজন ব্যবহারাজীবের চাতুর্য পুঞ্জীভূত আছে, ইচ্ছা করিলে তুমি উহার সামান্যমাত্র ব্যয় করিয়া অচিরে সিংহাসন লাভ করিতে পারিবে। আমরা তোমাকে ইচ্ছাপূর্বক আনি নাই, তোমার শরীরের অলঙ্কার হরণ করিলে এ-সময়ে উপকার হইত, কিন্তু স্বভাবতঃ তস্কর নহি বলিয়া সে লোভও সংবরণ করিলাম। আমাদের বিদায় দাও, তোমার জন্য আমাদের জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। নৌকাখানি আমরা লইয়া চলিলাম, শিবিকা আমাদের কাজে লাগিবে না, তুমি উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে আশা করি। শুনিয়াছিলাম তোমার মুখ দেখিলে পাপ হয়, এখন তাহা অস্থিতে অস্থিতে অনুভব করিতেছি।"

কিঙ্করেরা চলিয়া গেলে নিরুপায়া মন্থরা উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে সোপান বহিয়া উঠিয়া মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিল। ভিতরে পত্রপুষ্পের স্তূপের মধ্যে অর্ধসমাহিত ক্ষুদ্র পিত্তলময়ী দেবীপ্রতিমা। মন্থরা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে জলের সন্ধান করিল; দেখিল, এক কোণে একটি মৃণ্ময় কলসের তলদেশে কিছু জল পড়িয়া আছে। মন্থরা দুই হস্তে কলস তুলিয়া আকণ্ঠ জল পান করিল। খাদ্যের সন্ধান কোথাও কিছু মিলিল না, ভাবিল, "পুরোহিতটা কী লোভী! সমস্ত ভোগ নিজে লইয়া যায়। যাক্, আজ নিশ্চয় একবার পূজা দিতে আসিবে, তখন জাগ্রতা দেবীর মুখ হইতে নৈবেদ্য কিরূপে রক্ষা করে দেখিব।" কতদিন মন্দিরে ঝাঁট পড়ে নাই কে জানে, বোধ হয় কয়েক বৎসর হইবে। বুদ্ধিমতী মন্থরা বহু অনুসন্ধানে একটি জীর্ণ সম্মার্জনী আবিষ্কার করিয়া দেবীর সম্মুখে গৃহ-কুট্টিমের একাংশ পরিষ্কার করিল। দেবীমূর্তির চতুষ্পার্শ্বে যে আবর্জনা ও পর্যুসিত পুষ্পপত্রাদির স্তূপ জমিয়াছিল তাহাতে দুইচারিটা ব্যাঘ্র লুক্কায়িত থাকা অসম্ভব ছিল না, সর্পের তো কথাই নাই। মন্থরা একটা ভগ্ন

বৃক্ষশাখার সাহায্যে বহুক্ষণ সেগুলি নাড়িয়া দেখিল, হিংস্র জন্তু কিছুই বাহির হইল না। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া দেবীমূর্তিটিকে বহু কষ্টে বেদী হইতে নামাইয়া শায়িত অবস্থায় পুষ্পপত্রের দ্বারা আবৃত করিল। তৎপূর্বে দেবীমূর্তির মুখলিপ্ত চন্দন জলে ভিজাইয়া নিজের মুখে মাখিল, ললাটের তৈলসিক্ত সিন্দুর নিজ ললাটে লেপন করিল, দেবীর ধূলিধূসরিত রক্তবস্ত্রখানি দিয়া নিজ ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢাকিয়া কেবল মুখ এবং চক্ষুর একাংশ বাহিরে রাখিয়া অবগুণ্ঠন রচনা করিল। তারপর ধীরে সুস্থে বেদীতে বসিয়া নিজের চারিদিকে পত্রপুষ্পের স্তূপ এমন ভাবে বিন্যস্ত করিল যে, তাহার দেহের তিন ভাগ তাহাতে আবৃত হইয়া রহিল। সে এইভাবে প্রস্তুত হইয়া বসিবার অনতিকাল পরেই বাহিরে কাষ্ঠপাদুকার খট্‌খটাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, এক প্রৌঢ় পূজারী ব্রাহ্মণ দ্বারপথে দেখা দিল। তাহার একহস্তে তাম্রপাত্রে কিছু ফলমূল, জলসিক্ত আতপতণ্ডুল এবং তদুপরি স্থাপিত আর একটি ক্ষুদ্রতর পাত্রে পুষ্পবিল্বপত্রদূর্বাদি, অপর হস্তে কোশাকুশি, কুশাসন এবং ঘণ্টা। ব্রাহ্মণ ঈষৎ ক্ষীণদৃষ্টি, ঘরের পরিবর্তন কিছুই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। সে নৈবেদ্যপাত্র এবং পুষ্পপাত্র দেবীর বেদীর সম্মুখে নামাইল, অন্যান্য দ্রব্য তাহার অদূরে রাখিল। দুই হস্তের ভার নামাইয়া সে হস্তদ্বয় কয়েকবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া সংবেদন ফিরাইয়া আনিল, তারপর উত্তরীয়প্রান্ত আন্দোলনপূর্বক কিছুক্ষণ বায়ুসেবন দ্বারা শ্রান্তি অপনোদন করিল। পরে কক্ষকোণে রক্ষিত কলস ও রজ্জু তুলিয়া কূপ হইতে জল আনিতে গেল। কুব্জা এই সুবর্ণসুযোগ ত্যাগ করিল না, কিছু তণ্ডুল, একটি মোদক, কয়েকটি কদলীখণ্ড এবং আম্রখণ্ড ক্ষিপ্রহস্তে তুলিয়া গলাধঃকরণপূর্বক আবার যথাস্থানে দেবী সাজিয়া বসিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ জলপূর্ণ কলস লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, কলসের জলে কোশা পূর্ণ করিয়া কুশাসন পাতিয়া মৃণ্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া পূজায় বসিল। প্রথমতঃ আচমন করিয়াই সে নৈবেদ্যের উপর খানিকটা ফুলজল ছিটাইয়া দিল, "গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ, সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ" বলিয়া দেবীকে লক্ষ্য করিয়াও কিছু ফুল ও জল নিক্ষেপ করিল। তারপর মুদিত নেত্রে অনর্গল অশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে এবং ঘণ্টা নাড়িতে আরম্ভ করিল। মন্থরা যখন দেখিল ব্রাহ্মণ আর চক্ষু খুলিতেছে না তখন বেদীর উপর হইতে ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইয়া সম্মুখস্থ আমান্ননৈবেদ্যের থালা হইতে টপ করিয়া আর একটি কদলীখণ্ড তুলিয়া মুখে পুরিল। তখনও ব্রাহ্মণের চক্ষু উন্মীলিত হইল না দেখিয়া কুব্জার সাহস বাড়িল, সে বেদী হইতে

হাত বাড়াইয়া একে একে দুইটি আম্রখণ্ড, একটি মোদক এবং দুইটি পনসকোষ তুলিয়া ভক্ষণ করিল। শেষবার নৈবেদ্য গ্রহণ করিবার সময় ন্যুব্জ দেহের ভারসাম্য স্থির রাখিতে না পারিয়া সে অধঃপতিত হইতে যাইতেছিল, কোনো-রূপে নৈবেদ্যপাত্র দুই হস্তে ধরিয়া 'টাল' সংবরণ করিল। পাত্র সশব্দে নড়িয়া গেল, মাটি কাঁপিল। মন্থরা কোনও মতে বেদীতে যথাস্থানে উঠিয়া বসিতেই দেখিল পূজারী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। অগত্যা সে রমণীসুলভ লজ্জায় চক্ষু মুদিত করিয়া জিহ্বাগ্র বাহির করিল।

পূজারীর বয়স ষষ্টি বর্ষের অধিক হইবে না। শীর্ণ গৌরবর্ণ দেহের তুলনায় মস্তকটি কিছু বৃহৎ, নাসিকা ঈষৎ দীর্ঘ, চক্ষুর্দ্বয় আয়ত, গুম্ফশ্মশ্রুমুণ্ডিত মুখখানি দেখিতে ভালোই। তাহার পিতৃদত্ত নাম লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার মস্তকের কেশ, বিশেষতঃ শিখাটি সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখ হইয়া থাকিত বলিয়া গ্রামবাসী তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছিল 'উচ্ছিখ'। বিদ্যাচর্চা অপেক্ষা দেশভ্রমণেই কৈশোরযৌবনে তাহার বেশী উৎসাহ ছিল; দুষ্টবুদ্ধিও কিছু অধিকমাত্রায় ছিল বলিয়া শ্রুতিস্মৃতির সহিত তেমন পরিচয় হয় নাই। গুরুগৃহে গোচারণ এবং ফলমূল-আহরণ যেমন শিখিয়াছিল, ব্যাকরণ এবং শাস্ত্রাদি তেমন অধিগত হইয়া উঠে নাই। কাশী হইতে উত্তরে তক্ষশিলা এবং দক্ষিণে কাঞ্চী পর্যন্ত উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে ঘুরিতেই কাটিয়া গেল, পিতৃবিয়োগের পর গ্রামে ফিরিতেই সংসারের ভার স্কন্ধে পড়িল, সুতরাং আর কিছু হইল না। কয়েকটি দরিদ্র যজমান ঠকাইয়া কদাচ-কখনও দুই-একটি রৌপ্য মুদ্রা মিলিত, এই বনমধ্যস্থ মন্দিরে পূজার জন্য গ্রামপ্রধানের নিকট যে সামান্য বৃত্তি ও দৈনিক সিধা পাইত তাহাতে তাহার স্ত্রীপুত্রসহ কোনওরূপে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। বহুপূর্বে একবার রাজসভায় দান লইতে গিয়া সে বহু পণ্ডিতের সম্মুখে নিজের নির্বুদ্ধিতা এবং অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছিল, সেই হইতে সভায় সে বড়ো আর যাইত না, সে-জন্য রামরাজত্বের স্বর্ণযুগেও তাহার কিছু উন্নতি হয় নাই। সে যতই ক্ষীণদৃষ্টি হউক, তাহার নৈবেদ্যের স্থালী যে ক্রমেই শূন্য হইয়া আসিতেছে তাহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। চক্ষু মুদিত থাকিলেও তাম্রপাত্রে যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতেছে তাহা পুষ্পপত্রের মর্মরে এবং নৈবেদ্যপাত্রের ঈষৎ স্থানচ্যুতির মৃদু শব্দেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল, সুতরাং সন্দিগ্ধচিত্তে মধ্যে মধ্যে চক্ষু পিট-পিট করিতেছিল। নৈবেদ্যস্থালী যখন সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া গেল, একটি কঙ্কণমণ্ডিত হস্ত যখন একে একে তাহার নিবেদিত সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিল তখন দেবী

তাহার পূজায় জাগ্রতা হইয়াছেন মনে করিয়া সে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হইয়াছিল. কিন্তু দেবী যখন সশব্দে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইতে রক্ষা পাইলেন, তখন সম্পূর্ণরূপে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেবীর দেহ সর্বাভরণভূষিত, রক্তবস্ত্রাবরণের মধ্য দিয়াও অলঙ্কারের দ্যুতি দৃষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তাঁহার এ কী মূর্তি! শণপিণ্ডের মতো শুভ্র কেশ, কোটরগত শ্যেনচক্ষু, বলিকুঞ্চিত চর্ম, প্রকটাস্থি দেহ! বিকট দন্তহীন মুখে দেবী পনসকোষচোষণে নিযুক্তা ছিলেন, সৃক্কণী বাহিয়া পনসরস ধারাকারে নামিতেছিল, সেই অবস্থায় জিহ্বা নিঃসারণ করিতে গিয়া শোষণাবশিষ্ট পনসের ছিবড়া হড়াৎ করিয়া গৃহ-কুট্টিমে আসিয়া পড়িল। উচ্ছিখ ভয় পাইল। দেবী সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপা, একবার যখন জাগিয়াছেন, তখন তাহাকেও ঐ পনসকোষের মতো চুষিয়া খাইতে কতক্ষণ? অবশ্য দেবীর মুখে দন্ত দৃষ্ট না হওয়ায় সে কিছু ভরসাও পাইল; রক্ত চুষিয়া খাইলেও দেবী তাহার অস্থিমাংস চর্বণ করিতে পারিবেন না। উচ্ছিখ অতঃপর সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া করযোড়ে বলিল, "দেবি, প্রসীদ"।

বুদ্ধিমতী মন্থরা ততক্ষণে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। ব্রাহ্মণের দেহ কিছু কৃশ হইলেও লোকটা মোটের উপর সুপুরুষ, ইহাকে লইয়া সংসার পাতিলে মন্দ হয় না। অবশ্য বয়স হইয়াছে। তা হোক, মন্থরার উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হইলে ইহার মতো পৌত্র হইতে পারিত, সেজন্য তাহার কোনও অভিযোগ নাই। এখন ইহাকে সম্মত করানো যায় কি প্রকারে? আপনার বায়সবিনিন্দিত কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া মন্থরা হাস্যোদ্ভাসিত বদনে দক্ষিণ হস্তে বরাভয়-মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া কহিল, "ব্রাহ্মণ, আমি তোমার পূজায় প্রসন্না হইয়াছি। এক্ষণে তোমার কোন্ সাধ পূর্ণ করিব বলো?"

উচ্ছিখ আশ্বস্ত হইল। উঠিয়া নতজানু হইয়া রহিল, তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। বোঝা গেল, সে বড়োই দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পরে গদ্গদকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিল, "দেবি, আমার অনেক সাধ, আপনি কয়টা পূর্ণ করিবেন? আমি জন্মদরিদ্র, জীবনের ভোগ কিছুই হয় নাই। আমি রসনাতৃপ্তিকর বিবিধ সুখাদ্য খাইতে চাই, সপ্তভূমিক প্রাসাদে হেমপর্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ কুসুম-কোমল শয্যায় শয়ন করিতে চাই, রাজোচিত বসনভূষণ, যানবাহন, দাসদাসী, সম্মানপ্রতিপত্তি চাই। আমি ইচ্ছামতো ব্যয় করিতে, ভ্রমণ করিতে, আনন্দ করিতে চাই।"

মন্থরা হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ এককথায় তুমি অর্থ চাও? তজ্জন্য কিছু ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত আছ?"

উচ্ছিখ মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিল, "দেহত্যাগ ভিন্ন যাহা বলিবেন করিতে প্রস্তুত আছি। অর্থের জন্য আমি নরকে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

মন্থরা কহিল, "যদি তোমার অদ্য সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয় তবে তাহার পরিবর্তে কোনো কুরূপা নারীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছ?"

উচ্ছিখ এবার ভয় পাইল, মন্থরার মনোগত অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিল, "কিন্তু আমার যে স্ত্রীপুত্র আছে?"

মন্থরা বলিল, "তাহাতে কি হইয়াছে? পুরুষের একাধিক বিবাহ দোষের নহে। আমার মন তত সঙ্কীর্ণ নহে, সপত্নীতে আমার আপত্তি নাই।"

উচ্ছিখ কাতরস্বরে কহিল, "আপনি দেবী হইয়া মানবকে বিবাহ করিবেন? সে কি কথা।"

মন্থরা বলিল, "দেবী হইলেও উপস্থিত আমি শাপভ্রষ্টা হইয়া মানবীদেহ ধারণ করিয়াছি, সুতরাং সেজন্য বাধা হইবে না। আমি বহুদিন রাজান্তঃপুরে ছিলাম, সেখানে তোমার সাক্ষাৎ না পাইয়া এই বনমধ্যে তোমাকে বরণ করিতে আসিয়াছি। তুমিই একমাত্র আমার শাপমোচন করিতে পারো। আমাকে গৃহে লইলে তুমি জীবনে কখনও অর্থাভাবে কষ্ট পাইবে না।"

উচ্ছিখের মুখ শুকাইল, সে ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমি জীর্ণ পর্ণাচ্ছাদিত মৃণ্ময়কুটিরে বাস করি, আমার গৃহিণী অত্যন্ত কটুভাষিণী। পত্নীরূপে আপনাকে গৃহে লইয়া গেলে তিনি সম্মার্জনীহস্তে আমাদের উভয়কে আক্রমণ করিবেন। আমি প্রহার সহিতে অভ্যস্ত, আপনার তাহা সহ্য হইবে না।"

মন্থরা বলিল, "সম্মার্জনী চালনায় আমিও অপটু নহি। কিন্তু তুমি বৃথা ভয় পাইতেছ, এখনই তোমার পত্নীর নিকট আমাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে কেন?"

উচ্ছিখ বলিল, "তবে কী বলিব? পিতামহী? আপনি আমার পিতামহীর বয়সীই হইবেন মনে হয়।"

মন্থরা বলিল; "না, না, আমার বয়স অত অধিক নয়। অম্লশূল রোগে ভুগিয়া গণ্ডদেশ ঈষৎ তুবড়াইয়া গিয়াছে এবং চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট হইয়াছে। আমার দন্তহীন মুখ এবং শণগুচ্ছসদৃশ কেশ দেখিয়া মনে করিয়ো না আমি নিতান্ত বৃদ্ধা। যাহা হউক, পিতামহী বলিয়া পরিচয় দিলে তোমার স্ত্রী যদি সন্তুষ্টা হন তবে আমার তাহাতেও আপত্তি নাই।"

উচ্ছিখের উদ্বেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই। বলিল, "কোনোদিন আমার পিতামহীকে দেখি নাই, কারণ আমার জন্মের পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে মরিতে দেখিয়াছিল এমন বৃদ্ধ বৃদ্ধা এখনও গ্রামে আছে। সহসা এখন তাঁহার পুনরাবির্ভাবে সকলে সন্দেহ করিবে না কি?"

মন্থরা বলিল, "আরে, আমি কি তোমার নিজের পিতামহী? আমি তোমার পিতার দূরসম্পর্কিত পিতৃব্যপত্নী, নিঃসন্তানা বিধবা। যথেষ্ট অর্থ আছে, কিন্তু কোনো নিকট আত্মীয় উত্তরাধিকারী নাই। বৃদ্ধবয়সে যে আমার সেবা যত্ন করিবে, আমাকে তীর্থ দর্শন করাইয়া বেড়াইবে এরূপ একটি আত্মীয়ের সন্ধানে ছিলাম, অযোধ্যায় তোমার এক পিতৃবন্ধুর কাছে তোমার পরিচয় পাইয়া তোমাদের গ্রামে আসিয়াছি। তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইলে তোমাকে আমার যথাসর্বস্ব দিয়া যাইব, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এই কথা বলিয়া দেখ, তোমার পত্নী কি বলেন।"

ব্রাহ্মণের দ্বিধাভাব কমিল। বলিল, "ও কথা বলিলে বোধ হয় গৃহিণী আপত্তি করিবেন না। এখন আমি ভাবিতেছি, আপনার জাতিগোত্র না জানিয়া আপনাকে ধর্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে কি না।"

মন্থরা হাসিয়া বলিল, "এখনই তুমি অর্থের জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত ছিলে, ইহার মধ্যেই মত পরিবর্তিত হইল? বেশ, আমি স্বীকার করিতেছি, আমি ব্রাহ্মণী নহি, কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুলোম বিবাহ তো শাস্ত্রসিদ্ধ? তুমি আমাকে বিবাহ করিলে লোকাচারেও বাধিবে না, কারণ, আমি সধবা বা বিধবা নহি, অদ্যাবধি অবিবাহিতা। অবশ্য কুৎসিত বলিয়া যদি আমাকে বিবাহ করিতে তোমার আপত্তি থাকে তবে সাধ্য-সাধনায় কাজ নাই। অদূরে আমার শিবিকা রহিয়াছে, তুমি আমাকে অযোধ্যায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করো। সেখানে অর্থের মূল্য বুঝিবে এরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অভাব হইবে না। তোমার মতো হতভাগ্যের সহিত বাক্যব্যয় করাই আমার অন্যায় হইয়াছে। লক্ষ্মীর প্রসাদ জীবনে বার বার যাচিয়া আসে না, আশা করি যে সুযোগ ছাড়িলে তাহার জন্য পরে অনুতাপ করিবে না।"

মন্থরা পত্রপুষ্পের স্তূপ ঠেলিয়া দাঁড়াইল, রক্তবস্ত্রের আচ্ছাদন ফেলিয়া দিল, দীপালোকের সহিত মিশিয়া দ্বারপথে আগত অপরাহ্নের ম্লান সূর্যরশ্মি তাহার দেহে পড়িল, সর্বাঙ্গে মণিরত্ন ঝলমল করিয়া উঠিল। যতক্ষণ সে গুরুভার পাষাণের মতো তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছিল ততক্ষণ

উচ্ছিখ তাহাকে কোনও মতে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে যখন নিজেই তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে উদ্যতা হইল, তাহার ঐশ্বর্যের প্রত্যক্ষ দীপ্তি মোহজাল বিস্তার করিল, দুর্বলচিত্ত ব্রাহ্মণের মনে হইল, এ সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া মূর্খতা হইবে। দারিদ্র্যের জ্বালায় সে চিরদিন জ্বলিয়াছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা, পত্নীর কুবাক্য, প্রতিবেশীর অবজ্ঞা, উত্তমর্ণের অপমান তাহার নিত্য সঙ্গী। এতদিন পরে এই সমস্তের ঊর্ধ্বে উঠিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিবার প্রলোভন সে জয় করিতে পারিল না। বলিল, "আমি সম্মত আছি, এখন কী করিতে হইবে বলো।"

মন্থরা বলিল, "আপাততঃ আমাদের গান্ধর্ব-বিবাহ হইবে, দুইটি মাল্য চাই। বন হইতে কিছু পুষ্পচয়ন করিয়া আনো।" উচ্ছিখ পুষ্প আনিল, কুব্জা বিনাসূত্রে মাল্যরচনা করিতে অভ্যস্তা ছিল, দেখিতে দেখিতে দুইটি সুন্দর মালা গাঁথিয়া ফেলিল। তারপর তন্মধ্যে একটি উচ্ছিখকে দিয়া বলিল, "এস, কন্দর্প-দেবকে সাক্ষী রাখিয়া আমরা পরস্পরকে মাল্যসহ হৃদয়দান করি।" কুব্জা উচ্ছিখের কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া দিল, অগত্যা উচ্ছিখও মনে মনে "জয় মা শ্মশান-কালী, রক্ষা করিয়ো, মা" বলিয়া কুব্জার কণ্ঠে মাল্য দিল। মন্দিরগাত্রস্থ একটা জ্যেষ্ঠিকা 'টিক টিক' শব্দে তাহাদের এই মিলন অনুমোদন করিল। মন্থরা অতঃপর ব্রাহ্মণের অঙ্গুলিবদ্ধ কুশাঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়া পরিল, নিজের অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় লইয়া ব্রাহ্মণের অনামিকায় পরাইয়া দিল। উচ্ছিখ বলিল, "এখন কি কর্তব্য?"

মন্থরা সহসা নিজের কটিদেশবিজড়িত থলি খুলিয়া প্রায় পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা গৃহকুট্টিমে ঢালিয়া দিল, ক্ষীণালোকিত গৃহের দীপালোক সেই সুবর্ণরাশিতে প্রতিফলিত হইয়া গৃহ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছিখের নয়নদ্বয়ও লোভে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দুই হস্তে সেই স্বর্ণরাশি নাড়িতে লাগিল। মন্থরা হাসিয়া বলিল, "অজ্জ-উত্ত, অদ্য হইতে আমি তোমার হইলাম, আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার হইল। সুখে দুঃখে তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না। উপস্থিত এই স্বর্ণমুদ্রাগুলির কয়েকটি লইয়া সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করো। সপ্তাহকালের মধ্যে আমাকে তীর্থযাত্রায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করো। ইহাঁর শতগুণ মূল্যের মণিরত্ন আমার অলঙ্কারে আছে, আমার কুব্জের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। যখন প্রয়োজন হইবে তখনই পাইবে।"

ব্রাহ্মণ পুলকিত হইয়া কহিল, "প্রিয়তমে, অদ্য হইতে আমি তোমার

ক্রীতদাস হইলাম। তোমার শিবিকাবাহকদের কোথায় সন্ধান পাইব? এই বনমধ্যে এত অর্থ লইয়া বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা নিরাপদ নহে।"

মন্থরা বলিল, "আমি জানিতাম তুমি আমার বিধিনির্দিষ্ট স্বামী, সুতরাং ফিরিব না স্থির করিয়াই আসিয়াছিলাম। বাহকদের আমি বিদায় দিয়াছি। তুমি একটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া গ্রাম হইতে কয়েকজন বাহক সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস। আর তোমার পত্নীকে আপাততঃ দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আমার আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে বলিয়া আইস।" কোশার জলে দেবীর রক্তবস্ত্র ভিজাইয়া মন্থরা নিজের মুখ ও হস্ত পদ পরিমার্জনা করিতে লাগিল।

উচ্ছিখ দ্রুতপদে গ্রামে ফিরিল এবং কয়েক দণ্ডের মধ্যেই চারিজন বাহক এবং বহু প্রতিবেশীকে সঙ্গে লইয়া আসিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, তথাপি কয়েকজন অতিরিক্ত উৎসাহী ব্যক্তি উল্কা জ্বালাইয়া লইল। সেই উল্কালোকে বনপথ আলোকিত করিয়া বিচিত্র কারুকার্যময় শিবিকায় আরোহণপূর্বক কুব্জা যখন ব্রাহ্মণের পর্ণকুটিরদ্বারে পৌঁছিল তখন প্রতিবেশিনীরা লাজবর্ষণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহাকে বরণ করিলেন, ব্রাহ্মণী সসম্মানে পদদ্বয় ধৌত করাইয়া তাহাকে গৃহে তুলিলেন। উচ্ছিখের পিতামহীর রূপ দেখিয়া অনেকেই অন্তরালে হাসিল, 'বিধবার শরীরে আবার এত অলঙ্কার কেন' বলিয়া কেহ কেহ বক্রোক্তি ও নিন্দাও করিল, কিন্তু সম্মুখে সকলেই তাহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিল। যাহারা ইতঃপূর্বে দরিদ্র উচ্ছিখকে ডাকিয়া কথা বলিত না তাহারা তাহার অভাবনীয় সৌভাগ্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহাকে ভ্রাতৃ-সম্বোধনপূর্বক বিবিধ সুখাদ্য পাঠাইল। মোদক ক্ষীর ও সুপক্ক আম্র-পনসাদি দ্বারা রাত্রির আহার শেষ করিয়া কুব্জা শয়ন করিতে গেল। ব্রাহ্মণের নিত্য ব্যবহার্য ছিন্নকন্থার উপর গৃহিণী তাঁহার বিবাহের-সময়ে-প্রাপ্ত পট্টবস্ত্রখানি পাতিয়া দিলেন এবং সারা রাত্রি জাগিয়া তাহাকে তালপত্রের দ্বারা ব্যজন করিতে এবং তাহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। উচ্ছিখের পুত্র পঞ্চশিখ যুবাপুরুষ, সবে গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মন্থরার মন ঈষৎ চঞ্চল হইয়াছিল, সহসা তাহার পিতাকে বিবাহ করিয়া ফেলার জন্য অনুতাপও হইয়াছিল, কিন্তু সে কিছুই মুখভাবে প্রকাশ পাইতে দিল না। তাহাকে কাছে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া অনেকটা বশ করিয়া ফেলিল, শেষ পর্যন্ত মিষ্টান্ন খাইবার জন্য পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে সে প্রপিতামহীর পদধূলি লইয়া ধন্য হইল।

পরদিন অযোধ্যা হইতে স্থপতি প্রভৃতি আনিতে লোক ছুটিল, কারণ উচ্ছিখের প্রাসাদ নির্মাণ করিবার উপযুক্ত ইষ্টকনির্মাতা, দারুশিল্পী প্রভৃতি কিছুই সে গ্রামে ছিল না। মন্থরার অর্থে গ্রামের মধ্যেই বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ক্রীত হইল, শিল্পীরা কাজে লাগিল। প্রাসাদনির্মাণের ভার পঞ্চশিখের উপর দিয়া সপ্তাহকাল পরে উচ্ছিখ পিতামহীকে লইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বে আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রামবাসীকে একদিন চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় বিবিধ আহার্যে পরিতৃপ্ত করিয়া এবং ব্রাহ্মণদিগকে একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা ভোজন-দক্ষিণা দিয়া মন্থরা সকলের হৃদয় জয় করিল। অনেকগুলি বৃদ্ধ বৃদ্ধা তীর্থদর্শনমানসে তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য উৎসুক ছিল, কিন্তু কত বৎসর পরে তাহারা ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই জানিয়া এবং গঙ্গোত্রী মানস-সরোবর প্রভৃতি দুর্গমতীর্থে যাইবার পথে মৃত্যুসম্ভাবনা আছে শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইল। বলা বাহুল্য, গৃহনির্মাণের এবং কয়েক বৎসরের মতো সাংসারিক ব্যয়নির্বাহের উপযুক্ত স্বর্ণমুদ্রা সে উচ্ছিখপত্নীর নিকট রাখিয়া গেল।

* * * * *

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে বিচারসভা বসিয়াছিল। প্রকাশ্য ধর্মাধিকরণে নহে, রামভবনের অন্তঃপুরমধ্যস্থিত উদ্যানমধ্যে। একটি প্রফুল্লপুষ্পাচ্ছাদিত মর্মরশিলাসোপানযুক্ত পদ্মসরোবরের তীরে নীলাশোক, স্বর্ণপলাশ পিয়াল, কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষরাজি বেষ্টিত একটি পুষ্পিত বকুলতরুমূলে মরকতশ্যামল মণিবেদিকায় মহারাজ কুশ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বদেশে এবং পশ্চাদ্দেশে স্বর্ণ ও গজদন্তনির্মিত-দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র ও চামর লইয়া ছত্র ও চামরধারিণী, প্রতিহারী এবং কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক দণ্ডায়মান। তাঁহার সম্মুখে অনতিদূরে দুইজন প্রহরী দুইদিক্ হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশাখদত্তের কটিবন্ধনরজ্জু ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের বামভাগে আনুমানিক দুইহস্ত দূরে অমাত্য ভদ্র ভূমি-নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া অবস্থিত ছিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল তিলক আমলক মধুক পনস প্রভৃতি পল্লবঘন বৃক্ষরাজির শাখাপ্রশাখায় বিলম্বিত শতশত কিঙ্কিণী বায়ুচালিত হইয়া নিনাদিত হইতেছিল এবং বিভিন্ন ছায়াপাদপের পত্রান্তরাল হইতে ক্বচিৎ বিহগকূজন শ্রুত হইতেছিল।

মহাবাহু রামাত্মজ কুশ কন্দর্পকান্তি যুবাপুরুষ। পূর্বদিনের মানসিক উদ্বেগ, শোক এবং অনিদ্রাবশতঃ তাঁহাকে ক্লান্ত দেখাইতেছিল, নিতান্ত কর্তব্যানুরোধেই তিনি প্রাতঃকালে বিচার করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি সম্মুখস্থ বন্দীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বিশাখদত্ত, তোমাকে গতকল্য মধ্যরাত্রে আমার অন্তঃপুর-মধ্যে

পাওয়া গিয়াছে। তুমি কী উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিলে, তোমার সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" কুশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বন্দীর দিকে চাহিয়া নীরব হইলেন, বিশাখদত্তও নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। কুশ তখন পুনর্বার কহিলেন, "বন্দী, রাত্রিকালে বিনানুমতিতে রাজান্তঃপুরে প্রবেশের শাস্তি প্রাণদণ্ড, তাহা তুমি নিশ্চয় অবগত আছ। তোমার কটিবন্ধে ছুরিকা ছিল, প্রাসাদের অনেকগুলি ভিত্তিচিত্র, পট এবং স্বর্ণরৌপ্য ও শিলামূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার জন্য তুমি কতদূর দায়ী এখনও তাহার মীমাংসা হয় নাই। আমার স্বর্গগত পিতৃদেব তোমাকে স্নেহ করিতেন, সেজন্য আত্মপক্ষসমর্থনের সুযোগ না দিয়া আমি তোমাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি না। এখনও তোমার কি বলিবার আছে বোল।"

বিশাখদত্ত তখনও, কিছু বলিল না, নিরুত্তর রহিল। কুশ বলিলেন, "তবে কি বুঝিব তোমার বক্তব্য কিছুই নাই? তুমি রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলার সুযোগে আমার ক্ষতি এবং প্রাণনাশ-চেষ্টায় আসিয়াছিলে? কোন্ মন্দবুদ্ধি সামন্ত-নৃপতি অথবা জ্ঞাতিশত্রু তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিল তাহাও বলিবে না? প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান দিলে এ-যাত্রা তোমার প্রাণরক্ষা হইতে পারিত; অন্যথা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

সীতা-মূর্তি হরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজপুরীতে প্রবেশের সময়েই বিশাখদত্ত অধর্মভয় পরিত্যাগ করিয়াছিল, এখন নিজের মৃত্যু আসন্ন জানিয়া সে ভাবিল, 'মরিতেই যদি হয় তবে একা মরি কেন?" সে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিল, "মহারাজ, আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন?"

কুশ বলিলেন, "বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইলে অবশ্যই বিশ্বাস করিব।"

বিশাখদত্ত ম্লান হাস্যের সহিত বলিল, "মহারাজ, কী যে বিশ্বাসযোগ্য আর কী যে অবিশ্বাস্য তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেও বুঝিয়া উঠা কঠিন। তস্কর শক্তি-শালী হইলে সে সন্ধিচ্ছেদক-শর্বলা লইয়া গৃহস্থকে আক্রমণ করে। অমাত্য ভদ্রের হস্তে তরবারি ছিল, আমার হস্তে ছিল না, সুতরাং আমি আপনার হিতকামী হইয়াও বন্দী এবং অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছি। এক্ষণে সাধুপ্রবর অমাত্য কী মহদুদ্দেশ্যে মধ্যরাত্রে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা কি মহারাজ কর্তব্য বোধ করিতেছেন না?"

কুশ দৃশ্যতঃ বিচলিত হইলেন। তাঁহাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখিয়া বিশাখদত্ত বলিল, "অমাত্যের অপেক্ষা আমার উদ্দেশ্য হয়তো সাধুই ছিল, নিজের স্বার্থহানির

সম্ভাবনায় তিনি আমাকে শুধু বন্দী করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, চিরদিনের মতো পৃথিবী হইতে অপসৃত করিবার জন্য চক্রান্ত করিয়াছেন। রক্ষিগণের অসতর্কতার সুযোগে তিনি রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি কোনও আত্মীয়ের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া এই অঞ্চলে আসিয়াছিলাম, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া মধ্যরাত্রে রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ পথ দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে মুক্তদ্বার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাসাদের ত্রিতলে সঞ্চরমাণ উল্কাশিখা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া এখানে প্রবেশ করি। দুঃখের বিষয়, আমি পৌঁছিবার পূর্বেই অমাত্যের কু-অভিসন্ধি সিদ্ধ হইয়াছিল মনে হয়, আমার অপরাধ আমি তাঁহাকে বাধা দিতে পারি নাই। মহারাজের যে বহুমূল্য সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে, আমার চক্ষুর সম্মুখে অমাত্যের সশস্ত্র অনুচরেরা বস্ত্রাবৃত-শিবিকা-যোগে তাহা লইয়া গিয়াছে—"

মহারাজ কুশ নবীন যুবক, বাল্যকাল তপোবনে অতিবাহিত করায় নাগরিক-সুলভ কৃত্রিম হাবভাবাদি তাঁহার সম্যক্ আয়ত্ত হয় নাই। এতক্ষণ গম্ভীর মুখে বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিলেও তিনি এইরূপ বিচার ও শাস্তিদানে অভ্যস্ত ছিলেন না, ভিতরে ভিতরে হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশাখদত্তের শেষ কথায় তিনি আর গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমার বহুমূল্য সম্পত্তির মধ্যে বৃদ্ধা কুব্জা দাসী মন্থরা গতরাত্রে অপহৃতা হইয়াছে শুনিতেছি। তা বলো কি শিল্পী, তুমি অমাত্যপ্রবরকে শিবিকাযোগে মন্থরাহরণ করতে সজ্ঞানে স্বচক্ষে দেখিয়াছ? স্বপ্ন দেখ নাই তো? অমাত্য ভদ্র, আপনার এ কি প্রবৃত্তি? গৃহে সুন্দরী পত্নী থাকিতে শেষে কুব্জার রূপে মজিলেন?"

বিশাখদত্ত সহসা এই সংবাদ পাইয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। তাহার পদদ্বয় অবশ হইয়া যাওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ সেই তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে বসিয়া পড়িত, কেবল দুই পার্শ্ব হইতে দুইজন বলবান প্রহরী তাহাকে ধরিয়া থাকায় বসিতে না পারিয়া সে অপ্রকৃতিস্থের মতো টলিতে লাগিল। স্বর্ণসীতার জন্য সে যে কেবল স্বেচ্ছায় পরকাল এবং ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে তাহাই নহে, প্রচুর অর্থ-ব্যয় করিয়াছে, দ্বাদশজন ক্রীতদাসকে মুক্তি দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে অগ্রিম দশটি করিয়া সুবর্ণ মুদ্রা দিয়াছে, একটি স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত মুক্তাজালালংকৃত বহুমূল্য বিচিত্র শিবিকা সঙ্গে দিয়াছে। সমস্তই পণ্ড হইল? একদিকে রাজদণ্ডের ভয়, অন্যদিকে আশাভঙ্গের মনস্তাপ তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। এমন সময় অমাত্য ভদ্রের দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত

হইল, দেখিল, তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বিশাখদত্ত মুক্ত অবস্থায় থাকিলে ছুটিয়া গিয়া হয়তো দুই হস্তে তাঁহার গলদেশ টিপিয়া ধরিত, তাহা না পারিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের মতো দৃষ্টি দ্বারাই যেন দূর হইতে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে প্রয়াসী হইল। পরে তাহার গণ্ডদেশ আপ্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা নামিল, সে অধোবদনে গদ্‌গদস্বরে কহিল, "মহারাজ, আপনি আমার যে শাস্তি বিধান করিতে হয় করুন, আমি আর কিছু বলিব না।"

মহারাজ কুশ স্পষ্টতঃই বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি অতঃপর অমাত্য ভদ্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আর্য, আপনি আমার পিতার বয়স্য এবং আমার শুভানুধ্যায়ী। বিশাখদত্তের অভিযোগ শুনিলেন। মধ্যরাত্রে কী অভিপ্রায়ে আপনি রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিবেন কি? প্রকারান্তরে আমার স্বর্গীয়া জননীর নির্বাসনের জন্য দায়ী জানিয়াও সত্যবাদিতার জন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আশা করি সত্য সাক্ষ্য দ্বারা আপনি আমাদের সন্দেহের নিরসন এবং রহস্যের সমাধান করিবেন।"

তখন অমাত্য ভদ্র করপুটে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমি সত্য কথাই বলিব। আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নির্দেশ-অনুসারে আমি দিনে রাত্রে স্ববেশে এবং ছদ্মবেশে অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জের সুখদুঃখের সংবাদ লইবার জন্য প্রাসাদে কুটিরে পথে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত। রাজান্তঃপুরে, এমন কি মহারাজের শয়নকক্ষে দিনে রাত্রে, প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রবেশ করিবার জন্য অধিকার রামচন্দ্র স্বয়ং আমাকে দিয়াছিলেন, তাঁহার মুদ্রাঙ্কিত এই অনুমতিপত্র দেখিলেই আপনি তাহা অবগত হইবেন।"

অমাত্য বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পত্র বাহির করিয়া নতজানু হইয়া নৃপতির হস্তে সমর্পণ করিলেন, কুশ তাহা পাঠ করিয়া ললাটে স্পর্শ করাইয়া আবার তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "তারপর?"

ভদ্র বলিলেন, "মহারাজ, গতকল্য রজনীতে নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। এই অঞ্চলে আসিয়া লক্ষ্য করিলাম, রামভবনের তোরণদ্বার উন্মুক্ত এবং অরক্ষিত। অগত্যা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া পুরী প্রহরায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। মধ্যরাত্রে অন্ধকার রাজপুরীর ত্রিতলে সঞ্চরমাণ আলোকশিখা দেখিয়াও প্রথমে আমি কোনো সন্দেহ করি নাই, বহুক্ষণ গত হইলেও যখন উহা নির্বাপিত হইল না, উপরন্তু কোনওরূপ অস্ত্রাঘাতের শব্দ চারিদিকের অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করিতে লাগিল তখন আমি ত্রিতলে আরোহণ করিয়া দেখি, পাপিষ্ঠা মন্থরা ঘরে ঘুরে

কুঠার এবং উল্কাহস্তে ভ্রমণকরতঃ অমূল্য মূর্তি এবং চিত্রসমূহ বিনষ্ট ও বিকৃত করিতেছে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়-অবস্থায় তাহাকে অনুসরণ করি। অচিরে উল্কা নির্বাপিত হইলে কুব্জা অন্ধকারেই আপনার পিতৃদেবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। সেখানে আপনার মাতৃদেবীর স্বর্ণপ্রতিমা দেখিয়া সে প্রথমে ভয়ে অভিভূত হয়, প্রেতমূর্তিজ্ঞানে তাহার স্তবস্তুতি আরম্ভ করে। পরে মূর্তি স্পর্শ করিয়া উহার স্বরূপ জ্ঞাত হইবামাত্র কুঠার উত্তোলন করিয়া মূর্তিটিতে আঘাত করিতে যায়। আমি অন্তরাল হইতে লক্ষ্য করি আর এক ব্যক্তি দ্বারসমীপস্থ হইয়াছে, আমি কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বেই এই বিশাখদত্ত দ্রুতবেগে গিয়া মন্থরাকে ধরিয়া ফেলে, কুব্জা অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া ভয়ে হতচেতনা হইয়া পড়ে। ইত্যবসরে তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের পর্যঙ্কতলে লুক্কায়িত করিয়া বিশাখদত্ত স্বীয় স্কন্ধবিলম্বিত মহিষদৃতির মধ্যে স্বর্ণসীতাকে ভরিয়া উহা অপহরণের জন্য নিজ অনুচরদিগকে ডাকিতে যায়। আমি তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ইত্যবসরে মহিষদৃতি হইতে স্বর্ণসীতাকে বাহির করিয়া বিগতচেতনা মন্থরাকে তন্মধ্যে ভরিয়া রাখি। অনতিকাল পরে বিশাখদত্তের অনুচরগণ উক্ত মহিষদৃতিমধ্যস্থা মন্থরাকে একটি বস্ত্রাবৃত শিবিকা-মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রাসাদবহির্দেশে লইয়া গেলে আমি বিশাখদত্তকে বন্দী করি ; সুরাবিহ্বল কয়েকজন প্রহরীকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহাদের প্রহরায় নিযুক্ত করি। উষাকালে আপনাকে সংবাদ দিয়া বিচারসভা আহ্বান করিতে অনুরোধ জানাই। মহারাজ, যাহা বলিলাম তাহার একবর্ণ মিথ্যা নহে। অতঃপর আপনি যাহার যাহা শাস্তি বিধান করিতে হয় করুন।”

অমাত্য ভদ্র নীরব হইলেন। মহারাজ কুশ বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে অমাত্যের বিবৃত কাহিনী শুনিতেছিলেন, তিনি কৌতুকোৎফুল্ল মুখে কিছুক্ষণ শিল্পী ও অমাত্য উভয়ের মুখাবলোকন করিলেন, তারপর বলিলেন, “বিশাখদত্ত, আর্য ভদ্র যাহা বলিলেন তাহা তুমি শুনিয়াছ। এক্ষণে তোমার বক্তব্য কি ?”

বিশাখদত্ত নৈরাশ্যে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, “মহারাজ, অমাত্যের কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমি দুর্বুদ্ধিবশতঃ আমার স্বহস্তনির্মিত স্বর্ণপ্রতিমায় লোভ করিয়াছিলাম, অমাত্যের নিকট আমি চাতুর্যে পরাজিত হইয়াছি। আমার ইহকাল পরকাল উভয়ই গিয়াছে।”

তাহার বক্তব্য শুনিয়া মহারাজ কুশ কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন, “বিশাখদত্ত, তুমি তস্কর এবং দণ্ডার্হ মহাপাপী হইলেও কল্য রাত্রে তুমি আমার মাতৃদেবীর স্বর্ণপ্রতিমাটিকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা

করিয়াছ। সেজন্য আমি তোমাকে প্রাণদণ্ড দিলাম না। তোমার অনুচরগণ মন্থরাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে তাহা তুমি নিশ্চয় অবগত আছ। আর্য ভদ্রকে সন্ধান দিলে তিনি অবিলম্বে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন আশা করি। যতদিন তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া না যায় ততদিন তুমি নিজ গৃহের বাহিরে যাইতে পারিবে না। আমার পিতৃদেবের একটি স্বর্ণমূর্তি তুমি বিনা-পারিশ্রমিকে নির্মাণ করিয়া বৎসরান্তে আমার নিকট উপস্থিত করিবে, মূর্তিরচনার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ অবশ্য তুমি রাজকোষ হইতে পাইবে! সাবধান, গতকল্য রাত্রির বৃত্তান্ত যেন নগরবাসী কাহারও কর্ণগোচর না হয়। মন্থরাহরণের জন্য প্রজাগণ আমাকে দায়ী করিতে পারে। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমি এ-বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমার আদেশ পালিত না হইলে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে।"

রাজাজ্ঞায় কর্মকার আসিয়া বন্দীর শৃঙ্খল মোচন করিল, প্রহরীরা তাহার কটিদেশ হইতে বন্ধনরজ্জু খুলিয়া লইয়া তাহাকে প্রাসাদ-বহির্দেশে রাখিয়া আসিল। অতঃপর আর কয়েকজন প্রহরী অমাত্য ভদ্রের ইঙ্গিতে বিংশতিজন অন্তঃপুর-রক্ষককে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সেখানে উপস্থিত করিল। তাহাদের তখন সুরাবিহ্বলতা কাটিয়াছে, 'খোঁয়াড়ি'-জনিত অবসাদে সকলেই কাতর। কুশকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাহারা কাঁদিয়া আকুল হইল, তাহাদের অশ্রুস্রোতে উদ্যানপথ কর্দমাক্ত হইয়া গেল। মহারাজ কুশ সরোষে তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহারা অস্ফুট গদ্‌গদ কণ্ঠে যাহা বলিল তাহার সরলার্থ, "মহারাজ, আমরা পিতৃতুল্য মহারাজ রামচন্দ্রের বিহনে অনাথ হইয়াছি। তাঁহার বিরহ-দুঃখ ভুলিবার জন্য সামান্য সুরাপান করিয়াছিলাম মাত্র। তারপর আর কিছুই জানি না।"

করুণাময় মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত হওয়ায় মহারাজ কুশ স্বভাবতঃই কোমলহৃদয় ছিলেন, বিশেষতঃ গতরাত্রে পিতৃশোক ভুলিবার জন্য তিনিও সুরাপানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছিলেন, কেবল জন্মাবধি অভ্যস্ত নহেন বলিয়া সুরাপাত্র স্পর্শ করেন নাই। রক্ষিগণের শোকের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি তাহাদের লঘুদণ্ড দিলেন, তাহাদিগকে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া অনুতাপ করিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। অতঃপর অন্যান্য প্রহরী, কঞ্চুকী ও অনুচর-অনুচরীদিগকে দ্বিতীয়বার "রাত্রির ঘটনা যেন প্রকাশ না পায়" এইরূপ নির্দেশ দিয়া বিদায় দিলেন। তারপর স্বয়ং গাত্রোত্থানপূর্বক অমাত্য ভদ্রের সহিত

প্রাসাদাভিমুখে চলিতে চলিতে বলিলেন, "অমাত্যবর, আপনি বুদ্ধিবলে দুর্বুদ্ধি শিল্পীকে পরাজিত করিয়া আমার মাতৃদেবীর স্বর্ণপ্রতিমাটি রক্ষা করিয়াছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু যাহাই বলুন না কেন, একটি জড় পদার্থের জন্য একটি অমূল্য মনুষ্যজীবনকে আপনি বিপন্ন করিয়াছেন, ইহা আপনার মতো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্তব্য হয় নাই।"

ভদ্র বলিলেণ, "মহারাজ, আমি আমার কার্যের গুরুত্ব সে সময়ে বুঝিতে পারি নাই। নিমেষ-মধ্যে মহিষদৃতির ভিতর স্বর্ণপ্রতিমার পরিবর্তে একটি গুরুভার অপর বস্তু প্রবেশ করাইতে হইবে,—এইটুকু কেবল আমার চিন্তার বিষয় ছিল। নিকটে আর কিছু না পাইয়া কুব্জাকেই ব্যবহার করিয়াছি। হয়তো কুব্জার উপর পূর্বাবধি আমার বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই অন্য উপায় আমি সন্ধান করি নাই। কুব্জা কেবল আপনাদের পারিবারিক সুখশান্তিই হরণ করে নাই, সীতাহরণের জন্য মূলতঃ সে-ই দায়ী হইলেও সীতাপবাদ শ্রীরামচন্দ্রের কর্ণগোচর করার অপরাধে আমি বহু নগরবাসীর নিকট, এমন-কি স্বগৃহে ঘৃণার্হ হইয়াছি।"

কুশ বলিলেন, "আর্য ভদ্র, আমি সমস্তই বুঝি। মন্থরার উপর আমিও সন্তুষ্ট নহি। গতকল্য রাত্রে সে আমার প্রাসাদের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা অল্প নহে, আমার মাতাপিতার জীবনে তৎকৃত ক্ষতির তো তুলনাই হয় না। কিন্তু সে তো অল্পবুদ্ধি অদৃষ্টের ক্রীড়নক। দেবকার্যসিদ্ধির জন্য,—রামচরিত্রের মহিমা প্রকাশের জন্য এবং স্ফুরণের জন্য তাহার প্রতিকূলতার প্রয়োজন ছিল। মন্থরা না থাকিলে রাবণবধ হইত না, রামায়ণ লিখিত হইত না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অবিলম্বে বিশাখদত্তের গৃহে যান এবং তাহার নিকট সন্ধান জানিয়া মন্থরাকে ফিরাইয়া আনুন।"

অমাত্য ভদ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পরম কারুণিক শ্রীরামচন্দ্রের পুত্রের উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। যতদিন না মন্থরাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি ততদিন আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিব না। নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই নির্বাসনদণ্ড আমি স্বেচ্ছায় লইলাম।"

কুশ বলিলেন, "আর্য, আপনি বৃথা দুশ্চিন্তা করিতেছেন। মন্থরা হয়তো বিশাখদত্তের গৃহেই কোনো গুপ্তগৃহে লুক্কায়িত আছে, এক প্রহরের মধ্যেই আপনি তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবেন। বিশাখদত্ত আর আমার বিরুদ্ধতা করিতে সাহসী হইবে মনে হয় না।"

ভদ্র বলিলেন "না মহারাজ, আমি সে বিশ্বাস রাখি না। শিবিকাবাহকদের

বিদায় দিবার অব্যবহিত পূর্বে বিশাখদত্ত মৃদুস্বরে যে নির্দেশ দিতেছিল দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে করিতে আমি তাহার মধ্যে কয়েকটি শব্দ শুনিয়াছি। 'নদীতীরে বনমধ্যে ভগ্ন দেবীমন্দির-পার্শ্বে কূপ' এই কয়েকটা কথা স্পষ্ট আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমার বিশ্বাস পাপিষ্ঠ বিশাখদত্তের ধারণা হইয়াছিল, স্বর্ণসীতার সন্ধানে নগরপাল অযোধ্যানগরীর প্রাসাদ কুটির মন্দির কূপ সরোবরের সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান চালাইবে, তাহার গৃহও বাদ দিবে না। সেজন্য সে উপস্থিত স্বর্ণসীতা কোনও দূরবর্তী লোকালয়বহির্ভূত স্থানে কূপমধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পাঠাইয়াছে, কারণ সে জানিত, এক বা দুই বৎসর পরে আপনার অনুচরেরা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হইয়া স্বর্ণসীতার সন্ধানে বিরত হইবে, তখন এক সুযোগে সে মূর্তিটি আবার গোপনে স্বগৃহে লইয়া আসিয়া কোনও গুপ্তকক্ষে রাখিয়া দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এক্ষণে আমার ভয় হইতেছে, পাপিষ্ঠ বিশাখদত্তের অনুচরেরা স্বর্ণসীতাভ্রমে দৃতিমধ্যস্থা মন্থরাকে কূপে না নিক্ষেপ করিয়া থাকে, আমি নারীহত্যার জন্য দায়ী না হইয়া থাকি।"

কুশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নারীহত্যার জন্য দায়ী হইতে কি আপনি এখনও অভ্যস্ত হন নাই?" ভদ্র লজ্জায় অধোবদন হইলে কুশ অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, "কিছু মনে করিবেন না, আমরা বোধহয় কেহই কিছুর জন্য দায়ী নহি। যাহা হউক, আপনি জীবিতা কিংবা মৃতা মন্থরাকে লইয়া শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিবেন আশা করি। আমি বনে পালিত অনভিজ্ঞ যুবক। পিতৃদেবের তিরোধানে রাজ্য বিশৃঙ্খল. অসময়ে আপনার মতো বিচক্ষণ বন্ধুর সাহায্য আমার বিশেষ প্রয়োজন জানিবেন। উপস্থিত আমার দ্বারা আপনার আর কোনও প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে?"

ভদ্র বলিলেন, "মহারাজ, দয়া করিয়া আমার পত্নীকে জানাইবেন, গুরুতর রাজকার্যে আমাকে দূরদেশে যাইতে হইতেছে, কবে ফিরিব তাহার কোনও স্থিরতা নাই। আমার অনুপস্থিতিতে তাহাদের শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য।'

কুশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন. "আপনি কি গৃহে একবার দেখাও করিয়া যাইবেন না? তাহাতে ক্ষতি কি ছিল?"

ভদ্র বলিলেন, "মহারাজ, মন্ত্রগুপ্তির জন্য সতর্কতার প্রয়োজন আছে। তদ্ভিন্ন আমি না বুঝিয়া যাহা করিয়াছি তাহার জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি. এখনও হয়তো দ্রুত পৌঁছিতে পারিলে মন্থরার জীবন রক্ষা হইতে পারে। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান্।"

কুশ বলিলেন, "আপনি তবে একপল অপেক্ষা ৲
আমার মুদ্রাঙ্কিত একটি অনুমতিপত্র দিব। সেই পত্র
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজ্যের রাজা এবং রাজপুরু৻
প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। উপস্থিত এক৻
নৌকা লইয়া যাইবেন, প্রয়োজনমতো পাথেয় অর্থ আমার অনুচর অ .নাকে এখনই দিয়া যাইতেছে।" কুশ দ্রুতপদে প্রাসাদসোপান আরোহণ করিতে করিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আর এক কথা। আমি দুই-চারি দিবসের মধ্যেই কুশাবতীতে চলিয়া যাইতেছি। অযোধ্যা হৃদয়বিদারক শোকের সমুদ্রে নিমজ্জিত, ইহাকে উদ্ধার করিবার শক্তি আমার নাই। নগরীর ঘরে ঘরে পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নী পুত্রকন্যা কেহনা-কেহ গতকল্য সরযূসলিলে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। যাহারা অবশিষ্ট আছে—তাহারা আমার সঙ্গে আমার মতো রুদ্ধশোকাগ্নিতে জ্বলিতেছে, আর কিছুদিন এখানে থাকিলে উন্মাদ হইয়া যাইবে। আমি অবিলম্বে নগরবাসী সকলকে জানাইয়া দিতেছি, যাহার ইচ্ছা নিজের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমার অনুগমন করিতে পারে। চতুর্দিকের সহস্র-স্মৃতিপূর্ণ রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ হইতে নূতন রাজ্যে গিয়া শান্তি পাইতে পারে। এ-ক্ষেত্রে আপনি সপ্তাহকাল পরে আসিলে হয়তো দেখিবেন, পরিত্যক্তা নগরীতে জনপ্রাণী নাই। সুতরাং আপনার পত্নীপুত্রের যাত্রার আয়োজন না করিয়া দিয়া আপনার অযোধ্যা ত্যাগ করা এসময়ে সমীচীন হইবে না। মন্থরার যাহা হইবার এতক্ষণে হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস; সেই পাপীয়সীর জীবন সহজে যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহার জন্য আপনি আপনার আত্মীয়দের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করিলে ধর্মে পতিত হইবেন।"

ভদ্র নৃপতির বাক্যে দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন। তখন কুশ বলিলেন, "আমি আপনার প্রভুপুত্র। বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও আশা করি আমার আদেশ অমান্য করিবেন না?"

ভদ্র বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "উপস্থিত আপনিই আমার অন্নদাতা এবং প্রভু। আপনার কী আদেশ বলুন?"

কুশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার আত্মীয়পরিজন সকলকে সঙ্গে লইয়া এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি আমার সঙ্গে কুশাবতীতে গমন করিবেন। সেখানে তাহাদের বাসগৃহের সুব্যবস্থা করিয়া আপনি মন্থরার সন্ধানে গমন করিবেন।"

ভদ্র করপুটে মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, "আপনার আদেশ শিরোধার্য

করিলাম। তবে কি মন্থরাকে পাইলে কুশাবতীতেই লইয়া যাইব?"

কুশ বলিলেন, "হাঁ, তৎপূর্বে আমাকে সংবাদ দিবার জন্য আমার কুশাবতী-প্রাসাদশিখরে প্রতিপালিত কয়েকটি সংবাদবাহী পারাবত আপনার সঙ্গে দিব। আপনার সাফল্যের সংবাদের জন্য আমি উৎকণ্ঠিত থাকিব বুঝিতেই পারিতেছেন।"

অমাত্য ভদ্র নৃপতিকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। নিজ গৃহের দ্বারদেশ উন্মুক্তই ছিল, তিনি দ্বিতলে উঠিয়া সেই অবস্থাতেই শয্যার আশ্রয় লইলেন। সুতপা পূর্বরাত্রে স্বামীকে গৃহে প্রবেশ করিতে না দিয়া অনুতপ্তা ছিলেন, তাঁহার সাড়া পাইয়া একটি রৌপ্যপাত্রে কিছু আহার্য-সামগ্রী লইয়া আসিয়া দেখিলেন, তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তিনি নীরবে শিয়রে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

॥ ৪ ॥

উচ্ছিখ ব্রাহ্মণ যখন তাহার দৈবলব্ধ স্বয়ংবরা পত্নী, তথা পিতামহীকে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, তখন তাহার ধারণা ছিল পথের কষ্টে বৃদ্ধা দুই-চারিমাসের মধ্যে মরিয়া যাইবে, তারপর সে তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও মণিমুক্তাদি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহপূর্বক দেশে ফিরিবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু মন্থরার অত শীঘ্র মরিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তৎপরিবর্তে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই নানা উপায়ে সে যেন জরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। তাহার জীবনীশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়সঙ্কোচের জন্যও তাহার আগ্রহবৃদ্ধি হইতে দেখা গেল। প্রথম দিকে সে যেমন উদারভাবে অর্থব্যয় করিত, আজকাল আর সেরূপ করে না। ফলে সাংসারিক নিত্য-প্রয়োজনীয় ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত দৈনিক দুই-চারিটি রৌপ্যমুদ্রা হইতে বাঁচাইয়া উচ্ছিখের মাসিক দুই-চারি মুদ্রার বেশী সঞ্চয় হইত না। শিবিকাবাহকদের বেতন, দাসদাসীদের বেতন প্রভৃতি মন্থরা নিজহস্তে দিত, বিভিন্ন নগরে গ্রামে বাসগৃহের ভাটকস্বরূপ যেখানেই শতাধিক রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিতে হইত সেখানেই উচ্ছিখের হস্তে অর্থ দিয়া অবগুণ্ঠনবতী মন্থরা স্বয়ং উপস্থিত থাকিত। কার্যতঃ সমস্ত পরিশ্রম উচ্ছিখই করিত, পারিশ্রমিকস্বরূপ সুখাদ্য এবং সেবাও পাইত, কিন্তু পরনির্ভরশীল হইয়া এরূপ দিনপাত মাঝে মাঝে তাহার ভালো লাগিত না, সে গৃহে ফিরিবার জন্য চঞ্চল হইত। বুদ্ধিমতী মন্থরা যখনই তাহার এইরূপ মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য

করিত তখনই বল্গারজ্জু শিথিল করিত, দিনকয়েক তাহাকে নির্বিচারে ব্যয় করিতে এবং বিলাসিতার স্রোতে ভাসিতে দিত, আদরে-সোহাগে তাহাকে আবার বশ করিয়া ফেলিত। এইরূপে তাহারা ক্রমে ক্রমে উত্তরভারতের বহু প্রসিদ্ধ তীর্থ ও নগর দর্শন করিল, কিন্তু দুর্গম পার্বত্য পথে কোনও তীর্থদর্শনে যাইতে মন্থরার আগ্রহ দেখা গেল না। অপরপক্ষে যখন যে নগরে উপস্থিত হইত সেখানেই মন্থরা স্থানীয় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদিগের নিকট যাতায়াত করিয়া নিজ কুব্জভার মোচন ও জরামুক্তির জন্য সহায়তা চাহিত। মধুরানগরে মহর্ষি অগ্নিবেশের শিষ্য বিখ্যাত শস্ত্রচিকিৎসক আচার্য লোকপাল তাহার দেহে কঠিন অস্ত্রোপচার করিলেন, তাহার পৃষ্ঠের অস্থি-মাংস কাটিয়া, মেরুদণ্ডের বক্রতা ঘুচাইয়া তাহাকে কুৎসিত কুব্জের ভার হইতে মুক্তি দিলেন, তাহাকে যেন নবজন্ম দান করিলেন। তিনমাস শয্যাগতা থাকিয়া মন্থরা যেদিন তাঁহার আরোগ্যশালা হইতে নির্গত হইল সেদিন তাহার আনন্দ আর ধরে না। হিমালয়-পাদদেশে মায়া অর্থাৎ কনখল নগরে মহর্ষি বিদিতের প্রদত্ত পার্বত্য ভেষজ সেবন এবং অঙ্গে মর্দন করিয়া মাত্র দুইমাসের মধ্যে তাহার সর্বাঙ্গের লোল-কুঞ্চিত চর্ম বহুলাংশে বলিরেখাহীন হইল, তাহার গাত্র ও বর্ণ উজ্জ্বল এবং ত্বক্ কোমল সুখস্পর্শ হইল, কেশরাশি কুঞ্চিত, দীর্ঘ এবং ভ্রমরকৃষ্ণবর্ণ হইল। এইরূপে তাহারা যতই নগর হইতে নগরান্তরে যাইতে লাগিল ততই মন্থরার দেহের অদ্ভুত পরিবর্তন হইতে লাগিল। অতঃপর পিতামহী ক্রমে পিতৃস্বসা ও তাহার পর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হইলেন, কারণ উচ্ছিখও মায়ানগরে অবস্থানকালে মন্থরার অগোচরে সঞ্চিত অর্থে গোপনে চিকিৎসা করাইয়া দেহের কিছু উন্নতিবিধান করিয়াছিল, তাহাকে এখনও মন্থরার চেয়ে কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ বোধ হইত। মন্থরা অতঃপর কেকয়রাজধানীতে প্রবেশ না করিয়া তদ্দূরস্থ তক্ষশিলা নগরে পৌঁছিল। সেখানে জনৈক যবন দন্তচিকিৎসক তাহাকে দুই পংক্তি কৃত্রিম দন্ত নির্মাণ করিয়া দিলে সেইগুলি পরিয়া সে বহুদিন পরে মাংস ভক্ষণ করিল। তাহার অবনমিত কপোলদ্বয় যুবতী-জনোচিত না হইলেও অনেকটা পূর্ণতালাভ করিল। মন্থরা সেই কৃত্রিম দন্তবিকাশ করিয়া সুদর্শন যবন-বণিক্ অংতিওকসের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার সুন্দরী পত্নী কাসাণ্ড্রার নিকট রূপের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া মনোদুঃখে তক্ষশিলা পরিত্যাগ করিল। মন্থরা অবশ্য সে-কথা স্বীকার করিত না, তক্ষশিলায় ছলনাময়ী গন্ধর্ব এবং যবনীদের মোহপাশে পড়িয়া পাছে তাহার বুদ্ধি-হীন অপোগণ্ড কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেয় এই-ভয়েই যেন সে

সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় জানাইল। অতঃপর তাহারা আরও নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া মালবের রাজধানী অবন্তীনগরে উপস্থিত হইল। অবন্তী সে-সময়ে অতিশয় শোভাবতী সৌধ-কিরীটিনী নগরীশ্রেষ্ঠা ছিল। তাহার সুবিভক্ত শতশত মহাপথ ও উপপথসমূহ সহস্র সহস্র বিপণিতে শোভিত ছিল। পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশ হইতে সেখানে পণ্যভারবাহী উষ্ট্র, অশ্বতর ও বলদাদি পশুসহ বণিকেরা যাতায়াত করিত, অবন্তীর শ্রেষ্ঠী এবং মণিকারদের নিকট মন্থরা একে একে তাহার বহু মণি-মাণিক্য বিক্রয় করিল এবং বিক্রয়লব্ধ অধিকাংশ অর্থ নিজ উপাধানতলে রক্ষা করিয়া একাংশ দ্বারাই রাজোচিত সুখে বাস করিতে লাগিল। যে উচ্ছিখ পূর্বে দিবসান্তে ভিন্ন কক্ষে আশ্রয় লইত সেও ইদানীং রাত্রিকালে তাহার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিত না। সেই-সময়ে একদা শিবিকারোহণে নগরভ্রমণে নির্গতা হইয়া মন্থরা একটি পদ্মপলাশলোচনা দরিদ্রা নারীকে দেখিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। তাহাকে বর্তমানে কেহ কুৎসিত বলিতে না পারিলেও এখনও তাহাকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলিত না। চক্ষুর্দ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট না হইলেও এখনও ক্ষুদ্রাকৃতিই ছিল, নাসিকাও সূক্ষ্মাগ্র এবং সুন্দর ছিল না। সে শুনিয়াছিল, অবন্তীর রাজবৈদ্য তিলক শস্ত্রোপচার দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তিনি শরীরের এক অংশের ত্বক্ তুলিয়া অন্য অংশে যোজনা করিতে, এক অঙ্গ তুলিয়া অন্য অঙ্গে যুক্ত করিতে, এমন-কি একজনের অক্ষিগোলক তুলিয়া অন্যজনের অক্ষিকোটরে বসাইয়া দিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ। তাহার নির্দেশানুসারে উচ্ছিখ বৈদ্যরাজের কাছে কিছুদিন যাতায়াত করিয়া তাঁহাকে মন্থরার চিকিৎসার ভার লইতে সম্মত করাইল। তিনি অর্থলোভে এই শস্ত্র-চিকিৎসায় সম্মত হইয়া জানাইলেন, একটি সুনাসা সুলোচনা সদ্যোমৃতা নারীর শবদেহ প্রয়োজন। অর্থসাহায্যে ঐরূপ একটি শবদেহ সংগৃহীত হইল, কিন্তু মৃত্যুর পরমুহূর্তে না পাওয়ায় তদ্দ্বারা বৈদ্যরাজের কার্যসিদ্ধি হইল না। তখন মন্থরার আদেশে উচ্ছিখ তাহার পূর্বদৃষ্টা সেই পদ্মপলাশাক্ষী ভিখারিণী উৎপলাকে খুঁজিয়া আনিল। উৎপলার অল্পদিন পূর্বে পতিবিয়োগ হইয়াছে, উত্তমর্ণেরা তাহার সর্বস্ব কৌশলে অপহরণ করিয়া তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। একমাত্র শিশুপুত্র লইয়া, সম্ভ্রান্ত-বংশের কুলকামিনী সে, পথে ভিক্ষা করিতেছিল। ধর্মরক্ষার জন্য রাত্রে একটি দেবায়তনের বৃদ্ধ পুরোহিতের দ্বারপ্রান্তে আশ্রয় লইত। এই অবস্থায় উচ্ছিখ যখন তাহাকে সযত্নে মাতৃসম্বোধন করিয়া ডাকিয়া আনিয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকার একটি কক্ষে স্থান দিল, তাহার পুত্রকে মহার্ঘ কৌষেয়

বসনে সাজাইয়া স্বর্ণহার পরাইয়া দিল, গৃহস্বামিনী মন্থরা তাহাকে ভগ্নীসম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে কৃতার্থা হইয়া গেল। একমাসকাল তাহাকে সসম্মানে পোষণ ও তোষণের পর মন্থরা একদিন তাহার নিকট নিজের অন্তরের অভিপ্রায় জানাইল, তাহার নাসাগ্রভাগ ও চক্ষুদ্বয়ের বিনিময়ে সে তাহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিবে বলিল। উৎপলা প্রথমতঃ ভীতিবিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মন্থরা যখন এক সহস্রকে দশ সহস্রে তুলিল, অবশিষ্ট জীবন নিরাপদ্ নৈশ্চিন্ত্যে কাটাইবার এবং পুত্রটিকে মানুষ করিয়া তুলিবার আশায় তখন উৎপলা চক্ষু পরিবর্তনে সম্মতা হইল। অতঃপর মন্থরা অগ্রিম পাঁচসহস্র স্বর্ণমুদ্রা তাহাকে গণিয়া দিল, উচ্ছিখের চেষ্টায় সেই অর্থে নগরবহির্ভাগে একটি সুন্দর ইষ্টকনির্মিত গৃহ তাহাকে সাজাইয়া দেওয়া হইল; তখন উৎপলা সানন্দে একদিন সন্ধ্যাকালে শস্ত্রচিকিৎসার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রথমতঃ তাহার নাসিকাগ্রভাগ কাটিয়া লইয়া বৈদ্যরাজ মন্থরার ছেদিতাগ্র নাসিকার সহিত যুক্ত করিলেন এবং মন্থরার নাসিকাগ্রভাগ তাহার ছেদনাবশিষ্ট নাসিকায় যুক্ত করিলেন। অতঃপর উভয়ের নাসিকা ঔষধলিপ্ত ও বস্ত্রজড়িত করিয়া তিনি উভয়ের চক্ষুর্গোলক উৎপাটন করিলেন। উৎপলার চক্ষুর্গোলক অবিলম্বে মন্থরার অক্ষিকোটরে প্রবিষ্ট করাইয়া উহা সম্যক্‌রূপে যোজিত করা হইল, কিন্তু তাহার জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় হওয়ায় উৎপলার অক্ষিকোটরে মন্থরার চক্ষুর্গোলক প্রবিষ্ট করাইতে বিলম্ব হইয়া গেল, ফলে সে চক্ষু লাভ করিলেও সে-চক্ষুতে দৃষ্টিলাভ করিল না। বৈদ্যরাজ সাধ্য-মত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। দুইমাস পরে ক্ষতচিহ্ন মিলাইয়া গেলে, পাশাপাশি দুই পর্যঙ্ক হইতে দুই নারী যখন রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিল তখন একজন পরম রূপবতী আর একজন বিকৃতনাসা অন্ধ। মন্থরার যে দাসী ঐ সময়ে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, সে বলে, মন্থরা এজন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হয় নাই, উৎপলার অন্ধ নয়নের দিকে চাহিয়া সে বিজয়িনীর হাসি হাসিত। সেই দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া সে উৎপলার সঙ্গে তাহার গৃহে চলিয়া যায়। কিন্তু মন্থরার মতে সে উৎপলার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার অসুস্থতার সময়ে তাহার উপাধানতলস্থ অর্থ অপহরণে উদ্যতা হইয়াছিল, উচ্ছিখের নিকট ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে এবং উৎপলাকে বিদায় দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। বলা বাহুল্য, উৎপলার অকৃতজ্ঞতায় বিরক্ত হইয়া সে তাহার প্রাপ্য বাকী পঞ্চসহস্র মুদ্রা আর দেয় নাই। উৎপলার কোনও লিখিত প্রমাণপত্রী না থাকায় সে রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে নাই, তাহার কোনও সহায়সম্বলও ছিল না। গৃহক্রয়ের পর যে অর্থ বাকী ছিল তাহার সাহায্যে সে

মন্থরার পূর্বোক্তা দাসীর সহায়তায় পুত্রটিকে মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্টিতা হইল। চিরঞ্জীব বলিল, "দিদি, কাজটা ভালো হইল না।" তৃষ্ণা বলিল, "ভ্রাতঃ, অর্থ বাঁচিলে তোমারই থাকিবে, আমি আর কয়দিন ?"

এদিকে মন্থরা নূতন নেত্র লাভ করিয়া দেখিল, উজ্জয়িনীতে পুরুষের অভাব নাই। সে এতদিন শিবিকায় জালাবরণ না দিয়া বাহির হইত না, সম্প্রতি প্রকাশ্যে রথারোহণে ভ্রমণ করিতে এবং যত্রতত্র অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে পথিকজনের চিত্তবিভ্রম ঘটাইতে লাগিল। সে যতদিন লজ্জাশীলা পুরস্ত্রীর মতো ছিল ততদিন কোনো বিপদ হয় নাই, কিন্তু সম্প্রতি তাহার হাবভাবে তাহাকে কোনও নবাগতা রূপবতী বারাঙ্গনা বিবেচনায় অবন্তীর অর্থবান্ নাগরিকেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল, দিনে রাত্রে তাহার নিকট পত্র এবং দূত পাঠাইতে লাগিল, কেহ বা সশরীরে আসিয়া তাহার প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিল। উচ্ছিখ বিপদ গণিল। বৈদ্যরাজ তিলকের নিকট যাতায়াতকালে সে একদিন তাঁহার গৃহে শ্রেষ্ঠী সোমদত্তকে দেখিয়াছিল। ঐ শ্রেষ্ঠীর পত্নী অত্যন্ত কলহপ্রিয়া ছিলেন, শ্রেষ্ঠীকে অন্য কোনো রমণীতে অনুরক্ত জানিয়া একদিন তিনি রোষবশে নিদ্রিত স্বামীর কর্ণাংশ ছেদন করিয়াছিলেন ; বৈদ্যরাজের সাহায্যে শ্রেষ্ঠী সোমদত্ত অবশ্য আবার কর্ণলাভ করেন, কিন্তু তাঁহার দুর্নাম যায় নাই। সেই শ্রেষ্ঠীকে একদিন মন্থরার প্রসাদপ্রার্থনায় সমাগত দেখিয়া উচ্ছিখের মস্তকে দুর্বুদ্ধির উদয় হইল। সে শ্রেষ্ঠিপত্নীকে গিয়া সংবাদ দিল, তাঁহার স্বামী তৃষ্ণানাম্নী নবাগতা সুন্দরীর গৃহে যাতায়াত করিতেছেন। শ্রেষ্ঠিপত্নী তৎক্ষণাৎ একটি ছুরিকাহস্তে রথারোহণপূর্বক তৃষ্ণা, তথা মন্থরার গৃহে উপস্থিত হইলেন। উচ্ছিখ তাঁহাকে দূর হইতে গৃহ দেখাইয়া দিয়া রথ হইতে নামিয়া পথে দাঁড়াইয়া রহিল। সোমদত্ত সে-সময়ে মন্থরার প্রাসাদদ্বারসম্মুখস্থ অতিথি-আপ্যায়নকক্ষে তাহার দর্শনাশায় বসিয়াছিলেন, বাতায়নপথে স্বীয় পত্নীকে সম্মুখস্থ পথে রথ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া তিনি দ্রুতবেগে ঐ কক্ষের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। গ্রীষ্মবশতঃ তিনি উত্তরীয় এবং পাদুকা উন্মোচন করিয়াছিলেন, তাহা আর লইবার সময় হইল না। শ্রেষ্ঠিপত্নী বামাক্ষীও পথ হইতে স্বামীকে দেখিয়াছিলেন, তিনি কক্ষে প্রবিষ্টা হইয়া যখন দেখিলেন সোমদত্ত পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহার উত্তরীয় এবং পাদুকা তুলিয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দ্রুতপদে দ্বিতলে আরোহণ করিলেন। সেখানে গৃহস্বামিনীকে না পাইয়া ত্রিতল অতিক্রমপূর্বক চতুর্থতলে একটি কক্ষে সখীপরিবৃতা মন্থরার দর্শন পাইলেন। মন্থরা

রণচণ্ডীরূপিণী শ্রেষ্ঠিগৃহিণীকে দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া কহিল, 'তুমি কে? কি চাও? সংবাদ না দিয়া উপরে আসিলে কেন?"

বামাক্ষীকোনও কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন, "তুমিই তৃষ্ণা? তুমিই আমার মূঢ় স্বামী সোমদত্তের মস্তক চর্বণ করিতেছ? পাপীয়সী ডাকিনী, তুই কালসর্পকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিস্, তোর জীবনের ভয় নাই?" সখীরা কোলাহল করিয়া উঠিয়া পড়িল, কেহ "দৌবারিক, দৌবারিক" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, কেহ অন্যান্য ভৃত্যের নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মন্থরা ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, ক্রোধে আরক্তলোচনা হইয়া বলিল, "তুমি অবিলম্বে যদি স্থানত্যাগ না করো, তবে আমার ভৃত্যগণ তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইবে।" বামাক্ষী নীবিবন্ধ হইতে ছুরিকা কোষমুক্ত করিয়া বলিলেন, "তৎপূর্বে আমি তোর নাসিকাকর্ণ ছেদন করিয়া তোর চক্ষুর্দ্বয় ছুরিকা দ্বারা উৎপাটন করিয়া যাইব, যাহাতে ভবিষ্যতে তুই আর কোনও নারীর সংসার ভাঙিতে না পারিস তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইব।" বলিতে বলিতে সে দ্রুতবেগে আসিয়া মন্থরাকে আঘাত করিল, মন্থরা সশব্দে গৃহকুট্টিমে পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "রক্ষা করো, রক্ষা করো। উচ্ছিখ, উচ্ছিখ, কোথায় তুমি?" স্বামীর অতি-আধুনিক নাম 'চিরঞ্জীব' ভয়বিহ্বলভাবশতঃ সে বিস্মৃতা হইয়াছিল।

বামাক্ষী ততক্ষণে তাহার বক্ষে মুখে উদরে পাদপ্রহার করিতে করিতে গর্জন করিতেছেন, "কুলটা, রূপ দেখাইয়া তুই গৃহস্থনারীর সর্বনাশ করিস, আজ তোর নাসাচ্ছেদন না করিয়া আমি জলগ্রহণ করিব না, দেখি তোর কোন্ প্রণয়ী আজ তোকে রক্ষা করে।" সখীরা যেই কেহ অগ্রসর হইতে যায় সেই তাহার ছুরিকা-আস্ফালন দেখিয়া পশ্চাৎপদ হয়। এমন-সময় উচ্ছিখ ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিল এবং নতজানু হইয়া করপুটে বলিল, "মাতঃ, আপনি আমার পত্নীর প্রাণভিক্ষা দিন।"

বামাক্ষী উচ্ছিখকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে তোমার পত্নী? এই কুলটা?" উচ্ছিখ বলিল, "তৃষ্ণা কুলটা নহে, তাহার পদস্খলন হইবার উপক্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু আপনি তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। সে আর কাহাকেও প্রলুব্ধ করিবে না, আপনার স্বামীকে তো নয়ই। আমি আপনার মঙ্গলকামনায় পথ দেখাইয়া আপনাকে গৃহে আনিয়াছি, এখন শরণাগত আমাকে গৃহশূন্য করিবেন না।"

বামাক্ষী তখনও ক্রোধে কম্পিতা হইতেছিলেন। ধীরে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি উচ্ছিখকে উদ্দেশ করিয়া মন্থরার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি অদ্যকার মতো তোমার পত্নীকে ক্ষমা করিলাম, আর দ্বিতীয়বার করিব না। সাতদিন সময় দিলাম, ইহার মধ্যে তোমরা অবন্তী ত্যাগ করিবে। যদি না করো, তবে অষ্টমদিনে স্বয়ং ইন্দ্রও তোমার পত্নীকে রক্ষা করতে পারিবেন না জানিয়ো। আমার মূর্খ স্বামী পলায়ন করিয়াছে, তাহার এই উত্তরীয় এবং পাদুকা তোমার গৃহে পাইয়াছি। আমার স্বামীকে গুপ্তকক্ষে রুদ্ধ রাখিয়া আমি রাজদ্বারে জানাইব, তুমি তোমার পত্নীর সাহায্যে অর্থলোভে তাহাকে গোপনে হত্যা করিয়াছ। নগরপাল আমার আত্মীয়, বহু রাজসভাসদ্ আমার আপন-জন, তোমাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে না। তৎপূর্বে ঐ পাপীয়সীর নাসাকর্ণ ছেদন এবং চক্ষু উৎপাটন করিয়া আমি উহার মতো সমস্ত কুলটাকে শিক্ষা দিব, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে মূর্খ গৃহস্থদের ভুলাইবার চেষ্টা করিবার পূর্বে উহার শাস্তি চিন্তা করিয়া সাবধান হয়।"

বামাক্ষী পদশব্দে গৃহকুট্টিম কম্পিত করিয়া বিদায় লইলেন, কেহ তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করিল না। তখন মন্থরা অঙ্গ হইতে ধূলি মার্জনা করিয়া উঠিয়া বসিল, গলদশ্রুনয়নে বলিল, "ধিক্ আমার অর্থে, ধিক্ তোমার মতো স্বামীকে। একটা উন্মাদিনী স্ত্রীলোকের নিকট আমি অপমানিতা হইলাম, তোমরা কেহ তাহাকে শাস্তি দিতে পারিলে না? তুমি আবার এমনই ভীরু যে পুরুষ হইয়া ঐ দুর্বৃত্তার নিকট দয়া ভিক্ষা করিলে, তাহার সমস্ত অসঙ্গত প্রস্তাব মানিয়া লইলে! এখন আমি যদি না যাই—তবে ঐ রাক্ষসী কী করিতে পারে? আমি দ্বারে দশজন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করিব, আমি রাজদ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করিব।"

উচ্ছিখ বলিল, "তৃষ্ণা, তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়াছ, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তখন আমার গত্যন্তর ছিল না। উন্মাদিনী শ্রেষ্ঠিপত্নী তোমার বক্ষে পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা ছিল, আমি বলপ্রয়োগে তাহাকে বাধা দিতে গেলে সে বিদ্যুদ্বেগে হয় তোমার কণ্ঠে পদাঘাত করিয়া তোমাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিত, না হয় করধৃত ছুরিকা আমূল তোমার চক্ষে বসাইয়া দিত বা তোমার নাসিকা ছেদন করিত। এই অবস্থায় আমার ধৈর্যধারণ না করিয়া উপায় ছিল না। তারপর তাহার নির্দেশপালন সম্বন্ধে আমার সম্মতিদান তোমার অপ্রিয় হইয়াছে বুঝিতেছি, কিন্তু উপায় কি ছিল? তুমি আমি এ-নগরীতে নূতন

আসিয়াছি, আমাদের সহায় বলিতে অর্থ। একমাস বেতন না পাইলে ভৃত্যেরা এবং পরিচারিকারা ছাড়িয়া যাইবে, অধিকতর অর্থ পাইলে তাহারা আমাদেরই বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। তুমি শুনিলে, নগরপাল এবং রাজপুরুষেরা শ্রেষ্ঠি-জায়ার আত্মীয়, এ-ক্ষেত্রে তাহার সহিত বিবাদ করিয়া এখানে অধিক দিন থাকা নিরাপদ্ নয়। তুমি বহু-কষ্টে বহু-সাধনায় বর্তমান রূপলাবণ্য লাভ করিয়াছ, কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে এক উন্মাদিনীর আক্রমণে তাহা হারাইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। কাজ কি বিবাদে? উজ্জয়িনী ছাড়া কি নগর নাই, না সেখানে মানুষ বাস করে না?" মন্থরা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও উচ্ছিখের কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিল। সে প্রাসাদস্বামীর প্রাপ্য ভাটক শোধ করিয়া দাসদাসীদিগকে বিদায় দিয়া একদিন রাত্রিকালে নিঃশব্দে অযোধ্যা-হইতে-আনীত তাহার সেই শিবিকাযোগে অবন্তী ত্যাগ করিল, উষ্ণীষপরিহিত সুবেশ উচ্ছিখ অশ্বপৃষ্ঠে তাহাকে অনুসরণ করিল; বহু অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্রবলদাদি পশু তাহাদের গৃহসজ্জা এবং মূল্যবান্ তৈজসপত্রাদি বহন করিয়া চলিল।

মন্থরা এখন সুন্দরীপদবাচ্যা, উচ্ছিখেরও সুপুষ্ট সুন্দর দেহ দেখিয়া কাহারও তাহাকে অতীতের সেই ভিক্ষান্নভোজী পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে প্রতিষ্ঠান নগরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই মন্থরার বিরাগ বিদূরিত হইয়াছিল, প্রয়াগে স্নান করিয়া তাহারা নগরপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিয়া কপোত-কপোতীর মতো আনন্দে বাস করিতে লাগিল এবং নিত্য নানা সাধু দর্শন করিতে লাগিল। প্রয়াগের অনতিদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল, অতীতে একদা সেখানে অতিথি হইয়া কৈকেয়ী এবং ভরত অনেক অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মন্থরা উচ্ছিখের সহিত সেখানে গিয়া শুনিল মুনিবর তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করিয়াছেন। সে তাঁহার শিষ্য আয়ুর নিকট কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিল, মহর্ষি চ্যবনের শিষ্য সুরসেন-নামক যে বৈদ্যপ্রবর পুরাকালে চন্দ্রবংশীয় নৃপতি যযাতির জরাজর্জর দেহে তাঁহার যুবক পুত্র পুরুর সতেজ গলগ্রন্থি সংযুক্ত করিয়া তাঁহার যৌবন ফিরাইয়া দিয়াছিলেন সেই দীর্ঘজীবী বৈদ্যরাজ তখনও জীবিত আছেন। যযাতির যৌবন-লাভের গল্প মন্থরা পূর্বে রামচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছিল, এক্ষণে সহসা তাহার আকাঙ্ক্ষা হইল সেও নবযৌবন লাভ করিবে। যতই সুন্দরী হউক, কেহ তাহাকে দেখিয়া সে-সময়ে চত্বারিংশ বর্ষের নিম্নবয়স্কা বলিয়া মনে করিত না, ইহাতে তাহার মনে শান্তি ছিল না। সে বৃদ্ধ বৈদ্যরাজ সুরসেনের নিকট নানা

আহার্য-পানীয় লইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল, দাসীর মতো তাঁহার গৃহমার্জনা, রন্ধন ও পদসেবা করিতে লাগিল, উচ্ছিখও ভক্তিবশতঃ ভৃত্যবৎ তাঁহার আদেশ-পালনে তৎপর রহিল। সুরসেন প্রথমতঃ মন্থরার কামনা জানিয়া বহু আপত্তি করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া অপরাধ বলিয়া নিজের অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্থরার নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে সম্মত হইলেন। মন্থরা অতঃপর উচ্ছিখকে বলিল, "প্রাণনাথ, একটি পূর্ণযৌবনা যুবতী ভিখারিণী সংগ্রহ করিতে হইবে, যে স্বেচ্ছায় তাহার গলগ্রন্থিতে শস্ত্রোপচার করিতে দিতে সম্মতা হইবে। এ-জন্য যত অর্থের প্রয়োজন তাহা আমি ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। অবন্তীতে উৎপলাকে তুমিই আনিয়াছিলে, এ-বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা আছে। অদ্যই কাজে লাগিয়া যাও, এক সপ্তাহের মধ্যে শস্ত্রোপচার হওয়া চাই। বৈদ্যরাজ অর্থের বশীভূত নহেন, তাঁহার নিকট ঐ নারী নিজমুখে বলিবে, সে আমার আত্মীয়া, স্বেচ্ছায় আমার জরা গ্রহণ করিয়া সে আমাকে যৌবন দান করিতেছে। এরূপ স্বীকৃতি না পাইলে বৈদ্যরাজ কিছুই করিবেন না।" উচ্ছিখ উৎপলার ব্যাপারে অনুতপ্ত ছিল, বলিল, "প্রিয়ে তৃষ্ণা, তোমার তৃষ্ণার কি বিরাম নাই? আমি ভাবিয়াছিলাম দীর্ঘায়ু মহাপুরুষের সেবা করিয়া তুমি পুণ্যলাভ করিতেছ। আবার একটি হতভাগিনী নারীর সর্বনাশ না করিলে—মহাপাপ না করিলে—চলিতেছে না?" মুক্তাপাণ্ডু কৃত্রিম দন্তপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করিয়া আয়তলোচনে কটাক্ষ হানিয়া মন্থরা বলিল, "প্রিয়তম, এতদিনে বুঝিলাম, তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না। নচেৎ আমার রূপযৌবন বৃদ্ধিতে তুমি আনন্দিত হইবে না কেন? নারীর যৌবন পতির সুখের জন্য—তাহা কি তুমি জানো না? তদ্ভিন্ন তুমি পাপের ভয় করিতেছ কেন? দ্রব্য মূল্য দিয়া ক্রয় করিলে পাপ হয় না, আমরা যাহার যৌবন ক্রয় করিব তাহার চিরজীবনের জন্য অর্থচিন্তা থাকিবে না। যাও, অবিলম্বে ব্যবস্থা করো।" উচ্ছিখকে আর কথা বলিতে না দিয়া মন্থরা দ্রুত আসিয়া তাহাকে বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিল, চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে বিহ্বল করিয়া দিল, তাহার পর তাহাকে আদেশ পালন করিতে পাঠাইল। উচ্ছিখ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পথে বাহির হইল এবং অচিরে চন্দনানাম্নী একটি দরিদ্রা নারীকে সংগ্রহ করিয়া আনিল। চন্দনা অষ্টাদশী, অবিবাহিতা, অর্থাভাবে তাহার দরিদ্র পিতা তিনজন পুত্রকন্যা ও পত্নীসহ উপবাসী ছিলেন, যুবতী তাহাদের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল, একটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়া উচ্ছিখ

তাহাকে বিস্মিত করিল। তাহার গৃহ দেখিয়া তাহার ভ্রাতা, ভগ্নী ও মাতা-পিতাকে জীর্ণ-বস্ত্রের পরিবর্তে নববস্ত্র দিয়া, তাহাদের মাসাধিককালের উপযোগী আহার্য কিনিয়া দিয়া উচ্ছিখ সমস্ত পরিবারটিকে একদিনের মধ্যে বশ করিয়া ফেলিল। অতঃপর কয়েকদিন যাতায়াত করিতে করিতে সে একদিন চন্দনার পিতার নিকট মন্থরার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে চন্দনার পিতা কন্যার গলগ্রন্থিতে শস্ত্রোপচার করিতে দিতে সম্মত হইলেন, পরিবারের মুখ চাহিয়া চন্দনাও সেই প্রস্তাবে সম্মতা হইল। সে বৈদ্য-রাজের নিকট মিথ্যা পরিচয় দিল, আত্মীয়ার জন্য স্বেচ্ছায় জরা লইতেছে বলিয়া জানাইল। আবার সেই পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি, আবার শস্ত্রোপচার, আবার পাশাপাশি দুইটি পর্যঙ্কে দুইটি নারীর সেবাশুশ্রূষা। অদ্ভুত কথা, বৈদ্যরাজ চন্দনার গলগ্রন্থি মন্থরার গলদেশে যুক্ত করিতেই প্রৌঢ়া নারী সহসা অষ্টাদশীতে পরিণত হইল, মন্থরার গলগ্রন্থি লাভ করিয়া কিন্তু যুবতী চন্দনা প্রৌঢ়া হইল না, মন্থরার বহুসাধনালব্ধ কৃত্রিম বয়স উত্তীর্ণ হইয়া সে তাহার প্রকৃত রূপ, শুক্লকেশা জরতীর রূপ ধারণ করিল। শস্ত্রচিকিৎসার ক্ষতচিহ্ন মিলাইয়া যাইবার পর চন্দনা তাহার বলিরেখাঙ্কিত মুখ দর্পণে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কম্পিত হস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া সে যখন গৃহত্যাগ করিল তখন উচ্ছিখ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রতিশ্রুত অর্থের অপেক্ষা একশত স্বর্ণমুদ্রা নিজের সঞ্চয় হইতে অধিক দিয়া রথে তুলিয়া দিল, ভবিষ্যতে কোনো সহায়তা প্রয়োজন হইলে জানাইতে বলিল।

মন্থরা রূপের জন্য বহু পাপ করিয়াছে, বহু দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, এতদিনে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। সে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে অষ্টোত্তরশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইল, নিকটবর্তী বিভিন্ন আশ্রমে তপস্বীদিগের জন্য কৃষ্ণাজিন, কমণ্ডলু ও চীর বল্কল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পাঠাইল, বহু দেবালয়ে পূজা দিল, তারপর উচ্ছিখকে গলবস্ত্র হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। উচ্ছিখ আনন্দোদ্বেলিত চিত্তে তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিতে যাইতেছিল, মন্থরা বাধা দিল। বলিল, "তাত, আপনি আমার পিতার বয়সী, পিতৃতুল্য ব্যক্তি। আপনি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্রা। আমার প্রতি কুদৃষ্টি দিলে আপনি ধর্মে পতিত হইবেন। যতদিন না আমাকে সুপাত্রে সমর্পণ করিতে পারেন ততদিন আপনি অভিভাবকরূপে আমার সঙ্গে থাকিলে আপত্তি নাই, কিন্তু এককক্ষে রাত্রিবাস

করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আপনার বক্ষোলগ্ন হওয়াও আমার কর্তব্য নহে।"

উচ্ছিখ বিস্মিত হইয়া বলিল, "তবে যে তুমি বলিয়াছিলে তোমার যৌবন আমারই জন্য? তবে যে আমাদের গান্ধর্ববিবাহ হইয়াছিল?"

মন্থরা ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া বলিল. "সে তো পূর্বজন্মের কথা। তখন তো আমি তৃষ্ণা ছিলাম। কালিন্দীতীরে সম্প্রতি আমার নবজন্ম হইয়াছে, এখন আমার নাম কালিন্দী। আমি অর্থ দিতেছি। বারাণসী নগরে বরুণাতীরে একটি নাতিবৃহৎ উদ্যানমধ্যস্থ প্রাসাদ আপনি আমার জন্য ক্রয় করিবেন, সেটিকে উপযুক্তরূপে সজ্জিত করিয়া এবং সেখানে প্রয়োজন-মত দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া আমাকে সংবাদ দিবেন। অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে বহুদিন দাসীরূপে দুঃখভোগ করিয়াছি, বারাণসীর রাজান্তঃপুরে কিছুদিন রাজ্ঞীরূপে সুখ ও সম্মান ভোগ করিতে চাই। আপনি যদি আমার বশবর্তী হইয়া থাকেন, আমার উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করেন তবে আপনিও রাজপারিষদ্ হইয়া সুখে থাকিবেন।"

উচ্ছিখ প্রথমতঃ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, "পাপীয়সী. দ্বিচারিণী" বলিয়া গালি দিল। মন্থরা হাসিয়া বলিল, "তাত দ্বিচারক, তোমার মুখে ধর্মের বক্তৃতা শোভা পায় না। অর্থলোভে তুমি একটা বৃদ্ধা শূদ্রাকে বিবাহ করিয়াছ, নিজ ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাতে ফিরিতেছ, রূপমোহে সর্বপ্রকার দুষ্কর্মে তাহাকে সাহায্য করিয়াছ। আর দ্বিচারিণী বলিয়া আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নির্দেশ করিতেছ কেন? একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর একজন প্রৌঢ় নৃপতিতেই যে আমার কামনা তৃপ্ত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? যাও, ঐ সামান্য গালি আমাকে স্পর্শ করিল না।" উচ্ছিখ তখনও চক্ষু ঘূর্ণিত এবং দন্ত কট্‌কটায়িত করিতেছে দেখিয়া মন্থরাও অতঃপর ক্রোধের ভান করিল। রুষ্টস্বরে গ্রাম্য ভাষায় কহিল, "দেখ, তোমার মুরোদ আমার অজ্ঞাত নহে। বেশী তড়পাইও না। যাহা বলি শুনিয়া চলো, নতুবা তোমার কপালে দুঃখ আছে। অন্তকূটের উচ্ছিষ্ট পত্র উড়িলেই স্বর্গে যায় না।"

উচ্ছিখ বলিল. "আমি আজই স্বগৃহে ফিরিয়া যাইব। অনেক পাপ করিয়াছি, ইহার পর আর তোমার পাপকার্যে সহায়তা করা অপেক্ষা আমার পক্ষে মৃত্যু শ্রেয়।"

মন্থরা বলিল, "আমি ক্ষীরগ্রামে নিজ পরিচয় জানাইলে, কী-ভাবে তুমি

দীর্ঘকাল আমাব সহিত স্বামিরূপে বাস করিয়াছ জানাইলে তোমার ব্রাহ্মণী তোমাকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে। তুমি অনাহারে পথে পড়িয়া মরিবে। আমার সহিত বিবাদ করিয়া গেলে আমিও তোমাকে এক কপর্দক দিব না, তোমার সমস্ত অলঙ্কার, বস্ত্র ও উত্তরীয় হরণ করিয়া একবস্ত্রে বিতাড়িত করিব।" দীর্ঘকাল সুখাদ্যে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিয়া উচ্ছিখের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়াছিল, দারিদ্র্যকে সে ইদানীং ভয় করিত। দুই-চারিদিন তর্জন-গর্জন করিয়া শেষ পর্যন্ত সে শান্ত হইল, ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। তখন মন্থরার নির্দেশ-ক্রমে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য লইয়া সে বারাণসীতে গেল এবং বরুণাতীরে একটি গৃহ ক্রয় করিল। অতঃপর ভৃত্যের নিকট সংবাদ পাইয়া মন্থরা সেখানে গিয়া আপনার রূপ ও ঐশ্বর্যের ছলনাজাল বিস্তার করিয়া বসিল।

মন্থরা যেখানেই যাইত পূর্বাশ্রমের দাসদাসীদিগকে বিদায় দিয়া যাইত, সুতরাং ইচ্ছামতো নাম ও পরিচয় পরিবর্তন করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কৈকেয়ীর দাসীরূপে নিযুক্ত হইবার পূর্বে সে একসময়ে চতুঃষষ্টি কলার অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়াছিল, তাহারই শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া একদা কৈকেয়ী দশরথের প্রিয়তমা মহিষী হইয়াছিলেন। এখন তাহার বাল্যে এবং প্রথমযৌবনে অধীত বিদ্যা তাহার নিজের কাজে লাগিল। সে প্রতিদিন নদীতীরে অপূর্বসুন্দর বেশ-ভূষা ও কেশরচনা করিয়া মনোহর ভঙ্গীতে বসিয়া বীণা বাজাইয়া গান গাহিত. নদীপথে প্রমোদতরণীতে যাইতে যাইতে কাশীরাজ সুপর্ণ তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। একদিন, দুইদিন, তিনদিন। একাদিক্রমে চারিদিন কালিন্দীর কিন্নর-কণ্ঠ শুনিয়া রাজা আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না, তরী হইতে নামিয়া শিলাতলোপবিষ্টা মন্থরাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্থরা তাঁহাকে করপুটে প্রণাম করিয়া নতনেত্রে কহিল, "মহারাজ, আমি মাতাপিতৃহীনা অনাথা, আমার আবার পরিচয় কি? আপনি দয়া করিয়া যখন আমার কুটিরদ্বারে পদার্পণ করিয়াছেন তখন একবার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন। আমার পিতৃবন্ধু যজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণ এই গৃহেই আছেন, তিনি আপনাকে দেখিলে আনন্দিত হইবেন, তাঁহার নিকট আপনি আমাদের সমস্ত সংবাদই পাইবেন।" বলা বাহুল্য, উচ্ছিখের নূতন নামকরণ হইয়াছিল 'যজ্ঞদত্ত', পত্নীর বিবাহের ব্যবস্থা তাহারই করিবার কথা। কাশীরাজ কৌতূহলবশে মন্থরাকে অনুসরণ করিয়া সেই নদীতীরস্থ অট্টালিকায় মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উহার সাজসজ্জা ও গৃহোপকরণাদি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।' সুন্দরী মন্থরা তাঁহাকে

প্রচুর পানভোজনে তৃপ্ত করিল, বীণাধ্বনিসহযোগে গান গাহিয়া তাঁহার হৃদয় হরণ করিল। অতঃপর রাজা তাহার পিতৃবন্ধু যজ্ঞদত্তের নিকট জানিতে পারিলেন, কালিন্দী ক্ষত্রিয়কন্যা এবং অযোধ্যার এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাহার জন্ম। তাহার পিতা যৌবনে যজ্ঞদত্তের সহিত বাণিজ্য-উপলক্ষে সস্ত্রীক কেকয়দেশে বাস করিয়াছিলেন, সেখানেই কালিন্দীর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর এক-সময়ে এক মহামারীতে কালিন্দীর মাতা-পিতা এবং যজ্ঞদত্তের পত্নী এবং পুত্র কালগ্রাসে পতিত হইলে যজ্ঞদত্ত কালিন্দীকে লইয়া কেকয় ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইয়াছেন। তাঁহারও কেহ নাই, কালিন্দীরও সংসারে কোনও বন্ধন নাই। তাঁহাদের উভয়েরই বর্তমানে অর্থের অভাব নাই, কিন্তু কালিন্দীর বিবাহের বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না বলিয়া যজ্ঞদত্ত বড়োই মনঃকষ্টে আছেন। ইতঃপূর্বে তাহার রূপ এবং অর্থের লোভে বহু নগরে বহু পাণিপ্রার্থী মিলিয়াছে, কিন্তু কালিন্দী কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে সম্মতা হয় নাই, সেজন্য তিনিও চাপ দেন নাই। এখন কাশীরাজ্যে যদি একটি সুপাত্র মিলিয়া যায় তবে তাহাকে এইখানে পাত্রস্থা করিয়া যজ্ঞদত্ত শেষ জীবনটা নিশ্চিন্ত-চিত্তে বিশ্বনাথের চরণাশ্রয়ে কাটাইতে পারেন। রাজা কালিন্দী অবিবাহিতা জানিয়া আশান্বিত হইলেন, দিনের পর দিন তাহার গৃহোদ্যানে এবং প্রাসাদশীর্ষে বসিয়া তাহার কিন্নরকণ্ঠের সঙ্গীতসুধা কর্ণ দিয়া এবং কমনীয় দেহের রূপসুধা চক্ষু দিয়া পান করিলেন, তারপর একদা তাহার কাছে বিবাহপ্রস্তাব করিলেন। মন্থরা অনেক ছল, কৃত্রিম বিনয় এবং আপত্তি করিল, তাহার পিতৃবন্ধুর মত না হইলে কিছু হইবে না জানাইল। যজ্ঞদত্তের নিকট রাজা জানিলেন, এতদিনে কালিন্দীর যোগ্যপাত্র মিলিয়াছে, তাহার আপত্তি নাই। প্রথম পরিচয়ের তিন-মাসের মধ্যে শুভদিনে শুভক্ষণে কাশীরাজ সুপর্ণ কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন। উচ্ছিখ যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠানপূর্বক রাজাকে কন্যাদান করিলেন। তারপর কালিন্দী রাজার প্রিয়তমা মহিষী হইল। কিছুদিন পরে উচ্ছিখও কি-রূপে বেতনভুক্ অমাত্যপদে বৃত হইয়া কাশীবাস করিতে লাগিল সে-কথা পরে বলিতেছি।

অনেক সময়ে দেখা যায়, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে পরিকল্পনা লইয়া কার্য আরম্ভ করে প্রতিকূল দৈবশক্তি অভাবনীয়রূপে তাহা পণ্ড করিয়া দেয়। অমাত্য ভদ্র মন্থরার অনুসন্ধানকার্যে মুহূর্তকাল বিলম্ব করিবেন না সঙ্কল্প করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, কিন্তু প্রথমতঃ প্রভুর আদেশে সপরিবারে কুশাবতী গমন করিতে, দ্বিতীয়তঃ সেখানে বাসস্থানসংগ্রহ

এবং পোষ্যবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার প্রায় তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কুশাবতীতে থাকিতে মন্থরার পরিণামচিন্তায় তিনি সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। বিশাখদত্তও রাজাদেশে কুশাবতীতে আসিয়াছিল এবং নিজগৃহে বন্দী থাকিয়া শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণমূর্তি নির্মাণের জন্য মনুষ্যপ্রমাণ একটি সিক্‌থ-প্রতিমা গঠন করিতেছিল। অমাত্য ভদ্র তাহার নিকট মন্থরার সংবাদ লইতে গিয়া জানিলেন, সে কিছুই জানে না। বনমধ্যে একটি ভগ্নমন্দির এবং একটি কূপ সে একবার বহুদিন-পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের মৃগয়াসহচররূপে যাইবার সময় দেখিয়া আসিয়াছিল, সেইখানে সে তাহার ভৃত্যদিগকে স্বর্ণপ্রতিমাটি লুকাইয়া রাখিতে বলিয়াছিল। ভৃত্যেরা ফিরিয়া আসিলে সে তাহাদের নিকট মন্থরার সংবাদ পাইত, তাহারা ফিরিয়া না আসায় এবং বিশাখদত্ত সপরিবারে কুশাবতী নগরে চলিয়া আসায় তাহার পক্ষে এখন কিছুই বলা সম্ভব নহে। ভদ্র যে-কয়দিন কুশাবতীতে ছিলেন প্রতিদিন সহস্রকার্যের মধ্যে একবার বিশাখদত্তের গৃহে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিতেন, তাহার পলাতক ভৃত্যেরা ফিরিয়াছে কি না। অবশেষে হতাশ হইয়া রামতিরোধানদিবসের একবিংশতি দিন পরে তিনি যেদিন কুশাবতী ত্যাগ করিলেন সেদিন ঘরে বাহিরে অনেক বাধা তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতে হইয়াছিল। পত্নী বলিলেন, “সেই দগ্ধাননা কুব্জা বৃদ্ধাটার জন্য তোমার এত মমতা কেন? সে গিয়াছে, সংসারের পাপ গিয়াছে। তাহাকে আজ যে দয়াটা দেখাইতেছ—সেই দয়াটা সীতাদেবীকে যদি দেখাইতে, রামের কর্ণে দুর্মতি প্রজাদের কুৎসাটা না তুলিয়া যদি চাপিয়া যাইতে, তবে আজও আমরা রাম-রাজত্বে বাস করিতাম, তাঁহার গৃহত্যাগী পুত্রটার পাল্লায় পড়িয়া পিতৃপিতামহের বাস্তু ত্যাগ করিয়া এই অগঙ্গার দেশে আসিতাম না।” ভদ্র বলিলেন, “ভদ্রে, নিয়তি বলবতী, কি করা যাইবে বলো? রামের জীবনের প্রথম পর্বে একটি ধূমকেতু তাঁহার ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছিল, সে মন্থরা। রামের জীবনের দ্বিতীয় পর্বে আর একটি ধূমকেতু উঠিয়াছিল, সে ভদ্র। আজ রাম নাই, কিন্তু ধূমকেতুরা কক্ষপথে ঘুরিতে ঘুরিতে পরস্পরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় ধূমকেতুর আজ ভয়, সে হয়তো প্রথমটিকে ধ্বংস করিয়াছে। দুইজনেই সগোত্র, পৃথিবীর ক্ষতি করিবার জন্যই দুইজনের জন্ম, সুতরাং পরস্পরের প্রতি একটু আকর্ষণ তাহাদের থাকিবে বই কি? মন্থরা বাঁচিয়া আছে জানিলেই আমি নিশ্চিন্ত হইব। রাজাদেশ,— তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। দেখি, যদি সে বাঁচিয়া থাকে তবে আনিব।” কুশের নিকট বিদায়গ্রহণকালে কুশ বলিলেন,

"আপনাকে হয়তো দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিতে হইবে। আপনি রাজকার্যে যাইতেছেন সুতরাং প্রয়োজনযোগ্য অর্থ রাজকোষ হইতে লইয়া যান। পারাবতগুলিও লইতে ভুলিবেন না।" তারপর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মন্থরার যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এতদিন পরে আর নাই বা গেলেন ? বিলম্ব তো কম হইল না।"

ভদ্র বলিলেন, "আপনি নিষেধ করিলে অবশ্যই যাইব না, তবে আমার বিশ্বাস কর্তব্যকার্যে আপনি কখনও আমাকে বাধা দিবেন না। মন্থরা যদি মরিয়া থাকে, তবে আমাকে চিরদিনের জন্য অপরাধী করিয়া গিয়াছে, আর যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে আবার যাহাতে কাহারও ক্ষতি করিতে না পারে সেজন্য তাহাকে কুশাবতীতে আনিয়া চক্ষের সম্মুখে রক্ষা করা প্রয়োজন হইবে। আমি দুইদিক্ চিন্তা করিয়াই যাইতেছি, মহারাজ।" রাজদত্ত অর্থ, মুদ্রাঙ্কিত পরিচয়পত্র ছদ্মবেশের জন্য বিবিধ উপকরণ, দুইজন বিশ্বাসী ভৃত্য এবং চারিটি পারাবত লইয়া ভদ্র কুশাবতী হইতে যাত্রা করিলেন। সুতপা অযোধ্যা হইতে আনীত কিছু শুষ্ক দেবনির্মাল্য সঙ্গে দিলেন, বলিলেন, "সর্বনাশী মরিয়াও স্বভাব ছাড়ে নাই, গৃহস্থকে বনবাসে না দিয়া স্বস্তি পাইতেছে না। দেখিয়ো, চৌদ্দ বৎসর কাটাইয়া আসিয়ো না যেন।"

মন্থরা ও উচ্ছিখ ক্ষীরগ্রাম ত্যাগ করিবার প্রায় একমাস পরে অমাত্য ভদ্র নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। নদীতে নৌকাবক্ষে থাকিয়াই তিনি তরুশ্রেণীর অন্তরালবর্তী ভগ্নমন্দিরচূড়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, অনুচরদিগের তত্ত্বাবধানে নৌকাস্থ আহার্যপরিধেয়াদি রাখিয়া তিনি কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। উচ্ছিখের পুত্র পঞ্চশিখ সেইদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে মন্দিরদ্বারে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে বলিলেন, "আমি বণিক্ তীর্থপথিক। সংসারে কোনও বন্ধন নাই! অযোধ্যায় আসিয়া এখানকার দেবীর মাহাত্ম্য শুনিয়া কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আসিয়াছি। দেখিতেছি, গ্রামবাসীর দেবীর প্রতি তাদৃশী ভক্তি নাই, মন্দিরসংস্কার এবং ভোগরাগের জন্য ব্যয় করিতে চাহে না।" পঞ্চশিখ বুঝাইল, নিকটস্থ গ্রামবাসী সকলেই দরিদ্র, তবে তাহার পিতা সম্প্রতি আশাতীতরূপে কিছু ধনলাভ করিয়াছেন। তিনিও তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন, ফিরিলে মন্দিরসংস্কার হইবে। উপস্থিত তাহাদের গৃহনির্মাণের জন্য ইষ্টক নির্মিত হইতেছে, কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি সংগৃহীত হইতেছে। ব্রাহ্মণকুমার পূজাশেষে অতিথিকে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন খাইতে দিল। খাইতে খাইতে কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ভদ্র উচ্ছিখের বিকটদর্শনা কুব্জা পিতামহীর আকস্মিক আবির্ভাবের গল্প শুনিলেন।

উচ্ছিখ তাহাকে লইয়া কোন্ কোন্ তীর্থে যাইবে তাহা জানিতে না পারিলেও মন্থরা যে মরে নাই এইটুকু জানিয়া ভদ্র নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত্রে তিনি মন্দির-চত্বরেই শয়ন করিবেন বলিয়া ব্রাহ্মণকুমারকে বিদায় দিলেন। সে চলিয়া গেলে নৌকায় ফিরিলেন। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার প্রথম পারাবত কুশাবতীর রাজপুরীতে সংবাদ লইয়া গেল, "মন্থরা মরে নাই, সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া দেশভ্রমণে গিয়াছে। সন্ধানে চলিলাম।" কুশও নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্বিতীয়দিন প্রভাতেও ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া ভদ্রের সহিত অনেকক্ষণ গল্প করিল, তাহাদের গ্রামের কয়েকজন কৌতূহলী বৃদ্ধ ব্যক্তিও তাহার নিকট সংবাদ পাইয়া বিদেশী বণিক্‌কে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বণিক্ কি বস্তু তাহা অনেকেই জানিতেন না, উজ্জয়িনীতে মৎস্যের সুলভতা, গৌড়দেশে গুড়, কলিঙ্গে লবণ কত অনায়াসলভ্য সেই সেই বিষয়ে আলোচনা হইল। তাঁহাদের নিকট ভদ্র উচ্ছিখের বর্ণনা এবং তাহার বংশপরিচয় পাইলেন। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, মন্থরার শিবিকা বহন করিয়া গ্রামবাসী যে কয়জন দরিদ্র ব্যক্তি মধুরা নগরে গিয়াছিল, তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাদের নিকট মন্থরার বর্ণনা শুনিয়া অমাত্যের ধারণা হইল, মন্থরাকে মধুরাতেই ধরিতে পারিবেন। তিনি তিনদিন পরে গ্রাম-বাসীর নিকট বিদায় লইবার সময় উচ্ছিখপত্নী শঙ্করী স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন. উচ্ছিখের সহিত দেখা হইলে ভদ্র যেন তাহাকে শীঘ্র গৃহে ফিরিতে বলেন। অর্থের জন্য চিন্তা নাই, যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই কুসীদে খাটাইয়া তিনি অক্লেশে সংসার চালাইতে পারিবেন। দূরসম্পর্কীয়া পিতামহীর যেরূপ ডাকিনীর মতো মূর্তি, তাহাতে তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। কোন্‌দিন রক্তশোষণ করিয়া লইবে কে বলিতে পারে? তাঁহার একটিমাত্র স্বামী, অনেক দুঃখে তাহাকে এতদিন লালনপালন করিয়াছেন, তাহাকে হারাইতে প্রস্তুত নহেন। ভদ্র তাঁহার স্বামীর সন্ধান করিয়া তাঁহার কথা জানাইবেন বলিলেন। পরদিন তাঁহারা অযোধ্যা অতিক্রম করিলেন কিন্তু পরিত্যক্ত নগরে প্রবেশ করিলেন না। গঙ্গা ও সরযূর মিলনস্থলে পৌঁছিয়া সেখান হইতে উত্তরে প্রয়াগসঙ্গমে এবং সেখান হইতে যমুনার ধারা বাহিয়া আরও উত্তরে মধুরায় পৌঁছিতে তাঁহার পঞ্চ দিবস অতিবাহিত হইল। সেখানে একটি পান্থশালায় আশ্রয় লইয়া ভদ্র নগরীর চতুর্দিকে তন্ন-তন্ন করিয়া মন্থরার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা একজন বৈদ্যের নিকট শুনিলেন, তাঁহার গুরুদেব একজন ধনশালিনী বৃদ্ধা কুব্জার কুব্জে মন্ত্রোপচার করিয়া তাহাকে কুব্জভার হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ভদ্রের দৃঢ় ধারণা

হইল সেই বৃদ্ধাই মন্থরা, কিন্তু তিনি নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। মন্থরার প্রাসাদের প্রহরিগণ, 'গৃহস্বামিনী শয্যাগতা আছেন, তিনি অসূর্যম্পশ্যা, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ' বলিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল। উচ্ছিখের সহিত তাঁহার মাঝে মাঝে পথে সাক্ষাৎ হইত। তাহার উর্ধ্বমুখ শিখা দেখিয়া এবং পুত্র ও পত্নীদত্ত বর্ণনার সহিত মিলাইয়া তাহাকে চিনিতে ভদ্রের বিলম্ব হয় নাই, নিজেকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া একদিন তিনি তাহার পত্নীর শুশ্রূষার ভার লইবার ইচ্ছাও জানাইয়াছিলেন, কিন্তু মন্থরার নির্দেশে উচ্ছিখ তাঁহাকে সে সুযোগ দিল না, তাঁহার সহিত সাক্ষাতে বাক্যালাপও বন্ধ করিল। অগত্যা ভদ্র কিছুদিন যাবৎ আর তাহাদের ত্রিসীমানায় গেলেন না, পান্থশালায় শুইয়া বসিয়া কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া মন্থরাকে অযোধ্যায় লইয়া যাওয়া যায়। সপ্তাহ-কাল পরে তিনি আবার একবার মন্থরার সন্ধান লইতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রাসাদে অন্য গৃহকর্তা সপরিবারে রহিয়াছেন, মন্থরা ও উচ্ছিখ কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারিল না। মন্থরা করতলগতা হইয়াও হইল না, ইহাতে অমাত্যের দুঃখের অবধি রহিল না। তিনি সন্ধান করিয়া মন্থরার ভূতপূর্ব ভৃত্যদের মধ্যে দুইজনকে বাহির করিলেন, তাহাদিগকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া জানিলেন, মন্থরা মায়ানগরে যাইবে, তাহার পর অবন্তীরাজ্যের রাজধানীতে যাইতে পারে। অবন্তীনগরে অমাত্য ভদ্রের জনৈক আত্মীয় বাণিজ্যোপলক্ষে বাস করিতেন, মায়ানগরেও তাঁহার পরিচিত একজন রাজামাত্য ছিলেন। ভদ্র মায়ানগরে গিয়া বহু অনুসন্ধানেও মন্থরাকে দেখিতে পাইলেন না, মনে করিলেন, সে বদরিকাশ্রম অথবা গঙ্গোত্রী বা যমুনোত্রী এইরূপ কোনও তীর্থদর্শনে গিয়াছে। হিমাচলবক্ষে বিভিন্ন তীর্থস্থানে প্রায় তিনমাস বৃথা পর্যটন করিয়া ভদ্র অবন্তীনগরে যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার আত্মীয় রত্নবণিক্ রাজশেখরের নিকট গিয়া জানিতে পারিলেন, কোনো বিদেশিনী সম্প্রতি সেখানে কয়েকটি বহুমূল্য রত্ন ও অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু মন্থরার সহিত তাহার বর্ণনা মিলিল না। রমণী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাজশেখরের গৃহে কয়েকবার নাকি যাতায়াত করিয়াছে। তাহার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর, কেশ ভ্রমরকৃষ্ণ, কিন্তু মুখশ্রী ভালো নহে। রমণীর সাক্ষাৎলাভের মানসে ভদ্র প্রতিদিন পথে পথে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু মাসাধিকাল চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া কুশাবতীতে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে একদিন বিশাখদত্তের ময়ূরাকৃতি সেই পূর্বদৃষ্ট শিবিকা তাঁহার নয়নপথবর্তী হইল। অনুসন্ধানে জানিলেন

তৃষ্ণা নাম্নী কোনও ধনবতী বিদেশিনী সেই শিবিকায় ভ্রমণ করেন। তৃষ্ণা দেবীর প্রাসাদসম্মুখে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া শেষপর্যন্ত তিনি একদা বাতায়নে তাঁহার দর্শন পাইলেন, কিন্তু মন্থরার সহিত তাঁহার কোনও সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন না। প্রৌঢ়া যে যৌবনকালে অসামান্য রূপবতী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সন্দেহনিরসনের জন্য ভদ্র সুদতী নাম্নী তাঁহার আত্মীয়ের একজন বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে তৃষ্ণা দেবীর গৃহে দাসীরূপে কাজ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার নিকট তিনি ক্রমে জানিতে পারিলেন, তৃষ্ণা দেবীর গোপন কথা। কিরূপে সেই হৃদয়হীনা নারী এক হৃদয়হীন চিকিৎসকের সাহায্যে উৎপলা নাম্নী এক দরিদ্রা সুন্দরীর চক্ষু ও নাসিকাগ্রভাগ হরণ করিয়াছেন, তাহাও শুনিলেন। বামাক্ষীর নিকট লাঞ্ছিতা হইয়া তৃষ্ণা দেবী যখন সহসা উজ্জয়িনী ত্যাগ করিলেন তখন ভদ্রের ইচ্ছানুসারে তাঁহার আত্মীয় সুদতীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে দিলেন। সুদতী সেবাযত্নে গৃহকর্ত্রীকে এরূপ বশ করিয়াছিল যে, পূর্বপরিচয় গোপন করিবার জন্য মন্থরা তাহার ময়ূরাকৃতি শিবিকা ও বহু গৃহসজ্জা বিক্রয় করিয়া এবং অন্য সমস্ত দাসদাসীকে বিদায় দিয়া গেলেও তাহাকে সঙ্গে রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল, সেও সংসারবন্ধনহীনা বলিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মতা হইল। সুদতীর পরামর্শে অমাত্য ভদ্র অবন্তী হইতে বারাণসীতে যাত্রা করিলেন, সেখানে গিয়া একজন শ্রেষ্ঠী বন্ধুর গৃহে আশ্রয় লইলেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করিতে লাগিলেন। বারাণসীর বিশ্বনাথমন্দিরে যে জটাজুট-ধারী দীর্ঘশ্মশ্রু সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে দেবদর্শনে আসিতেন, দশাশ্বমেধ অথবা মণিকর্ণিকার ঘাটে যাঁহাকে কোনও কোনওদিন প্রভাতে সন্ধ্যায় ধ্যানস্থ দেখিতে পাওয়া যাইত, তিনিই যে অমাত্য ভদ্র তাহা স্বয়ং অযোধ্যাপতি কুশ অথবা তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পক্ষেও বুঝিয়া উঠা সম্ভব ছিল না। সেখানে প্রায় দুইমাসকাল অপেক্ষা করিয়া ভদ্র যখন প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন তখন একজন অষ্টাদশী সুন্দরীর সহিত তাঁহার দ্বারা নিয়োজিতা পরিচারিকা সুদতীকে রথ হইতে অবতরণ করিয়া দশাশ্বমেধ ঘট্টে স্নানের জন্য সমাগতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। স্নানশেষে স্বর্ণবিন্দুচিত্রিত পীতকৌষেয় বাস পরিয়া সুন্দরী দাসীগণপরিবৃতা হইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে সহসা কি ভাবিয়া নতজানু হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। মহাপাপিষ্ঠা হইলেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবদ্বিজের আশীর্বাদলাভ বিশেষ প্রয়োজন, এ-বিশ্বাস মন্থরার যায় নাই। সন্ন্যাসী ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়াছিলেন, সহসা যেন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন।

সুন্দরীকে উদ্দেশ করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন, "মা, তোমার ললাটে রাজটিকা দেখিতেছি যে? তুমি কি কাশীতে নূতন আসিয়াছ, পূর্বে দেখি নাই তো?" মন্থরা তখন কাশীরাজকে ধরিবার জন্য ছলনাজাল বিস্তার করিতেছিল, সন্ন্যাসীর বাক্যে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশা পাইয়া তাহার সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি বাড়িল। বলিল, "পিতঃ, আমার কররেখা যদি একটু দেখিয়া দেন—"

সন্ন্যাসী ইতোমধ্যে মন্থরার অজ্ঞাতে সুদতীকে ইঙ্গিতে নিজ পরিচয় জানাইয়াছিলেন, মন্থরার অনুরোধে তাহার বাম করপল্লব নিমেষের জন্য নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন। পরে বলিলেন, "মাতঃ, তোমার জীবন বড়ো বিচিত্র দেখিতেছি। গহ্বর হইতে শিখরে উঠিয়াছ। অনেক দুঃখ পাইয়াছ, অনেক দুঃখ দিয়াছ। তোমার কথা তো, মা, সকলের সম্মুখে বলা যায় না, তোমার দাসীদের একটু অন্তরালে যাইতে বলো।" মন্থরার নির্দেশে মন্থরার দাসীরা দূরে অপসৃতা হইল, অন্য স্নানার্থীদেরও দূরে সরাইয়া দিল। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি একসময়ে কোনও রাজগৃহে দাসী ছিলে, তোমার নামের আদ্যক্ষর ছিল 'ম'। তোমার পরামর্শে চলিয়া সেই রাজ্যের রানী তাঁহার স্বামীর অর্থাৎ রাজার মৃত্যুর কারণ হন, রাজ্যের সুখশান্তি হরণ করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর বৃদ্ধবয়সে তুমি তস্কর দ্বারা অপহৃতা হইয়া বুদ্ধিবলে নবজীবন ও যৌবন লাভ করিয়াছ। এখন বুঝিয়া চলিলে তুমি রাজরানী হইতে পারো।" মন্থরা বিস্মিতা হইল; বলিল, "আপনি কী বলিতেছেন, প্রভু? আমি কেকয় হইতে আগতা পিতৃহীনা ধনিকন্যা। আমার বয়স মাত্র অষ্টাদশবর্ষ। আমি আবার বৃদ্ধা হইলাম কবে, তস্কর দ্বারা অপহৃতা হইলামই বা কবে?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মা, জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা বলে না। আমি নিমেষমাত্র তোমার কররেখা পরীক্ষা করিয়া সমস্তই জানিয়াছি, আমাকে ছলনা করিতে চেষ্টা করিয়ো না। আরও শুনিতে চাও? তুমিই কুখ্যাতা মন্থরা। রামতিরোধানদিবসে রাত্রিকালে স্বর্ণসীতামূর্তি নষ্ট করিতে গিয়া তুমি শিল্পী বিশাখদত্তের নিকট বাধা পাইয়া অজ্ঞান হইয়া যাও। শিল্পী একটি চর্মদৃতির মধ্যে স্বর্ণসীতাকে ভরিয়া উহা অপহরণ করিবার মানসে অনুচরদিগকে ডাকিতে যায়। ততক্ষণে অমাত্য ভদ্র আসিয়া তাহার দৃতিমধ্যস্থিতা সীতাপ্রতিমাকে বাহির করিয়া সেই দৃতিমধ্যে হতচেতনা তোমাকে ভরিয়া দেন। অনতিকাল পরে বিশাখদত্তের অনুচরেরা তোমাকে শিবিকাযোগে ও নৌকাযোগে অযোধ্যা হইতে অদূরে ক্ষীরগ্রামের বনমধ্যস্থ দেবীমন্দিরে পরিত্যাগ করে। সেখানে তুমি

পুরোহিত ব্রাহ্মণ উচ্ছিখকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিয়া পিতামহী পরিচয়ে তাহাকে লইয়া দেশভ্রমণে নির্গতা হও। তোমার মুক্তাশুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি তক্ষশিলার, তোমার গাত্রবর্ণ ও কৃষ্ণকেশ মায়ানগরের, তোমার পদ্মপলাশলোচনদ্বয় অবন্তীনগরের অভাগিনী উৎপলার— তোমার যৌবন"—

আর বলিতে হইল না, ভদ্র আর কি বলিবেন নিজেই জানিতেন না ; মন্থরা তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, বলিল, "পিতঃ, আপনি সর্বজ্ঞ। আমার হরণ-ব্যাপারের যে-বিবরণ আমি নিজেও জানিতাম না তাহাও আপনি জানেন দেখিতেছি। উৎপলার চক্ষু এবং চন্দনার যৌবন আমি অর্থমূল্যে ক্রয় করিয়াছি, তাহাদের চিরদিনের জন্য দারিদ্র্য ঘুচাইয়া দিয়াছি তাহাও আপনি নিশ্চয় জানেন। কাশীরাজকে মোহিত করিয়া আমি রাজরানী হইবার আশা রাখি, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি রাজরানী হইবে। তবে তোমার চতুর্দিকে শত্রু, বুঝিয়া চলিবে। যদি কখনও বিপদে পড়ো, আমার সাহায্য লইবে ; অপরন্তু আমার শত্রুতাসাধন করিলে স্বয়ং যমরাজও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না জানিয়ো। এখন যাও, অনেক দর্শনার্থী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

মন্থরা কাতরভাবে বলিল, "পিতঃ, আমার গুপ্তকথা প্রকাশ হইলে সর্বনাশ হইবে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

সন্ন্যাসী সস্নেহে বরাভয়হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন "পাগলী, আমার দ্বারা কোনও কথা প্রকাশিত হইবে না, তোর ভয় নাই। যাহা করিয়াছিস করিয়াছিস, আর কাহারও ক্ষতি করিস না।"

মন্থরা অনুচরীদের লইয়া চলিয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যাকালে বারাণসীর লক্ষ্মীকুণ্ডের একটি প্রাসাদশিখর হইতে অমাত্য ভদ্রের দ্বিতীয় পারাবত কুশাবতীতে পত্র বহন করিয়া লইয়া গেল, "মন্থরার সন্ধান পাইয়াছি। সে যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছে, কাশীর রাজমহিষী হইবার চেষ্টায় আছে। শীঘ্রই নিজের জালে নিজে জড়াইবে আশা করি। আমার প্রত্যাবর্তনের অধিক বিলম্ব নাই।
স্বামী রামানন্দ, লক্ষ্মীকুণ্ড, বারাণসী।"

পত্রপ্রাপ্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে মহারাজ কুশ কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে অমাত্য ভদ্রের সহায়তার জন্য পাঠাইলেন। তাহারা কেহ শিষ্যরূপে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী সাজিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে রহিল, কেহবা গৃহস্থ ভক্তরূপে তাঁহার আশ্চর্য

জ্যোতিষজ্ঞানের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল। ভদ্র কিন্তু অতঃপর কিছুদিন আর বাটীর বাহির হইলেন না, মন্থরা কয়েকবার গঙ্গাস্নানে আসিয়া তাঁহার দর্শন না পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। বলা বাহুল্য, পাপিষ্ঠা কুব্জা সেই সর্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর শক্তির পরিচয় পাইয়া ভীতা হইয়াছিল। সুদতী একদিন একা স্নানে আসিয়াছিল, সেদিন একটি মুণ্ডিতশির ভিখারীকে পথপ্রান্তে ভিক্ষা দিতে গিয়া শুনিল, লক্ষ্মী-কুণ্ডের রামানন্দ স্বামীর মতো জ্যোতিষী এ-যুগে দেখা যায় না।" কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাসী বিস্মিতা হইয়া মুখের দিকে চাহিতেই ভিখারী হাসিয়া বলিল, "তিনি লোকসমাগম ভালোবাসেন না। একা দ্বিপ্রহরের পর গেলে দেখা হইবে।" সুদতী অমাত্যকে চিনিল, চক্ষুর ইঙ্গিতে সাবধান হইয়া তখন কিছু প্রকাশ করিল না। দুই-দিন পরে সুযোগ বুঝিয়া একদা সে তাঁহার বাসস্থানে গিয়া সাক্ষাৎ করিল, আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিল; তাঁহার নিকট পরামর্শ ও পুরস্কার গ্রহণ করিয়া বিদায় লইল।

॥ ছয় ॥

সুদতীর সহিত ভদ্রের সাক্ষাতের কয়েকদিন পরেই প্রবল জনরব শ্রুত হইল যে, কাশীরাজ সুপর্ণ জনৈকা অজ্ঞাতকুলশীলা বিদেশিনী সুন্দরীকে বিবাহ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। তৎপরে যথাসময়ে উক্ত জনরব সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল, বিবাহ-উৎসবে বারাণসীর আবালবৃদ্ধবনিতা নিমন্ত্রিত হইল, সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র ব্যক্তি সপ্তাহকাল মনের আনন্দে পানভোজন করিল। অমাত্য ভদ্রও ভিখারীর ছদ্মবেশে সদলে সেই উৎসবে যোগ দিলেন, তিনদিন রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত অঙ্গনে শালপত্রের আধারে বিবিধ সুখাদ্য আহার করিলেন এবং দূর হইতে নূতন রাজ-মহিষী কালিন্দী দেবীর দর্শনলাভ করিয়া জয়ধ্বনি দিলেন। মহিষীর পশ্চাদ্বর্তী একটি হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ প্রৌঢ় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল, শুভ্র কৌষেয় বসন, উত্তরীয় ও উষ্ণীষ-শোভিত স্বর্ণকুণ্ড-বলয়ধারী উচ্ছিখকে প্রথমে তিনি চিনিতে পারেন নাই। পরদিন বিশ্বেশ্বরমন্দির-সম্মুখস্থ পথে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তিনি দূরে থাকিয়া তাহাকে অনুসরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দশাশ্বমেধ নামক সুবিখ্যাত ঘট্টে গঙ্গাতীরে উষ্ণীষ উত্তরীয়াদি উন্মোচন করিয়া স্নানে নামিলেন, তাঁহার ঊর্ধ্বমুখী শিখাটি দৃষ্টিগোচর হইতেই ভদ্রের আর সন্দেহ রহিল না। তিনিও সোপানোর্ধ্বে একটি সুবৃহৎ বংশশলাকানির্মিত ছত্রের ছায়ায় বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেদিন ভদ্রের অঙ্গের সন্ন্যাসীর

বেশ, মস্তকের জটাজুট এবং আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু দেখিয়া পূর্বদৃষ্ট ভিখারীর সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ আবিষ্কার করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। উচ্ছিখ স্নানশেষে সোপানে রক্ষিত বস্ত্র পরিধান করিয়া সিক্তবস্ত্র নিষ্পীড়নপূর্বক উপরে উঠিতেই সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। উচ্ছিখ প্রণাম করিলেন, ভদ্র বলিলেন, "জয়োঽস্তু। বৎস, তোমার মনে বড়ো অশান্তি, বিশ্বনাথ তোমাকে শান্তি দিন।"

উচ্ছিখ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি কে? আমার অশান্তির সংবাদ আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

স্নানঘট্টে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, উচ্ছিখ জনতার ভিড় এড়াইবার জন্য তৃতীয় প্রহরে স্নান করিতে আসিয়াছিল। ভদ্র মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "বিশ্বেশ্বরের সেবক আমি, তাঁহার দয়ায় মানুষের ভূতভবিষ্যৎ আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। বৎস, তোমার করতল একবার দেখিতে পারি? ভয় নাই, অর্থ লাগিবে না। তোমার ললাট দেখিয়া মনে হয় তুমি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি, কিন্তু তোমার চিত্তে সুখ নাই কেন?"

বিনাব্যয়ে করকোষ্ঠী-বিচার করাইবার প্রলোভন উচ্ছিখ ত্যাগ করিতে পারিল না। সেইদিনই তাহার উপর আদেশ হইয়াছিল, বরুণাতীরের আবাস-গৃহখানির ক্রেতা সন্ধান করিয়া সেখানি অবিলম্বে হস্তান্তরপূর্বক সে যেন ক্ষুদ্রতর কোনও গৃহে আশ্রয় লয়। কার্যসিদ্ধির পর আর উচ্ছিখ ব্রাহ্মণের জন্য অধিক অর্থব্যয় করা মন্থরা নিষ্প্রয়োজন বোধ করিতেছিল, উচ্ছিখও নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল। সে ইদানীং মন্থরার স্নেহভ্রষ্ট হইবার পর তাহাকে প্রদত্ত বাজারখরচ হইতে কিছু কিছু অর্থ সরাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, একদিন সত্য প্রকাশ পাওয়ায় মন্থরার নিকট তিরস্কৃত হইয়াছে। অদৃষ্টে আরও কি আছে জানিবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর সহিত সেই বিশাল বংশছত্রের তলদেশে কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িয়া দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিল। জ্যোতিষী কিছুক্ষণ ধরিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া টিপিয়া-টুপিয়া ঘুরাইয়া উহা নানারূপে পরীক্ষা করিলেন। তারপর শিরঃকম্পনপূর্বক কহিলেন, "হুঁ"। ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করিল, "কি দেখিলেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সত্য বলিলে তুমি ক্রুদ্ধ হইবে না তো?"

উচ্ছিখ বলিল, "আর উদ্বেগ বাড়াইবেন না, যাহা বলিবার বলিয়া ফেলুন, আমি ক্রোধ করিব না।"

সন্ন্যাসী তখন আর একবার তাহার করতলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার জীবনে শনির দশা কাটিয়াও কাটিতেছে না। উপস্থিত তোমার চন্দ্র দুর্বল হইয়া দ্বাদশে শনি প্রবেশ করিয়াছে, তোমার মস্তিষ্কবিকৃতির সম্ভাবনা।" উচ্ছিখ সম্মতিসূচক শিরঃকম্পন করিল। সন্ন্যাসী বলিয়া চলিলেন, "আজীবন দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিয়া তুমি বৎসরাধিককাল পূর্বে এক নারীর দয়ায় সুখের মুখ দেখিয়াছিলে, কিন্তু সে-নারী তোমার সাহায্যে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া তোমাকে জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করিয়াছে। তুমি স্ত্রী-পুত্র-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া জাতি নষ্ট করিয়া তাহার সেবা করিয়াছ, এখন অনুতাপ করিতেছ। সত্য কি না ?"

উচ্ছিখ চারিদিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "সমস্তই সত্য। অদ্ভুত আপনার গণনাশক্তি। আর কি দেখিতেছেন ? অতীতের কথা তো বলিলেন, ভবিষ্যৎ ?"

সন্ন্যাসী তাহার করতলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিলেন, "ভবিষ্যৎ তোমার ঘোর তমসাচ্ছন্ন। তুমি কোনও বহুসম্মানিত ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়াছ, কুমারী-পরিচয়ে নিজের পত্নীর সহিত তাঁহার পুনর্বিবাহ দিয়াছ। তিনি এ-সংবাদ অচিরে জ্ঞাত হইবেন। তোমার মৃত্যুযোগ লক্ষিত হয়, অতি শোচনীয় মৃত্যু।"

উচ্ছিখ দুইহস্তে সন্ন্যাসীর পদদ্বয় ধারণ করিল; বলিল, "আপনি আমাকে রক্ষা করুন। কি করিলে আমার জীবন রক্ষা হয় বলিয়া দিন।"

সন্ন্যাসী তাহাকে সযত্নে ধরিয়া উঠাইলেন, বলিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমার গ্রহশান্তির জন্য উদ্যোগ করিতেছি। তোমার বর্তমান নাম যজ্ঞদত্ত, অবন্তীতে তোমার নাম ছিল চিরঞ্জীব, মথুরায় তোমার নাম ছিল দেবপ্রিয়, ক্ষীরগ্রামে তোমার নাম ছিল উচ্ছিখ। কিন্তু উহাও তোমার পিতৃদত্ত নাম নহে। তোমার প্রকৃত নাম ধনঞ্জয়। তোমার পিতার নাম সুলোচন, পিতামহের নাম ইন্দ্রধ্বজ, প্রপিতামহের নাম—"

উচ্ছিখ করপুটে বলিল, "আর বলিয়া লাভ নাই, আমার প্রপিতামহের নাম আমি নিজেই জানি না। দেখিতেছি আপনি আমার বিষয়ে আমা-অপেক্ষা অধিক সংবাদ রাখেন। অথচ জীবনে আপনার সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। কি আশ্চর্য।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "অযোধ্যার সন্নিহিত ক্ষীরগ্রামে তোমার পর্ণকুটির ছিল, সেখানে সম্প্রতি ইষ্টকগৃহ নির্মিত হইয়াছে। তোমার গৃহিণী ঈষৎ কোপনস্বভাবা হইলেও সতীলক্ষ্মী, তিনি প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করেন। এই মুহূর্তে তিনি

তোমার প্রিয় বদরীফলের আচার রৌদ্রে শুখাইতে দিয়া তোমার উদ্দেশে অশ্রুমোচন করিতে করিতে একটি দুইটি মুখে নিক্ষেপ করিতেছেন।"

উচ্ছিখ বলিল, "আমার গৃহিণী রন্ধনে সুদক্ষা, তেমন মধুর আচার করিতেও আর কাহাকেও দেখিলাম না। আম্র বলুন, তিন্তিড়ী বলুন, আর নিম্ব বলুন—"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "অথচ সেই ধর্মপত্নীকে প্রতারণা করিয়া তুমি একটা বৃদ্ধা কুব্জাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছ। যদি নিজের কল্যাণ চাও তবে অবিলম্বে তাঁহাকে বারাণসীতে আনাইয়া লও, তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করো। ডাকিনীর সংশ্রব সাধ্যমতো বর্জন করো। একদিকে সতীর শুভকামনা, অন্যদিকে আমার গ্রহশান্তির চেষ্টা মিলিত হইলে এ-যাত্রা তুমি রক্ষা পাইতে পারো।"

সেই-সময়ে ঘট্টে জনসমাগম আরম্ভ হওয়ায় সন্ন্যাসী বিদায় লইলেন। উচ্ছিখ তাঁহাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দিতে গেলে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন ; বলিলেন, "তোমার অর্থ লইলে আমাকে সেইসঙ্গে তোমার পাপের ভাগ লইতে হইবে, অবন্তীর উৎপলার,—প্রতিষ্ঠানের চন্দনার অভিশাপ আমাকে অনুসরণ করিবে। আমি নিজের পাপের ভারে অস্থির, আর ভার বাড়াইতে চাহি না। দৈবক্রমে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তুমি বিপন্ন, আমার দ্বারা যদি কিছু সাহায্য হয় আমি তাহা বিনা পারিশ্রমিকেই করিব। তুমি আমাকে তোমার নিঃস্বার্থ শুভার্থী বলিয়া জানিয়ো।"

উচ্ছিখ পদধূলি লইয়া বলিল, "প্রভুর সাক্ষাৎ কোথায় কখন পাইব ? আপনি আমাকে এই দুর্দিনে পরিত্যাগ করিবেন না তো ?"

সন্ন্যাসী কাছে আসিয়া কানে কানে বলিলেন, "বৎস, দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি তুমি তোমার পত্নীকে আনাইয়া লইতে পারো, তবে এইস্থানেই একপক্ষকাল পরে এই-সময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমাকে গ্রহবৈগুণ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা ততদিনে সফল হইতে পারে। তুমি শীঘ্রই রাজসভায় স্থান পাইবে—যোগবলে জানিতেছি, রাজা পরামর্শ চাহিলে সর্বদা যাহাতে তাঁহার কল্যাণ হয় সেইরূপ পরামর্শই দিয়ো। উপস্থিত কিন্তু সেই ডাকিনীর সহিত প্রকাশ্যে বিরোধ করিয়ো না। সে অচিরে আর একবার তোমার সাহায্য চাহিবে, তুমি শেষবারের মতো তাহাকে সাহায্য করিয়া তাহার বিশ্বাস অর্জন করিয়ো। অতঃপর আমার সাহায্যে তুমি তাহার মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারিবে। নচেৎ সে যেরূপ উচ্চাভিলাষিণী এবং দুঃসাহসিকা, তাহাতে রাজাকে

ক্রীড়াপুত্তলিতে পরিণত করিয়া সেই কাশীরাজ্য শাসন করিবে; তখন শুধু তোমার সর্বনাশ নয়, রাজ্যের সর্বনাশ হইবে। প্রজার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিবে।"

সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কাছে আসিয়া বলিলেন, "সাবধান, আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে—একথা পাপীয়সী যেন জানিতে না পারে।"

সন্ন্যাসী বিদায় লইলে উচ্ছিখ গঙ্গাতীরে পাষাণচত্বরে চিন্তাযুক্ত হইয়া পাদ-চারণা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে রাজপ্রাসাদের জনৈকা দাসী স্বর্ণকলসকক্ষে তাহার পার্শ্বদেশ দিয়া চলিয়া গেল, অন্যের অলক্ষ্যে উচ্ছিখের দিকে অপাঙ্গে ইঙ্গিত করিয়া সে তাহার হস্তে একটি স্বর্ণকবচ প্রবেশ করাইয়া দিয়া গেল। উচ্ছিখ কিছু বলিল না, সে দ্রুতপদে আবাসগৃহে ফিরিয়া স্বর্ণকবচমধ্যস্থ ভূর্জপত্রটি বাহির করিয়া পড়িল। মন্থরা লিখিতেছে, "আগামী পরশ্ব অমাবস্যার রাত্রে বিশ্বনাথমন্দিরে সন্ধ্যারতির পর মহারাজ গোপনে নৌকাবিহারে যাইবেন। বরুণাসঙ্গম হইতে যাত্রা করিয়া দশাশ্বমেধের ঘট্ট পর্যন্ত গিয়া তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা। প্রধানা মহিষী কর্ণধারের ভূমিকা লইবেন, আমরা অপর তিনজন মহিষী এবং চারজন সখী ক্ষেপণিচালনা করিব। নৌকা যতদূর সম্ভব তীরের নিকট দিয়া যাইবে, মহারাজ বেণু অথবা বীণা বাজাইবেন। তুমি দুইজন বিশ্বস্ত অনুচরকে মণিকর্ণিকার ঘট্টের নিকট আমাদের প্রমোদতরণী আক্রমণ করিতে পাঠাইবে। একজন নৌকায় উঠিয়াই মহারাজকে নিরস্ত্র করিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিবে, আর একজন তরবারি লইয়া তাঁহার গলদেশে আঘাত করিতে যাইবে। উভয়েই যেন আমার ক্ষেপণীর আঘাত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসে, সে-জন্য তাহাদের উপযুক্তরূপ পুরস্কার দিবে। আমার নিকট পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলে আমার পরিকল্পনা সফল হইবে, তোমারও পদোন্নতির ব্যবস্থা করিব। সাবধানে আয়োজন করিবে, কেহ যেন জানিতে না পারে।" পত্রের মধ্যে কোনও সম্বোধন বা লেখিকার নাম নাই। সে-জন্য বুঝিতে বাধিল না, উচ্ছিখ সেই হস্তলিপি চিনিত। সে মনে মনে মহাপুরুষকে প্রণাম জানাইল, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী আবার সফল হইয়াছে। উচ্ছিখ নিশ্চিত জানিত, রাজদ্রোহের অপরাধে ধরা পড়িয়া সে যদি শূলে যায়, তবে তাহার ভূতপূর্বা পত্নী নিশ্চিন্তা হইবে, তাহার জন্য একবিন্দু অশ্রুপাতও করিবে না। কাশীরাজ এবং উচ্ছিখ দুইজনেই এই ব্যাপারে নিহত হইলেও তাহার ক্ষতি হইবে না, সে হয়তো

অতীতকে ধুইয়া মুছিয়া নূতন প্রণয়ের সন্ধানে বাহির হইবে। এ-ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী স্বয়ং আদেশ দিয়াছেন বলিয়াই সে দ্বিধা করিল না। প্রতিষ্ঠান হইতে দুইজন ভৃত্যকে সে উদ্যানবাটিকা প্রহরার জন্য আনিয়াছিল, বাটী বিক্রয়ের কথা হওয়ার পর তাহাদের বেতন মিটাইয়া দেওয়া হইলেও তাহারা কার্যান্তরের সন্ধানে তখন পর্যন্ত বারাণসীতেই ছিল এবং তাহার জন্য নূতন গৃহের সন্ধান করিতেছিল। তাহাদের কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত করিয়া এবং সর্বাঙ্গে কালিমা লেপন করিয়া উচ্ছিখ সন্ধ্যার পর মণিকর্ণিকার ঘট্টে পাঠাইয়া দিল। কার্যান্তে সন্তরণপূর্বক গঙ্গার অপরপারে পৌঁছিয়া তাহারা যাহাতে অবিলম্বে গোপনে প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া যায় সে-জন্য সে তাহাদের প্রত্যেককে তিন মাসের বেতন এবং পাঁচটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা অগ্রিম পুরস্কার দিয়া দিল। অর্থের জন্য কাশীরাজকে হত্যা করিতে তাহাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু নারীর নিকট পরাজিত ও প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিতে তাহাদের পৌরুষে বাধিতেছিল, স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি করিল না। ইতোমধ্যে ভদ্রের ভিক্ষুকবেশী অনুচরগণ উচ্ছিখের নূতন আবাসগৃহ এবং সে যে-দুইজন ভৃত্যকে নিযুক্ত করিল তাহাদের নামধাম জানিয়া আসিল। তাহারাই অযোধ্যা হইতে আগত জনৈক বণিক্‌কে ভদ্রের নিকট কয়েকদিন পূর্বে লইয়া আসিয়াছিল, তিনি রাজাধিরাজ কুশের লিখিত অনুমতিপত্র দেখিয়া তাঁহার কথা-মতো উচ্ছিখের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উচ্ছিখের উদ্যানবাটিকা ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করিলেন এবং একজন অনুগত পুরোহিতের সাহায্যে কেদারেশ্বর-সন্নিহিত পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ তাহার জন্য সামান্য মাসিক ভাটকে সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এত সহজে কার্যোদ্ধার হইবে তাহা উচ্ছিখ কল্পনাও করে নাই। সেই অযোধ্যাবাসী বণিক্ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার পত্নীর নিকট তাহার পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা এবং তাঁহাকে বারাণসীতে আনাইবার জন্য নৌকা ও শিবিকার ব্যবস্থা করিলেন এবং জানাইলেন, স্বীয় গুরু রামানন্দের নির্দেশেই তিনি এ-সমস্ত করিতেছেন তখন উচ্ছিখের ভক্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। নূতন বাটীতে যাইবার পরদিন সে উদ্যানবাটিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কাশীরাজের নিকট উপস্থিত করিল; বলিল, "মহারাজ, ঐ বৃহৎ প্রাসাদ আমার প্রয়োজন হইবে না বলিয়া উহা বিক্রয় করিয়া দিলাম। উহা কালিন্দীর অর্থেই ক্রীত হইয়াছিল, সে এখন আপনার মহিষী, আপনিই উপস্থিত এই অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেন। আমি কেদারেশ্বর-অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিব, নিত্য গঙ্গাস্নান করিয়া দেবদর্শন করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব। আমাকে বিদায় দিন।"

কাশীরাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনার মতো নির্লোভ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আমি অধিক দেখি নাই, আপনি দয়া করিয়া আমার অমাত্যপদ গ্রহণ করিলে আমি অনুগৃহীত হইব। দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ আপনি যদি সভায় উপস্থিত হন এবং কর্তব্যনির্ধারণে আমাকে সহায়তা করেন, তবে সে-জন্য মাসিক একশত স্বর্ণমুদ্রা আমি আপনাকে প্রণামী দিব, আপনার কাশীবাসকালে নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় না করিলে আমিও আপনার পুণ্যফলভাগী হইব।"

অমাত্যপদে বৃত হইয়া উচ্ছিখ নিশ্চিন্ত হইল, তাহার ভবিষ্যতেব জন্য দুশ্চিন্তা ঘুচিল। লোকে বলে, "ভিক্ষুক, অন্নভোজন করিবি?" না, "ভোজনের পর আচমন করিব কোথায়?" উচ্ছিখের তখন সেই অবস্থা। কিন্তু সেইদিন প্রাতেই জনৈক ব্রহ্মচারী বটু তাহাকে রামানন্দ স্বামীর একখানি পত্র আনিয়া দিয়াছিল, তাহাতে রাজা কি বলিবেন, তাহার কী উত্তর দিতে হইবে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত ছিল। তদনুযায়ী উচ্ছিখ বলিল, "মহারাজ, আমি নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করিতে চাই, রাজপ্রসাদ আমার কাম্য নহে। আপনার অমাত্যপদলাভ অনেকেই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবে, আমিও যে মনে করিতেছি না তাহা নহে। তবে রাজসঙ্গ মুক্তিকামীর পক্ষে বন্ধনস্বরূপ। তদ্ভিন্ন আমি ঐ কার্যের যোগ্য নহি। প্রথমতঃ, আমি রাজকার্য কিছুই বুঝি না, রাজনীতির কোনও সম্পর্ক রাখি না; দ্বিতীয়তঃ, অমাত্যপদ গ্রহণ করিলেই আমি আপনার বেতনভুক্ পাদোবজীবী হইব, কোনও অপ্রিয় সত্যকথা বলিলে আপনার বিরাগভাজন হইব, সে-জন্য আপনার দ্বারা প্রদত্ত এই সম্মান শিরোধার্য করিতে ভয় পাইতেছি।"

কাশীরাজ বলিলেন, "আর্য, আপনি নির্লোভ এবং আমার শুভার্থী জানিয়াই আমি আপনাকে আমার এবং রাজ্যের কল্যাণার্থে সভায় রাখিতে চাই; আপনি আমার চাটুবাদ করিবেন বলিয়া নহে। সেরূপ সভাসদ্ আমার অনেক আছেন, বাড়াইয়া লাভ নাই।"

উচ্ছিথ্ বলিল, "মহারাজ, আমি তবে স্পষ্ট কথা বলি। আমার বন্ধুকন্যা কালিন্দীকে আমি আশৈশব দেখিতেছি; তাহার বহু গুণ আছে। কিন্তু দোষেরও অভাব নাই। সে অত্যন্ত বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়া এবং উচ্চাভিলাষিণী। আপনি যদি তাহার কথায় প্রজাদের করভার বৃদ্ধি করেন অথবা আপনার পূর্ব-পত্নীদের অনাদর করেন তবে অধর্মে পতিত হইবেন, সে-ক্ষেত্রে আপনার বিরোধিতা করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে অথবা আমার পক্ষে রুচিকর হইবে না।"

কাশীরাজ ক্রমেই অধিকতর বিস্মিত হইতেছিলেন। পূর্বরাত্রেই কালিন্দী তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার প্রাসাদের পিঙ্গলবর্ণ-প্রস্তরে-গঠিত কক্ষগুলির অভ্যন্তরভাগ শ্বেতমর্মরে আচ্ছাদিত এবং ভিত্তিসমূহ চিত্রশোভিত করিয়া দিতে হইবে, তাহার গজদন্তনির্মিত পর্যঙ্কের পরিবর্তে তাহার জন্য মরকত ও পদ্মরাগমণিভূষিত একখানি স্বর্ণপর্যঙ্ক নির্মাণ করাইয়া দিতে হইবে। সে নাকি শৈশবে একবার কোশলেশ্বরের রাজান্তঃপুরে ঐরূপ বহু বিলাসোপকরণ দেখিয়া আসিয়াছিল. নিজের এবং নৃপতি-স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য সেইসমস্ত সংগ্রহ করা সে বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছিল। কাশীর রাজকোষে তদুপযোগী অর্থের অভাব শুনিয়া সে বলিয়াছিল, "মহারাজের বহু কর্মচারী অতি অলস, অথচ উচ্চ বেতনভোগী। তাহাদের সংখ্যা এবং বেতন কমানো চলে না? রাজ্যে ধনশালী বণিকেরও অভাব নাই। সাধারণ নাগরিকেরাও যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট, কাহারও গৃহে অর্থাভাব নাই বলিয়া মনে হয়। উহাদের রাজকর কিছু বাড়াইয়া দিলেই রাজকোষে অর্থাভাব থাকিবে না। সর্ষপকে পেষণ না করিলে সে তৈল প্রদান করে না, প্রজাকে চাপ না দিলে রাজার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয় না।" কথাগুলি কাশীরাজের ভালো লাগে নাই, ইতঃপূর্বে তাঁহার রাজবংশীয়া অন্য কোনও রাজ্ঞী রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে আসেন নাই। ব্রাহ্মণের কথায় নিজের মর্মবাণীর প্রতিধ্বনি শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন. কালিন্দীরই আত্মীয় ধর্মার্থে তাহার বিরুদ্ধতা করিতে প্রস্তুত জানিয়া বলিলেন, "দ্বিজোত্তম, আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি, যে-কোনও গুরুতর পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি কাজ করিব না, আমার পক্ষে রুচিকর না হইলেও আপনার উপদেশ বিবেচনা করিয়া দেখিব। যাহা হউক, উপস্থিত আপনি যে ষষ্টিসহস্র রৌপ্যমুদ্রা দিলেন ইহা কালিন্দীর স্ত্রীধন, তাহাকেই প্রদত্ত হইবে। সে ইহা হইতে তাহার গৃহসজ্জার জন্য যাহা ইচ্ছা ব্যয় করুক, রাজকার্যে তাহাকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না। এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া অন্তঃপুরে আসিলে কালিন্দীর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। মাতাপিতৃহীনা বালিকা নিশ্চয় আপনার অদর্শনে দুঃখ পাইতেছে।"

উচ্ছিখ বলিল, "মহারাজ, এখন তাহার সহিত ঘন ঘন দেখা না করাই ভালো, তাহাতে তাহার নূতন সংসারে মন বসিতে বিলম্ব হইবে। আমি চাই, সে যখন সৌভাগ্যক্রমে আপনার মতো পতি লাভ করিয়াছে তখন মনেপ্রাণে আপনার সহিত এক হইয়া আপনার এবং রাজ্যের কল্যাণচিন্তায় যেন নিজেকে নিঃশেষে

নিবেদন করিতে পারে। আমার মতো সংসারবিরাগী ব্যক্তির জন্য চিন্তা করিয়া তাহার আর লাভ নাই। আমি আমার এক আত্মীয়াকে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া লইব, তিনিও কাশীবাসের জন্য বিশেষ ব্যাকুলা। আপনার দয়ায় অন্নচিন্তা যখন রহিল না, তখন আর অন্তঃপুরে যাতায়াত করা আমার উচিত হইবে না। অন্য কোনও রাজ্ঞীর আত্মীয় যখন অন্তঃপুরে যাতায়াত করেন না, তখন কালিন্দীর আত্মীয়েরও ঘন ঘন যাতায়াত দৃষ্টিকটু হইবে, তাহাতে আপনার মর্যাদাহানি হইবে। তবে যদি আপনি দয়া করিয়া আমাদের দাসী সুদতীকে অনুমতিপত্র দিয়া রাখেন, তবে সে প্রয়োজনমতো আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার বন্ধুকন্যার সহিত যোগাযোগরক্ষায় আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে।"

কাশীরাজ অবিলম্বে সুদতীকে ডাকাইয়া তাহাকে মুদ্রাঙ্কিত অনুমতিপত্র দিলেন। উচ্ছিখ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় লইল। রাজা তাহার নির্লোভ নিঃস্বার্থ স্বভাব এবং বিবেচনাবুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, উচ্ছিখও স্বামী রামানন্দের দূরদর্শিতার পরিচয় পাইয়া কম বিস্মিত হয় নাই ; সে মনে মনে তাঁহার চরণোদ্দেশে বারবার প্রণাম জানাইল। কালিন্দীর বিনা-সহায়তায় সে অমাত্যপদ লাভ করিয়াছে, ইহাতে তাহার আত্মসম্মানজ্ঞানও বৃদ্ধি পাইল।

॥ ৭ ॥

কাশীরাজ সুপর্ণ কেবল সুপুরুষ ছিলেন না, বহুগুণান্বিত বিদগ্ধ রসিক পুরুষ ছিলেন। বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, মন্দিরা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য-বাদনে তাঁহার নিপুণতা ছিল, সঙ্গীতে এবং চিত্ররচনাতেও বিশেষরূপ অধিকার ছিল। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মতো তাঁহারও কেবল যুদ্ধব্যাপারে অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রাদির চর্চায় তেমন আগ্রহ বা পারদর্শিতা ছিল না। সে-জন্য বিশেষ ক্ষতিও হয় নাই, কারণ বহুদিন পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞকালে তাঁহার পিতৃদেব যখন কোশলেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করেন, তখন হইতেই তাঁহাদিগকে আর রাজ্যরক্ষার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন রাজ্যলাভ করেন, তখন রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের সুশাসনে সমগ্র জম্বুদ্বীপে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে, প্রজার ও রাজার ঘরে সুখ ও প্রাচুর্যের অবধি নাই। নিকটস্থ অন্য কোনও সামন্তনৃপতি প্রত্যন্তদেশে কোনওরূপ প্রতিকূল আচরণ করিলে অথবা প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কোথাও অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে জানিতে পারিলে

তিনি তাঁহার সভাস্থ কোশলেশ্বরের দূতকে সে-কথা জানাইলেই প্রতিকারের ব্যবস্থা হইত, সম্রাটের দূত অথবা সেনাবাহিনী অচিরে তাঁহার সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিত। এতদবস্থায় কাশীরাজ সুপর্ণ আশৈশব কলাচর্চা করিয়াই দিনযাপন করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে সুন্দরী এবং সুগায়িকা একটি করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া অন্তঃপুরের শোভা এবং নিজের রূপলিপ্সা ও গীতশুশ্রূষা চরিতার্থ করিয়াছেন। বয়স চত্বারিংশ অতিক্রম করিলেও তাঁহাকে বিগতযৌবন বলা চলিত না। অষ্টাদশী কালিন্দীর সহিত বয়সের ব্যবধান অবশ্য তাঁহার মনের অগোচর ছিল না, সে-জন্য তাঁহার কুণ্ঠারও অবধি ছিল না। তাহাকে সুখে রাখিবার জন্য তিনি সাধ্যমতো অর্থব্যয় করিতেন, তাহার সহিত গীতবাদ্যে মাতিয়া দিবারাত্রির অনেকাংশ অতিবাহিত করিতেন। তাহার বিভিন্ন ভঙ্গীর অনেকগুলি ছবি তিনি আঁকিয়াছিলেন, তাহাকে লইয়া বরুণার পরপারে উদ্যান-বিহারও প্রায় তাঁহার নিত্যকর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুপর্ণ নিজে আশৈশব সাধনা করিয়া প্রৌঢ় বয়সে যে চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে মাত্র চত্বারিংশটিতে অল্প-বিস্তর দক্ষতালাভ করিয়াছিলেন—কালিন্দী যৌবনের প্রারম্ভেই কিরূপে তাহার প্রায় সমস্তগুলিতে নৈপুণ্যলাভ করিল তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেন না। প্রধানা রাজমহিষী অবন্তীরাজকুমারী মহাদেবীর বাক্‌-বৈভব অধিক ছিল, তাঁহার সহিত কাব্য আলোচনা করিয়া বা কথা কহিয়া সুখ ছিল, কালিন্দীর সেরূপ বৈদগ্ধ্য নাই—সে-কথা মানিতেই হইবে। কিন্তু তাহার সহিত কথা কহিবার তো বেশী প্রয়োজন হয় না; শুধু চাহিয়া থাকিলেই দিন কাটিয়া যায়। মহাদেবী তো তাহার মতো রূপের তরঙ্গ তুলিয়া হাস্যে লাস্যে এমন করিয়া স্বর্গ-মর্ত্য ভুলাইয়া দিতে পারিতেন না! মধ্যমা মহিষী সুপ্রিয়া সৌবীররাজদুহিতা। তাঁহার কণ্ঠস্বর কালিন্দীর চেয়ে মধুর, একসময় কাশীরাজ দিবারাত্র তাঁহার মুখনিঃসৃত সঙ্গীত-সুধা পান করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিতেন; এখন বুঝিতে পারেন, কালিন্দীর মতো উচ্চাঙ্গের তালমানের জ্ঞান তাঁহার ছিল না। তৃতীয়া মহিষী শাশ্বতী দেবী অঙ্গরাজের অঙ্গজা। তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীলা ও ভক্তিমতী। দেখা হইলেই পুষ্প-চন্দন দিয়া স্বামীর চরণবন্দনা করিতেন, তাঁহার পাদোদক পান করিতেন, নিত্য-নূতন দেবমন্দিরের নির্মাল্য এবং সাধু-সন্ন্যাসীর আশীর্বাদী পুষ্প লইয়া স্বামীর বক্ষে এবং মস্তকে স্পর্শ করাইতেন। ব্রতে-উপবাসে অপরূপ রূপযৌবন ক্ষয় করিয়া, স্বামী কাছে আসিলেই বিবাহের দশ বৎসর পরেও সসংকোচে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া তিনি যে ক্রমেই স্বামীর অন্তর হইতে সরিয়া যাইতেছেন—তাহা বুঝিতেও পারিতেন না, ইদানীং স্বামীর অবহেলায় ব্যথিতা হইয়া অদৃষ্টকে দোষ

দিয়া গোপনে অশ্রুমোচন করিতেন। কাশীরাজ কর্তব্যের অনুরোধে এখনও ইঁহাদের সকলের কক্ষেই সপ্তাহে দুই-একবার যান, মাঝে মাঝে মন বিশেষ প্রফুল্ল থাকিলে চারজন রাজ্ঞীকে একরথে লইয়াও ভ্রমণে বাহির হন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের আকর্ষণ যে নবীনা রাজ্ঞীর প্রতি, তাহা অন্য সকলের বুঝিতে বাকী থাকে না। রাজার দ্বিতীয় বিবাহের সম্বন্ধে যখন প্রথম আলোচনা শুনা গিয়াছিল, তখন মহাদেবী তিনদিন নিজ কক্ষ হইতে বাহির হন নাই, তিনমাস স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, তৃতীয় বিবাহের সময় সপত্নীর সহিত মিলিত হইয়া সাধ্যমতো বাধা দিয়াছিলেন, উভয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি এবং বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সুপ্রিয়া তো পিতৃগৃহে চলিয়া যাইতে প্রস্তুতই হইয়াছিলেন। কিন্তু শাশ্বতী যখন স্বামীর ভাগ লইয়া কোনও বিবাদই করিলেন না, তাঁহার ইহকাল সপত্নীদের নিবেদন করিয়া পরকালের উন্নতির জন্য স্বামিসঙ্গ এড়াইয়াই চলিতে লাগিলেন, তখন মহাদেবী ও সুপ্রিয়াও ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। কালিন্দীর বিবাহের সময় তিন মহিষী মিলিয়া তাহাকে বরণ করিয়াছিলেন, ভগ্নীসম্বোধনপূর্বক আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, কিন্তু কালিন্দীরূপিণী মন্থরাকে তাঁহারা ভুলাইতে পারেন নাই। সে প্রথম হইতেই সপত্নীদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল, পতিগৃহে একেশ্বরী হইবার —সপত্নীদিগের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার সংকল্প লইয়াই সে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বামীকে করতলগত করিবার জন্য সুপরিচিত দুইটি সার্থক আদর্শ,—কৈকেয়ী এবং সীতা,—তাহার চক্ষুর সম্মুখে ছিল, সময় বুঝিয়া সে একটির বা অপরটির অনুসরণ করিত। রাজা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরামপ্রিয় হইয়াছিলেন, রাজকন্যা পত্নীরা যে শারীরিক সুখ তাঁহাকে সর্বদা দিতে পারিতেন না মন্থরা তাহা সহজেই দিতে পারিত। সে প্রতিদিন স্নানের পূর্বে দাসীর মতোই সুপর্ণের আপাদমস্তক তৈলমর্দন ও অঙ্গসংবাহন করিয়া দিত, প্রতিরাত্রে তাঁহার পদসেবা করিত, ললাটে করকমল সঞ্চালন করিয়া এবং ব্যজন করিয়া নিদ্রাকর্ষণে সহায়তা করিত, বিবিধপ্রকার অন্নব্যঞ্জন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া কাছে বসিয়া ভোজন করাইত। এই সমস্ত প্রিয়কার্য সাধনের দ্বারা একদিকে সে যেমন রাজার হৃদয়মন জয় করিতেছিল, অপরদিকে তেমনি সুযোগ পাইলেই কথাচ্ছলে সপত্নীদিগের সামান্যতম দোষত্রুটিও তাঁহার কর্ণগোচর করাইয়া দিনে দিনে তাঁহাকে তাঁহাদের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিতেছিল। সুপর্ণ দাসদাসীর সেবায় অভ্যস্ত হইলেও মনের মধ্যে তাঁহার একটা অভাববোধ রহিয়া গিয়াছিল,

তাঁহার রাজদুহিতা পত্নীরা সে অভাব পূর্ণ করা তো দূরের কথা, বুঝিতেই পারেন নাই। কালিন্দীর দ্বারা এতদিনে সে অভাব পূর্ণ হওয়ায় রাজার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। কালিন্দীর পরশ্রীকাতরতা এবং তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধি মাঝে মাঝে তাঁহাকে আঘাত করিত। গৌড়দেশীয় শুক্তুনি এবং শুঁটকি-মৎস্য, কেকয়দেশীয় পিণ্ডখর্জুর ও বিদেহদেশীয় রসালফলের রসনাতৃপ্তিকর যত গুণই থাকুক, তাহাদের আলোচনায় সুপর্ণ তেমন রস পাইতেন না, অপরদিকে নবীনা রাজ্ঞীর সেই সবই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। অবশ্য জম্বুদ্বীপের কোন্ অঞ্চলের ক্ষৌমবস্ত্র এবং কার্পাসবস্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ এ-সমস্ত তথ্যও ছিল তাঁহার কণ্ঠস্থ। রানীর মানসিক দৈন্যের পরিচয় এক-এক সময়ে রাজার বিরক্তি উৎপাদন করিত, তথাপি তিনি রূপমোহে পরক্ষণেই সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার ধর্মবুদ্ধি একেবারে লুপ্ত হয় নাই, সে জন্য কর্মচারীদিগের বেতনহ্রাস এবং প্রজাদের করবৃদ্ধি করিবার জন্য সময় চাহিয়াছিলেন, উচ্ছিখের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া ঐ সমস্ত চিন্তা তিনি আপাততঃ মন হইতে বিসর্জন দিলেন।

সেদিন চৈত্রের অমাবস্যা, সুপর্ণের জন্মতিথি। ঊষাকালে কাশীরাজ সপরিবারে গঙ্গাস্নান এবং সপারিষদ্ শোভাযাত্রা করিয়া বিশ্বনাথমন্দিরে প্রণাম-নিবেদনপূর্বক বাতায়ন হইতে প্রজাসাধারণকে দর্শন দিলেন। রাজপ্রাসাদে সারাদিন গীতবাদ্য এবং পানাহার ও উৎসব চলিল, সহস্র সহস্র সাধুসন্ন্যাসী এবং দরিদ্র ব্যক্তি আহারান্তে কম্বল, বস্ত্র এবং রৌপ্যমুদ্রা লইয়া রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া গেল। কাশীরাজ দিবসের তিনপ্রহর অন্য তিন রাজ্ঞীর কক্ষে কাটাইয়া সন্ধ্যার অনতিকালপূর্বে কালিন্দীর কক্ষে আসিতেছিলেন, পথে মহাদেবীর সঙ্গে দেখা। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রতিবৎসর জন্মদিনে আমাদের লইয়া নৌকাবিহারে যান, আজ কি সুবিধা হইবে না ?"

কাশীরাজ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বটে, স্মরণ ছিল না। তোমরা তিনজনে সখীদের লইয়া প্রস্তুত হও, আমি নূতন রাজ্ঞীকে লইয়া অবিলম্বে আসিতেছি। বেত্রবতীকে দিয়া সংবাদ পাঠাও, প্রমোদতরণী যেন প্রস্তুত থাকে।"

মন্থরার মনটা ভালো ছিল না। প্রথমতঃ, সারাদিন নানা উদ্যোগ-আয়োজনে তাহাকেও অংশ লইতে হইয়াছে, সেজন্য শরীরটা ক্লান্ত ; দ্বিতীয়তঃ, সারাদিন যে অর্থের অপচয় সে দেখিয়াছে, তাহা সহ্য করা কঠিন, সেই অর্থে তাহার জন্য স্বর্ণ-পর্যঙ্ক বা মর্মরগৃহ নির্মাণ করিলে তাহার মতে সদ্ব্যয় হইত ; কিন্তু রাজা মুখে

তাহার আনুগত্য স্বীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত নিজের মতেই চলিতেছেন ; তৃতীয়তঃ, প্রধানামহিষী মহাদেবীর পুত্র ঋতুপর্ণ প্রায় তাহারই সমবয়স্ক অর্থাৎ অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ ; তাহাকে দেখিলে মন্থরার মনটা আজকাল চঞ্চল হয় ; সে কিন্তু ফিরিয়াও চাহে না ; বিমাতার পদ্মপলাশলোচনের ভ্রূবিলাস উপেক্ষা করিয়া সে রাজ্যের পুঁথিপত্র লইয়া বসিয়া থাকে। কিছুক্ষণ পূর্বে মন্থরা তাহাকে উৎসব-উপলক্ষে, রাজার সহিত নিজগৃহে নৈশভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিল, সে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, অদ্য তাহার নিজ মাতৃগৃহে না যাইলেই নহে। চতুর্থতঃ, উচ্ছিখকে সে যে-ভার দিয়াছে তাহার কতদূর কি হইল এখনও বুঝা যাইতেছে না। যদি আততায়ীরা রাজাকে হত্যা করে তাহা হইলেও বিপদ, যদি তাহারা আক্রমণ করিবার পূর্বে বা পরে ধৃত হইয়া প্রাণভয়ে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তো মন্থরার জীবন বিপন্ন হইবে। নৌকা-বিহারের কথা রাজার স্মরণ না থাকিলেও মন্থরার স্মরণ ছিল, সে সপত্নী শাশ্বতীর মুখে সপ্তাহকাল পূর্বে ঐ প্রথার কথা শুনিয়াছিল এবং তজ্জন্য প্রস্তুত ছিল। কাশীরাজ যখন তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, আজ সন্ধ্যায় তোমাদের সকলকে লইয়া আমার নৌকাবিহারে যাইবার কথা। প্রতিবৎসর এইদিনে আমি রাজ্ঞীদের সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে এইভাবে গঙ্গাবক্ষে আনন্দ করি, তুমি যদি অনুমতি দাও এবং সঙ্গিনী হও তবে সুখী হইব।"

মন্থরা হাসিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার সুখেই আমার সুখ। কিরূপ ছদ্মবেশ করিব বলুন, এখনই প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি। অন্ধকারে এবং ছদ্মবেশে আজ কিছুক্ষণ অন্তঃপুরিকারা স্বাধীনতা উপভোগ করিবেন আশা করি। আমি রক্তবসনা গোপালিকা সাজিব, অলঙ্কার খুলিয়া পুষ্পাভরণ পরিব। আপনি গোপালক সাজিলে কেমন হয়, মহারাজ ?"

রাজা সহাস্যে রাজ্ঞীর প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন, মন্থরা নিজে গোয়ালিনী সাজিয়া রাজাকে স্বহস্তে গোপালকের বেশে সাজাইয়া দিল, কণ্ঠে কৃষ্ণসূত্রে রৌপ্যপদক এবং বাহুতে রক্তসূত্রে রৌপ্যকবচ বাঁধিয়া দিল, তাহার পর হস্তে পাঁচনীর সহিত একটি বংশী তুলিয়া দিল। বলিল, "আজ প্রাণ ভরিয়া আপনার বেণুবাদন শুনিব। প্রাসাদকক্ষে আপনার বংশীর মহিমা সম্যক্ প্রকাশিত হয় না, উদার গঙ্গাবক্ষে আজ তাহার অবাধ মুক্তরূপের পরিচয় পাইব। আজ সমস্ত বারাণসীর পুরনারী কুলত্যাগিনী না হয়, সমস্ত পুরবাসী নদীতে ঝাঁপ দিয়া না পড়ে। এইরূপ কোনও দুর্দৈব ঘটিলে মহারাজ যেন আমাকে দায়ী করিবেন না।"

মন্থরার চাটুবাদে রাজা কেবল মৃদু হাসিলেন।

॥ ৮ ॥

সন্ধ্যার অন্ধকারে কাশীরাজ সুপর্ণ আদিকেশবের মন্দিরে প্রণাম করিয়া পাষাণসোপানশ্রেণী অতিক্রমপূর্বক অন্তঃপুরিকাদের সহিত নৌকারোহণ করিলেন। রাজ্য নিরুপদ্রব, প্রজাগণ রাজভক্ত। বারাণসীর গঙ্গায় কত প্রমোদতরণী তখন কতদিকে চলিয়াছে, তাহার মধ্যে বৈশিষ্ট্যহীন একটি কাষ্ঠময়ী নৌকায় পল্লীজনসুলভ বেশভূষায় সজ্জিত রাজপরিবারকে কাহারও লক্ষ করিবারই কথা নহে, সুতরাং বিপদের কোনও সম্ভাবনা সুপর্ণের কল্পনারও অগোচর ছিল। তরণী অগ্রসর হইয়া চলিল, মহিষীরা এবং তাঁহাদের সখীরা পর্যায়ক্রমে ক্ষেপণী চালনা করিতে লাগিলেন, কাশীরাজের বংশী সুললিত স্বরে বাজিতে লাগিল।

তখন নদীতীরস্থ প্রাসাদসমূহে কোথাও দীপ জ্বলিয়াছে, কোথাও জ্বলে নাই। সোপানশ্রেণীর ঊর্ধ্বে প্রশস্ত পাষাণময় চত্বরগুলিতে শত শত নরনারী উপবিষ্ট হইয়া কোথাও পুরাণকথা শুনিতেছে, কোথাও গীতবাদ্য করিতেছে। কোথাও সোপানশ্রেণীতে দাঁড়াইয়া স্নানার্থীরা গল্প করিতেছে বা স্তবপাঠ করিতেছে, কোথাও কেহ নীরবে ধ্যান করিতেছে। প্রতি ঘট্টে বহু পুণ্যার্থী গৃহস্থ ও সাধুসন্ন্যাসী সন্ধ্যাস্নান করিতেছেন। নৃপতির প্রমোদতরণী যেখানেই কোনও ঘট্টের সমীপস্থ হইতেছিল, সেখানেই পাঠ ভুলিয়া, ধ্যান ভুলিয়া, স্নান ভুলিয়া তীরস্থ এবং জলমধ্যস্থ নরনারী উৎকর্ণ হইয়া তরণীস্থ গুণিমুরলীনিঃসৃত বেণু-রব শুনিতেছিল। নৌকা ক্রমে মণিকর্ণিকার নিকট আসিলে দেখা গেল, গঙ্গাতীরে দুইটি চিতা জ্বলিতেছে, তাহাদের উজ্জ্বল আলোক গঙ্গাতরঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করিয়া তরল অনলবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মৃতব্যক্তি-দের আত্মীয়েরা সেই চিতাগ্নির চারিদিকে ছায়ামূর্তির মতো বসিয়াছিল। সেইদিকে চাহিয়া কাশীরাজ সহসা বিমনা হইয়া গেলেন, তাঁহার বংশী থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপণী-চালিকারাও ক্ষেপণী-ক্ষেপণে ক্ষান্তি দিলেন। আনন্দের মধ্যে যেন অকল্যাণের ছায়া পড়িল। সকলেই অন্যমনস্ক, সকলেরই মন সাময়িক বিষাদভারাতুর, এমন সময়ে সহসা কে যেন গঙ্গাজলের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া একটি দীর্ঘ রজ্জুপাশ নিক্ষেপ করিল। পরক্ষণেই নৌকার দুই-পার্শ্ব হইতে দুইজন ভীষণাকার সন্তরণকারী লম্ফ দিয়া তরণীমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তন্মধ্যে একজনের রজ্জুপাশ তৎপূর্বেই রাজার বক্ষঃস্থলের নিকট দুই-বাহুকে আবদ্ধ এবং অক্ষম করিয়া দিয়াছিল, সে এখন তাঁহার সর্বাঙ্গ দ্রুতহস্তে

সেই রজ্জু-দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিতে লাগিল, আর একজন কৌপীন-মাত্র-পরিহিত ঘোরাকৃতি আততায়ী উন্মুক্ত-তরবারি-হস্তে তাঁহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল। নিমেষ-মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিল। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রস্তর-মূর্তিবৎ বসিয়া রহিলেন, প্রধানা মহিষী এবং অন্য কয়েকজন ভীতিচকিতা হইয়া দুই-হস্তে মুখ ঢাকিলেন, সখীরা দুইজন এবং রাজমহিষী সুপ্রিয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ততক্ষণে কালিন্দী নিঃশব্দে অকুতোভয়ে দুইহস্তে দীর্ঘ ক্ষেপণীটি তুলিয়া আততায়ীদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষেপণীর প্রচণ্ড আঘাত মস্তকে পড়িতেই একজন আক্রমণকারী 'বাপ' বলিয়া ঘুরিয়া নদীজলে পড়িয়া গেল। ক্ষেপণীর দ্বিতীয় আঘাত অপর-ব্যক্তির বাহুতে লাগিতেই তাহার করধৃত তরবারি সশব্দে নৌকাবক্ষে পড়িয়া গেল, পৃষ্ঠদেশে আর একটি আঘাত সহ্য করিয়া সে 'ঝপাৎ' করিয়া জলে লম্ফপ্রদান করিল। নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ শুনিয়া তীর হইতে কয়েকজন স্নানার্থী দ্রুত সন্তরণ করিয়া আসিল. চারিদিকে আততায়ীদের সন্ধান করিল, কিন্তু কাহাকেও কোথাও পাওয়া গেল না। অন্ধকারের মধ্যে দুঃস্বপ্নের মতো আসিয়া কয়েক-নিমেষের মধ্যেই তাহারা আবার যেন অন্ধকারেই মিলাইয়া গেল। কাশীরাজও নিজ পরিচয় প্রকাশের ভয়ে তখন রাজপুরুষদের কাহাকেও ডাকিয়া সন্ধানকার্যে নিয়োগ করিতে পারিলেন না। নৌকা নীরবে ফিরিয়া চলিল। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মহাদেবী বহুদিনের বিদ্বেষ ভুলিয়া সাশ্রুনয়নে মন্থরার মুখচুম্বন করিলেন, সুপ্রিয়া এবং শাশ্বতী তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইলেন। রাজার সে-রাত্রিতে কালিন্দীর গৃহে থাকিবার কথা, তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, আজ তুমি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ। কী দিয়া তোমাকে পুরস্কৃত করিব বলো?"

মন্থরা বলিল, "মহারাজ, জীবিতেশ্বর, ও-কথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না। আপনি আমার জীবনের জীবন, আমার ইহ-পরলোকের আশ্রয়। আপনাকে অদ্য রক্ষা করিতে না পারিলে আমাকে কল্য কে রক্ষা করিত, মহারাজ? আপনার অন্যান্য মহিষীরা রাজকন্যা, তাঁহারা আপনার বিপদে নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন, আপনার আশ্রয়চ্যুতা হইলেও তাঁহাদের পিতৃগৃহে স্থানাভাব হইবে না। আমার মতো অনাথার তো আপনি ভিন্ন গতি নাই, তাই নিরুপায় হইয়া আমি অদ্য দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি। আমি কর্তব্য করিয়াছি, পুরস্কারের আশা রাখি না।"

সুপর্ণ বলিলেন, "আমি পুরুষ হইয়া পাশবদ্ধ পশুবৎ মৃত্যুবরণ করিতেছিলাম, তুমি নারী হইয়া অসীমসাহসে দুইজন ভীমকায় আততায়ীকে পরাজিত করিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছ। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে কিছু না দিতে পারিলে আমি শান্তি পাইব না। বর প্রার্থনা করো।"

মন্থরা কহিল, "তবে আমাকে চিন্তা করিতে সময় দিন। একমাস পরে আমার প্রার্থনা আপনাকে জানাইব।"

পূর্ববর্ণিত সাক্ষাতের এক-পক্ষকাল পরে উচ্ছিখের সহিত অমাত্য ভদ্রের যথানির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ হইল। উচ্ছিখ প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভু, আপনার নির্দেশমতো আপনার শিষ্যের সহায়তায় আমার পত্নী ও পুত্রকে বারাণসীতে আনাইয়াছি। পুত্র শীঘ্রই দেশে ফিরিবে, পত্নী আমার সহিত কাশীবাস করিবেন। দীর্ঘদিনের বিরহে এবং অর্থসাচ্ছল্যে তাঁহার স্বভাবের পরিবর্তন হইয়াছে, তিনি মধুরভাষিণী হইয়াছেন। ইহার সমস্তই আপনার আশীর্বাদ। সে-দিন রাজাকে আক্রমণ করার পুরস্কারস্বরূপ তৃষ্ণা আমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছে। অমাত্যপদপ্রাপ্তির পর অর্থচিন্তা ঘুচিয়াছে। এখন কী কর্তব্য? আদেশ করুন।"

ভদ্র বলিলেন, "আমিও তোমার কল্যাণকামনায় হোম এবং মন্ত্রপাঠ করিতেছি, দেবতারা প্রসন্ন হইয়াছেন মনে হইতেছে। ওদিকে মহারাজ্ঞী কালিন্দী কাশীরাজের জীবনরক্ষা করিয়া একটি বর পাইবেন, আর একটি বরের তাঁহার প্রয়োজন, সে-জন্য আবার তোমার সাহায্য প্রয়োজন হইবে। রাজার অন্নে বিষ মিশাইতে হইলে তুমি বিষ সংগ্রহ করিয়া দিবে, রাজার জীবনরক্ষা করিয়া কালিন্দী আর একটি বর লাভ করিবেন। ভয় নাই, এবারেও তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিবে।"

কয়েকদিনের মধ্যেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল। মন্থরার পত্র পাইয়া উচ্ছিখ বিষ ক্রয় করিয়া পাঠাইল। পট্টমহিষীর প্রাসাদে ভোজনে বসিয়া কাশীরাজ যথারীতি পালিতা বিড়ালীকে একমুষ্টি অন্ন দিলেন, বিড়ালী অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিল, তারপর রাজার আসনের কাছেই পড়িয়া মরিয়া গেল। কিছুদিন হইতে মন্থরা মহারাজকে রাজনীতি শিখাইতেছিল! বহুপত্নীক রাজগণের পক্ষে পত্নীদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে—এ-কথা বুঝাইয়াছিল। নিজের কক্ষে কাশীরাজকে আহার্য দিবার সময়েও সে একটি বিড়ালীকে প্রথমতঃ সেই অন্ন খাওয়াইত। সেই নিয়মানুযায়ী রাজা

আজকাল সর্বত্রই সেই বিড়ালীর দ্বারা পরীক্ষা না করাইয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন না। আজ পট্টমহিষীর পাকশালায় সূপকার যখন রন্ধন করিতেছিল সেই সময় মন্থরার পরিচারিকা সুদতী যথারীতি তাহার সহিত কিছুক্ষণ হাস্যপরিহাস করিয়া গিয়াছিল, পাচক ব্যঞ্জনের বাটি সাজাইবার সময় তাহার অন্নপাত্রে সে যে কখন বিষ মিশাইয়াছিল তাহা হতভাগ্য জানিতে পারে নাই। বিষভক্ষণে বিড়ালী প্রাণত্যাগ করিলে রাজা আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, রোষকষায়িত লোচনে সম্মুখে দণ্ডায়মান পাচকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, আমাকে হত্যা করিবার জন্য তুমি কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছ? কালসর্পের বিবরে হস্ত প্রবিষ্ট করাইবার দুর্মতি তোমার কেন হইল?"

পাচক কম্পান্বিত-কলেবরে ভীতি-গদগদ কণ্ঠে বলিল, "মহারাজ, সত্য বলিতেছি, আমি কিছুই জানি না।"

রাজাজ্ঞায় প্রহরী আসিয়া পাচককে বাঁধিয়া লইয়া গেল। পট্টমহিষী এতক্ষণ ব্যজনীহস্তে পাষাণপ্রতিমার মতো বসিয়াছিলেন, তিনি কাঁদিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না। আমার কোনও মহাশত্রু আজ আপনার এবং আমার সর্বনাশ সাধনের জন্য এই ষড়যন্ত্র করিয়াছে। আমি যদি সতী নারী হই, তবে সে ইহার প্রতিফল পাইবে।"

কাশীরাজ ব্যঙ্গহাস্য করিয়া বলিলেন, "মহিষী, সতীত্বের আস্ফালন এখন বৃথা। তুমি যে রাজমাতা হইবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব হইয়াছ, তাহা জানিতাম না। সেদিন নৌকাবক্ষে যে আততায়ীরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা কি তোমারই অনুচর? যাহা হউক, তোমার সহিত দীর্ঘকালের সম্বন্ধ, তোমাকে সামান্যা নারীর মতো প্রাণদণ্ড আমি দিব না। তুমি এই গৃহেই থাকিতে পারো, ইচ্ছা করিলে পিতৃগৃহেও যাইতে পারো। আমি অতঃপর আর তোমার মুখদর্শন করিব না।"

রাজা সবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে গিয়া থামিয়া গেলেন। কালিন্দী আলুলায়িতকেশে ছুটিয়া আসিতেছিল, সে কাতরকণ্ঠে বলিল, "মহারাজ, এ কি শুনিতেছি? আপনার জীবন নাশ করিবার ষড়যন্ত্র রাজান্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। ভগবান্‌ বিশ্বনাথের কৃপায় আজ আপনার জীবন—"

রাজা কালিন্দীর কম্পিত দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, আজও তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। তোমার পরামর্শানুযায়ী বিড়ালীকে

প্রথমে খাইতে দিয়াছিলাম বলিয়াই জানিতে পারিলাম—আমার অন্ন বিষ-মিশ্রিত। তোমার ঋণ কি করিয়া শোধ করিব জানি না।"

মন্থরা রাজার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে পট্টমহিষীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "মহারাজ, আপনি আর-একদিন আমাকে একটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি লইতে চাহি নাই। আজ আবার আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, বর দিতে চাহিতেছেন। যদি আপনার, আমার এবং রাজ্যের কল্যাণার্থ আমি আপনার কাছে কোনও বর প্রার্থনা করি—তবে তাহা পাইব তো? যদি দুইটি বরই চাই?"

কাশীরাজ বোধহয় তাহার দৃষ্টিতে সপত্নীবিদ্বেষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন, হয়তো কৈকেয়ীর কথা মনে পড়িয়াছিল, সেজন্য মুখভাব এবং কণ্ঠস্বর অপরিবর্তিত রাখিয়াই বলিলেন, "এ-কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, মহারানী? স্ত্রীহত্যা এবং ব্রহ্মহত্যার অনুরোধ ভিন্ন তোমার সমস্ত অনুরোধ আমি রক্ষা করিব। বলো, কি চাও?"

রাজার বচনবিন্যাসে সতর্কতা মন্থরার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু তাঁহার সাধ্য কি প্রপিতামহীর বয়সী পত্নীকে চাতুর্যে পরাস্ত করেন? মন্থরা যুগপৎ স্বামীকে এবং পট্টমহাদেবীকে বিস্মিত করিয়া করপুটে বলিল, "আমি চাই, এক-বরে আমার যাবজ্জীবন নির্বাসন, অন্য-বরে কুমার ঋতুপর্ণের যৌবরাজ্যে অভিষেক।"

সুপর্ণ কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজ্ঞীর মুখকমল নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর বলিলেন, "সহসা এ বাসনা তোমার মনে কেন উদয় হইল জানিতে পারি কি?"

মন্থরা কহিল, "মহারাজ, সিংহাসন অতি সাংঘাতিক বস্তু। উহার লোভে পুত্র পিতৃহত্যা করে, পত্নী স্বামীহত্যা করে। আপনার উপর পূর্বে তো এত ঘন ঘন আক্রমণ হইত না। অভাগিনী আমি আপনার সংসারে আসিবার পর হইতে, পাছে আমার সন্তান ভবিষ্যতে অন্য কাহারও সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া সিংহাসনে বসিতে চায়, তাহার পথ বন্ধ করিবার জন্যই এই সব ষড়যন্ত্র এবং উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে! আপনি নিমিত্তমাত্র, আপনার অবর্তমানে একটা সহায়সম্বলহীনা বিধবাকে অবলীলাক্রমে পিষিয়া মারিবার জন্যই আপনার মৃত্যু কয়েকজনের প্রয়োজন। রাজকুমার ঋতুপর্ণের জন্যই যখন আপনার প্রাণহানির চেষ্টা চলিতেছে, তখন তাঁহাকে সিংহাসন দান করিলে আপনার সহিত তাঁহার আর স্বার্থের সংঘাত বাধিবে না, পুত্রের দ্বারা পিতৃহত্যা ঘটিবে না। এ-দিকে আমি

আপনাদের রাজপুরী হইতে বিদায় লইলে আমিও কিছুদিন প্রাণে বাঁচিতে পারি; শত্রুপুরীতে বাস, কখন কি ঘটে বলা যায় না। আপনার এবং নিজের জীবন-রক্ষার এবং আপনার সংসারের কল্যাণের জন্যই আমি ঐ দুইটি বর চাহিয়াছি। উহাতে বিরোধবিদ্বেষের মূলোৎপাটন হইবে।"

সুপর্ণ বলিলেন, "তুমি মহীয়সী, তোমার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ, কিন্তু আমার পক্ষে কাজটা রাজোচিত বা ক্ষত্রিয়োচিত হইবে না। অন্যায়কারীদের নিকট আত্মসমর্পণ ভীরুতার নামান্তর। বিরোধের মূলোৎপাটন এ-ভাবে হয় না। আমি ভাবিয়াছিলাম, অদ্যকার অপরাধও উপেক্ষা করিব, কারণ, স্ত্রীপুত্র আমার মৃত্যু কামনা করে এ-কথা আমার কর্মচারীদের বা প্রজাদের কাছে প্রকাশ করা আমার পক্ষে লজ্জার কথা। কিন্তু দেখিতেছি, পাপ ক্রমেই প্রশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, আমি আর শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে ক্ষমা করিব না। প্রতিহারী, এখনই কুমার ঋতুপর্ণকে সংবাদ দাও, আমি তাঁহার দর্শনপ্রার্থী। না, থাক, সেই সুন্দর মুখ চক্ষে দেখিলে আবার হয়তো কর্তব্য বিস্মৃত হইব। আমার লেখনী ভূর্জপত্র এবং লাঞ্ছনমুদ্রা আনয়ন কর।" প্রতিহারী আদেশ পালন করিলে কাশীরাজ দ্রুতহস্তে একখানি আজ্ঞাপত্র লিখিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। বলিলেন, "এই পত্রখানি প্রাসাদরক্ষীদের প্রধানকে দাও। আমার আদেশ যেন অবিলম্বে পালিত হয়।" প্রতিহারী "যে আজ্ঞা, মহারাজ" বলিয়া বিদায় লইল।

মন্থরা করজোড়ে প্রশ্ন করিল, "মহারাজ কী লিখিলেন জানিতে পারি কি ?" কাশীরাজ বলিলেন, "অন্তঃপুররক্ষীরা অন্তঃপুরে এবং নগরপাল বাহিরে অপরাধীদের সন্ধান করিবে, তাহাদের অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবে। সপ্তাহকালের মধ্যে আমি বিচারসভা করিয়া দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিব। অপরাধী আমার যত আপনজন এবং প্রিয়পাত্রই হউক—অব্যাহতি পাইবে না। প্রয়োজন হইলে অন্তঃপুরিকাদের সমস্ত পেটিকা এবং মঞ্জুষা খুলিয়া দেখিবে, দাসদাসীদের প্রহার এবং নির্যাতন করিয়াও গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিবে, সেই অধিকার আমি তাহাদের দিলাম। যতদিন আমার বিচার শেষ না হয়, ততদিন কুমার ঋতুপর্ণকে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দিলাম।" তাঁহার শেষ কথাটি শুনিবামাত্র মহাদেবী, "মহারাজ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া গৃহকুট্টিমে লুটাইয়া পড়িলেন। মুহূর্তের জন্য কাশীরাজ বিচলিত হইলেন, তাঁহাকে ভূমিশয্যা হইতে উঠাইবার জন্য দুইপদ অগ্রসরও হইলেন, তারপর আত্মসংবরণ করিয়া দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "নিপুণিকা, তোমার কর্ত্রী বোধ হয় অজ্ঞান হইয়া

গিয়াছেন, ইঁহার পরিচর্যা কর। মহারানী, চলো আমরা অন্যত্র যাই। আমার মন বড়ো দুর্বল।”

মন্থরা ততক্ষণে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া নিপুণিকার পার্শ্বে গিয়া বসিয়াছে। মহাদেবীর কেশে এবং মুখমণ্ডলে জলসেচন এবং ব্যজন করিতে করিতে বলিল, "আমার তো এখন যাইবার উপায় নাই। কিন্তু মহারাজ, সহসা সন্দেহবশে এতটা কঠোরতা অবলম্বন না করিলেই ভালো হইত না? কয়েক-জন অপরাধীর জন্য বহু নিরপরাধের উপর হয়-তো নির্যাতন হইবে। আমার দাসী সুদতী চির-দিন স্নেহে এবং সম্মানে অভ্যস্তা, এমন হইবে জানিলে আমি তাহাকে বিবাহের পর রাজপুরীতে আনিতাম না।”

সুপর্ণ বলিলেন, “তুমি এবং তোমার দাসী সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তোমাদের উপর যাহাতে কেহ কোনও অত্যাচার না করে--সে-জন্য আমি বিশেষ-ভাবে বলিয়া দিব। আমার চরেরা এখন রাজবৈদ্য সন্দীপনের সাহায্যে খাদ্যে মিশ্রিত বিষের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া নগরে কোন্ বৈদ্য উহা কয়েকদিনের মধ্যে কাহাকে বিক্রয় করিয়াছে তাহা বাহির করিবে। রাজপ্রাসাদের কোনও দাস বা দাসীর সাহায্যে নিশ্চয় উহা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সন্ধান পাইলেই প্রকৃত অপরাধী ধৃত হইবে। নির্যাতন ও প্রলোভনের সাহায্যে তাহাদের নিকট সত্য উদ্ধার করিতে বিলম্ব হইবে না।”

মন্থরা বলিল, “আমার প্রার্থিত বর তাহা হইলে দিবেন না? মহারাজ সত্যভ্রষ্ট হইবেন?”

সুপর্ণ বলিলেন, “প্রথমে অপরাধীদের বিচার হইবে, তাহার পরেও যদি তোমার মত অপরিবর্তিত থাকে,—তাহা হইলে তখন তোমার প্রার্থনা বিবেচনা করিব। প্রয়োজন হইলে দুইজনে একত্রেই নির্বাসনে যাইব।”

শেষ কথাটায় লঘু পরিহাসের আভাস পাইয়া মন্থরা বলিল, “মহারাজ, আপনার হৃদয় কঠিন, রাজকার্যে আপনার কোমলতা দুর্বলতার স্থান নাই জানি, কিন্তু আমি নারী, শত্রুর প্রতিও নির্যাতন আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি কয়েকদিন স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি পাইব কি? আমার পিতৃবন্ধু নগরেই আছেন। আমি তাঁহার গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করিলে কি আপনার সম্মান-হানি হইবে?”

কাশীরাজ বলিলেন, “রাজমহিষীদের সাধারণতঃ আত্মীয়গৃহবাসের প্রথা নাই। তবে আমি আজ তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না। সপ্তাহকালের জন্য

তুমি অমাত্য বজ্রদন্তের গৃহে থাকিতে পারো। কবে যাইতে চাও বলো, আমি, নিজে রথে করিয়া তোমাকে রাখিয়া আসিব এবং ফিরাইয়া আনিব।"

মন্থরা কহিল, "মহারাজের অসুবিধা না হইলে আজ অপরাহ্নেই আমাকে লইয়া গেলে সুখী হইতাম। এ পুরীর চারিদিকে যেন অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়াছে, কখন কি হয় বলা যায় না। আপনিও কিছুদিনের জন্য আমার সঙ্গে চলুন না, মহারাজ? আপনাকে এই শত্রুপুরীতে রাখিয়া আমি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?"

কাশীরাজ হাসিয়া বলিলেন, "মুগ্ধে, আমি গেলে এখানে সমস্ত কার্যে অব্যবস্থা ঘটিবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে, আমি সর্বদা সতর্ক থাকিব, বাহিরে গেলে দেহরক্ষক সঙ্গে লইব। মহাদেবীর জ্ঞান ফিরিতেছে মনে হয়, আমি উঁহার সহিত এখন বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমি নিজ বহিঃপ্রাসাদে চলিলাম। অপরাহ্নে রথ প্রস্তুত হইলে তুমি সংবাদ পাইবে।" মহাদেবী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্বেই কাশীরাজ দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মহাদেবী উঠিয়া বসিলেন, কয়েক পল নির্নিমেষনেত্রে মন্থরাকে লক্ষ করিলেন। তারপর বলিলেন, "আমার পরিচর্যা করিতেছিলি? সর্বনাশী, আমার পুত্র তোর কাছে কী অপরাধ করিয়াছে বল্? কেন তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছিস?" মন্থরা সস্নেহে তাঁহার সিক্ত কেশ ঝাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, "দিদি, আপনি গুরুতর মানসিক আঘাত পাইয়া অপ্রকৃতিস্থা হইয়াছেন, কী বলিতেছেন জানেন না, সে-জন্য আমিও মনে কোনও ক্ষোভ রাখিব না। আপনি সুস্থ হউন, আমি এখন আসি।"

মহাদেবী নিজের কেশ মন্থরার হস্ত হইতে সবেগে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন, বলিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিস না, রাক্ষসী। হাঁ রে, চন্দ্রসূর্য কি উঠিতেছে না? আমাদের নামে এত-বড়ো মিথ্যাপবাদ দিতে তোর পাপজিহ্বা খসিয়া গেল না? তুই মানবী, না ডাকিনী?" মন্থরা তাঁহাকে আর কোনও কথা না বলিয়া নিপুণিকাকে বলিল, "কিঞ্চিৎ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া এখন উঁহাকে পর্যঙ্কে শয়ন করাইয়া দাও। আমার উপর যে-কারণেই হউক, উনি যখন ক্রুদ্ধা হইয়াছেন তখন আর কাছে থাকিয়া লাভ নাই।" সে নিজের মুক্ত কেশরাশি আলোলকবরীবদ্ধ করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুহাস্যোদ্ভাসিত মুখে গজেন্দ্রগমনে প্রস্থান করিল।

। ৯ ।

দুঃসংবাদ বায়ুর অগ্রে ধাবিত হয়। অন্তঃপুরে রাজার প্রাণনাশের প্রচেষ্টা প্রমোদতরণীতে তাঁহার উপর আক্রমণের উপাখ্যানের সহিত মিলিত হইয়া, কয়েক দণ্ডের মধ্যেই বারাণসীর পথে-ঘাটে সাগ্রহে আলোচিত হইতে লাগিল। রাজবাড়ীর দাসী সুদতী, উচ্ছিখ এবং ভদ্র উভয়কেই গোপনে সমস্ত সংবাদ দিয়া গেল। মন্থরা যে সপ্তাহকালের জন্য উচ্ছিখের গৃহে বাস করিতে আসিতেছে, সে কথা শুনিয়া তাহার পত্নী শঙ্করী বিস্মিতা হইয়া কপোলে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "সে আবার কি? রাজার রূপসী রানীর সঙ্গে তোমার কিসের এত কুটুম্বিতা?" উচ্ছিখ বুঝাইল, "ধনিগৃহের অনাথা বালিকা, তীর্থভ্রমণের সময় তাহার পিতা আমার উপর তাহার ভার অর্পণ করিয়া সহসা পরলোকে গমন করিলে আমিই কাশীরাজের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছি। সে আমাকে পিতৃব্য সম্বোধন করে, তোমার কন্যার বয়সী, কোনও চিন্তার কারণ নাই। তবে একটা কথা, তোমাকে লইয়া একটু চিন্তার কারণ ঘটিতেছে। কালিন্দী আসিলেই রাজা ঘন ঘন এই গৃহে আসিবেন, তিনি জানেন আমি মৃতদার, সহসা আমার পত্নী আছেন শুনিলে হয়তো আমার উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইবেন। তোমাকে কিছুদিন অন্যত্র রাখিলে হয় না?"

পত্নী বলিলেন, "দ্যাখো, আমাকে আর জ্বালাইও না। আমাকে সরাইয়া দিয়া তুমি যুবতী রূপসী রানীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করিবে, তাহা কিছুতেই চলিবে না। ও-সব পিতৃব্য-পাতানোয় আমি বিশ্বাস করি না, রানী আসে তো সর্বদা আমার চোখে-চোখে থাকিবে। তুমি কেন প্রথমে রাজার কাছে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে? জলজ্যান্ত পত্নীকে পরলোকে পাঠাইয়া যেমন সাধু সাজিয়াছিলে, তেমনি এখন তাহার ফলভোগ করো।"

উচ্ছিখ বলিল, "ব্রাহ্মণী, রাজরোষে অমাত্যের বৃত্তিটি গেলে দুইজনেই বিপদে পড়িব, আর আমার জীবনটি গেলে তুমি মৎস্যমাংসভোজনে বঞ্চিতা হইবে। তদপেক্ষা এক কাজ করো। তুমি এখন অকালে বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছ, আমি তোমাকে স্বামীপরিত্যক্তা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিব। রানীকেও তুমি সেই কথা বলিয়ো।"

পত্নী বলিলেন, "হ্যাগা, এত-বড়ো মিথ্যা কথা কেমন করিয়া বলিব? স্বামী থাকিতে"—উচ্ছিখ বলিল, "আরে বুঝিতেছ না, আমার মতো স্বামী থাকাও যাহা—না থাকাও তাহাই। ভাবিয়াছিলাম পিতামহী বিলক্ষণ কিছু

সম্পত্তি দিয়া যাইবেন, ধুমধামে তীর্থভ্রমণে দানধ্যানে সমস্ত উড়াইয়া দিয়া মৃত্যুকালে মাত্র পাঁচ-শত স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া গেলেন। তাহাতে আর কয়দিন চলে? এখন তুমি দয়া করিয়া পরিচয় না দিলেই রক্ষা পাইব, নচেৎ ধনেপ্রাণে মরিব।" শেষ পর্যন্ত শঙ্করী সম্মতা হইলেন। রাজা যখন মন্থরাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন তখন তিনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া এক-কোণে দণ্ডায়মানা রহিলেন, উচ্ছিখ পরিচয় দিলে মন্থরা পদধূলি লইল, রাজা নমস্কার করিলেন। মুহূর্তকাল কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া রাজা বিদায় লইলে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

রানীর সম্মানে ব্রাহ্মণী সেদিন সপ্তব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন, কালিন্দী চাহিয়া চাহিয়া খাইলেন, শেষে বলিলেন, "পিসিমা, এমন সুস্বাদু ব্যঞ্জন জীবনে খাই নাই। এখন ইচ্ছা করিতেছে বাকী জীবনটা রাজবাটীতে না ফিরিয়া তোমার কাছেই কাটাইয়া দিই।" এই প্রস্তাবে যুগপৎ গর্বিতা ও ভীতা হইয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "অমন অলক্ষণে কথা বলিতে নাই। তোমার রাজা স্বামী তাহা হইলে আর আমাদের রক্ষা রাখিবেন না। চিন্তা কি, আমি মাঝে মাঝে তোমার পিতৃব্যের হস্তে তোমার জন্য দুই-চারিটি ব্যঞ্জন পাঠাইয়া দিব।" এইরূপে রন্ধনের সুখ্যাতি দ্বারা মন্থরা ব্রাহ্মণীর হৃদয় জয় করিল।

সুদতী সন্ধ্যাকালে পরদিনের রন্ধনের উপকরণ সংগ্রহ করিতে বাহিরে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া বলিল, "পণ্যবীথিকায় শুনিয়া আসিলাম, নগরপাল নাকি সেই বিষবিক্রেতা বৈদ্যকে আবিষ্কার ও বন্দী করিয়াছে। তাহার উপর নির্যাতন চলিতেছে, শীঘ্রই বোধ হয় সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।"

উচ্ছিখ এবং মন্থরা দুইজনেরই মুখ শুখাইল। উচ্ছিখ বলিল, "বিষবৈদ্যের নাম কি শুনিয়াছ?" সুদতী বলিল, "রেবন্ত। অসিসঙ্গমের দক্ষিণে বনাঞ্চলের মধ্যে সে নাকি বাস করে।" উচ্ছিখ উঠিয়া পড়িল, বলিল, "কালিন্দী, এ-বিপদে আমার গুরুদেবই ভরসা। আমি তাঁহার নিকট চলিলাম। দেখি তিনি কি বলেন।" উচ্ছিখ প্রস্থান করিলে সুদতী বলিল, "এইবার আমি মরিলাম। কুক্ষণে আপনার কাছে দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াছিলাম।" মন্থরা বলিল, "তোর কোনও ভয় নাই। আমি স্তম্ভন মারণ বশীকরণ সমস্ত বিদ্যা জানি। বহুদিন চর্চা নাই, তথাপি মন্ত্র মনে আছে। কাছাকাছি কোথায় শ্মশান আছে বলিতে পারিস?" সুদতী বলিল, "পার্শ্বেই তো হরিশ্চন্দ্র ঘাট। এমন নির্জন ভয়ঙ্কর শ্মশান কাশীতে আর নাই।" মন্থরা বলিল, "আমি তালিকা করিয়া দিতেছি, এই দ্রব্যগুলি তুই অবিলম্বে মূল্য দিয়া সংগ্রহ করিয়া আন্। তারপর

দুইজনে শ্মশানে যাইব। আমার মন্ত্রবলে রেবন্ত আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার পূর্বেই মূক জড়বুদ্ধি হইয়া যাইবে, সহস্র উৎপীড়ন করিলেও তাহার নিকট নগর-পাল কোনও কথা বাহির করিতে পারিবে না।" সুদতী বাহির হইয়া গেলে মন্থরা ব্রাহ্মণীকে গিয়া বলিল, "মাসের পর মাস পাষাণপুরীতে আবদ্ধা ছিলাম, আজ যখন মুক্তি পাইয়াছি তখন আমার দাসীকে লইয়া একটু ছদ্মবেশে বাহিরে ভ্রমণ করিয়া আসি।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "সত্যই তো, বাছা, বদ্ধা গাভী মুক্তি পাইলে আর কি গোশালে ফিরিতে চায়? কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, তুমি অল্পবয়স্কা বালিকা, যদি কোনও বিপদ্ ঘটে?"

মন্থরা বলিল, "আমরা কাছাকাছি থাকিব। আপনি চিন্তা করিবেন না।" সুদতী ফিরিলে দুইজনে শ্মশানে গেল। কিছুক্ষণ পরে যথারীতি পূজাদি করিয়া মন্থরা বগলামুখীর কৃপা প্রার্থনা করিল: ওঁ হ্ল্রীঁ বগলামুখী রেবন্তস্য বৈদ্যস্য বাচং মুখং স্তম্ভয়, জিহ্বাং কীলয় কীলয়, বুদ্ধিং নাশয়, ওঁ হ্ল্রীঁ স্বাহা। ওঁ হিলি হিলি চিলি চিলি স্ফুঃ, ব্রহ্মণে স্ফুঃ, সর্বেভ্যো দেবেভ্যো স্ফুঃ।"

নগরপাল সত্যই সে-পর্যন্ত বিষবিক্রেতার সন্ধান পায় নাই, সুদতী বিষবৈদ্যের নামধাম অমাত্য ভদ্রের নিকট শুনিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ভদ্রের চর সর্বদা উচ্ছিখের পশ্চাতে থাকিত, তাহারাই তাহাকে বিষ ক্রয় করিতে এবং সুদতীকে দিতে দেখিয়াছিল। সে ভদ্রের গৃহে পৌঁছিবামাত্র তিনি উচ্ছিখকে দ্বিতলে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, "রেবন্ত ধরা পরিয়াছে, তুমি বোধ হয় অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিতেছ?"

উচ্ছিখ করজোড়ে কহিল, "প্রভু, আপনার নির্দেশেই আমি এই দুষ্কার্যে যোগ দিয়াছিলাম, এখন আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি অবিলম্বে কালিন্দীকে সংবাদ দাও, নগরপাল রেবন্তকে রাজার সম্মুখে লইয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোনও শব্দ বাহির করিতে পারে নাই। সে জড়বুদ্ধি মূকবধিরবৎ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নগরপালের চর সন্ধান পাইয়াছে, এক দাসী বিষ লইয়া রাজ-বাটীতে গিয়াছিল। রাজবাটীর দাসীদের মধ্যে সুদতীর মতো অবাধভ্রমণের অধিকার কাহারও নাই, সুতরাং তাহার উপর সন্দেহ পড়িয়াছে, সে যেন অতঃপর সতর্ক থাকে। আর, রাজা তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে কল্য প্রাতে বিমর্ষ দেখিলে কথাচ্ছলে তাঁহার নিকট আমার প্রশংসা করিয়ো, বলিয়ো, আমি তাঁহার সংসারে শান্তি আনিতে পারি। আর কালিন্দীকে বলিয়ো, আগামীকল্য

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে সে যেন সাবধান থাকে, তাহার বধবন্ধনের আশঙ্কা আছে। তবে অত্যন্ত বিপদে পড়িলে সে আমার নিকট আশ্রয় পাইবে,—ইহাও জানাইয়া রাখিয়ো। কাশীরাজ যদি আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন, তবে কল্য রাত্রি-শেষে অর্থাৎ পরশ্বদিন উষাকালে লক্ষ্মীকুণ্ডের পশ্চিমস্থ এই দ্বিতলগৃহে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন।''

উচ্ছিখ বলিল, "কিন্তু মহারাজের নিকট যাইতে হইবে ভাবিলেই যে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। কি করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিব?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আবার বলিতেছি, তোমার কোনও ভয় নাই। আজ হইতে দুই-রাত্রির মধ্যে কালিন্দীর ছলনাজাল ছিন্ন হইবে, সে কাশী হইতে বিদায় লইবে। তারপর তুমি নির্বিঘ্নে সস্ত্রীক কাশীবাস করিতে পারিবে।" উচ্ছিখ প্রশ্ন করিল, ''প্রভু, আপনি তাহার প্রাণদণ্ড ঘটাইবেন না তো?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "ভয় নাই, তাহাকে সসম্মানে অন্য এক রাজগৃহে প্রেরণের ব্যবস্থা করিব।" উচ্ছিখ বলিল, "আপনার অসাধ্য কিছুই নাই।" সে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন উচ্ছিখ যথারীতি রাজসভায় গেল এবং সভাশেষে মহারাজের নিকট স্বীয় গুরুর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া ও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উপযুক্ত সময় জানাইয়া গৃহে ফিরিল। মন্থরা জিজ্ঞাসা করিল, "পিতৃব্য, রাজসভার নূতন সংবাদ কি?" উচ্ছিখ বলিল, "অদ্ভুত ব্যাপার। গতকল্য রেবন্ত ধরা পড়িয়া আর্তনাদ করিয়াছিল, প্রহার হইতে নিষ্কৃতির জন্য রাজার সম্মুখে সমস্ত কথা স্বীকার করিবে জানাইয়াছিল, আজ সে মূকবধিরবৎ আচরণ করিতেছে, সহসা তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। দারুণ আতঙ্কে অনেক সময়ে মানুষ এরূপ জড়বুদ্ধিবৎ হইয়া যায়।" মন্থরা নিজের মন্ত্রশক্তির প্রভাব দেখিয়া পুলকিতা হইল, চক্ষুর ইঙ্গিতে সুদতীকে জানাইল, "কেমন? দেখিলে তো?" সুদতীও মৃদু মৃদু শিরঃ-কম্পন করিয়া তাহার মন্ত্রশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইল। উচ্ছিখ তখন নিজ গুরুদেবের পরিচয় দিয়া, তাহার যে কোনও বিপদের ভয় নাই, সে-কথা জানাইল। সুদতীর প্রতি সন্দেহ পড়িয়াছে, সে-কথা এবং কালিন্দীর যে মধ্যরাত্রে বধবন্ধনের আশঙ্কা আছে তাহাও জানাইল। উহাদের যে একমাত্র সেই মহাপুরুষের আশ্রয় লওয়া ছাড়া গতি নাই—তাহাও জানাইতে ভুলিল না।

মন্থরা সেদিন সারাদিন সুদতীকে ঘরের বাহির হইতে দিল না। সন্ধ্যার পর দুইজনে পূর্বের মতো হরিশ্চন্দ্র ঘট্টের মহাশ্মশানে গেল। আজ তাহারা পিতৃস্বসাকে

বলিয়া আসিয়াছে, ফিরিতে অনেক রাত্রি হইবে, তিনি যেন অপেক্ষা না করিয়া খাইয়া শয়ন করেন। তাহারা একটা ঘরের তালক-কুঞ্চিকা নিজেদের কাছে রাখিয়াছে, রাত্রিতে যত বিলম্বই হউক, সেই ঘরে রক্ষিত অন্নব্যঞ্জন খাইয়া শুইতে পারিবে। মন্থরা স্থির করিয়াছিল, তাহাকে বধ বা বন্ধন করিবার পূর্বে নগর-পালকে যদি মন্ত্রবলে হত্যা করা যায়, তবে উপস্থিতের মতো তাহার নিজের বিপদ্ কাটিয়া যাইবে, নূতন লোক এ-কার্যের ভার লইবার পূর্বেই তাহারা কাশীর খেলা শেষ করিয়া অন্য কোনও দেশে সরিয়া পড়িতে পারিবে।

॥ ১০ ॥

মণিকর্ণিকায় কাশীরাজের প্রমোদতরণী আক্রান্ত হইবার পর একমাস গত হইয়া গিয়াছে, সেদিন অমাবস্যা। কাশীনগরের একান্তে পুণ্যশ্লোক মহারাজা হরিশ্চন্দ্র একদা যে শ্মশানে চণ্ডালভৃত্যরূপে শবদাহ করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন সেইখানে সে-রাত্রিতে একটিও চিতা জ্বলিতেছিল না। শব-সংকারের জন্য যে চণ্ডাল কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিত, সে সম্ভবতঃ অদূরে চণ্ডালপল্লীতে সুপ্তিমগ্ন ছিল। মন্থরা পূর্বদিনের সাফল্যে উৎসাহিতা হইয়া আজ শত্রুহননের জন্য আর্দ্রপটী বীজ জপ করিতে আসিয়াছিল। অন্ধকারে অনেক অস্থি ও করোটি পদে পদে তাহার যাত্রায় বাধা ঘটাইতেছিল, অর্ধদগ্ধ মনুষ্যদেহভোজনে নিরত দুইটা শৃগাল তাহাকে দেখিয়া বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল. সুদতী তো শ্মশানের ভিতর অধিকদূর প্রবেশই করে নাই. সে মন্থরার বস্ত্র-অলঙ্কারাদি লইয়া পূর্বদিনের মতো শ্মশানের প্রবেশপথেই দাঁড়াইয়া ছিল। মন্থরা ভূষণহীনা হইয়া একখানিমাত্র কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্বক নদীতে অবগাহন করিল। স্নানশেষে মুক্তকেশে আর্দ্র-বস্ত্রে ঊর্ধ্ববাহু অবস্থায় দক্ষিণমুখে দণ্ডায়মানা হইয়া সে মারণ-মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল. "ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্তবাসসে অপ্রতিহতপরাক্রমে, নগরপাল-শত্রু-বধায় বিচেতসে স্বাহা"—

অশুদ্ধ মন্ত্রের এরূপ আশ্চর্য প্রভাব ইতঃপূর্বে বা পরে বোধ-হয় আর কখনও দেখা যায় নাই। শুনা যায় বৃত্রাসুরের মারণযজ্ঞে পুরোহিত 'ইন্দ্রং শত্রুং জহান' না বলিয়া 'ইন্দ্রশত্রুং জহান' উচ্চারণ করায় ইন্দ্রশত্রু বৃত্র নিজেই নিহত হইয়াছিল, কিন্তু সে মন্ত্রোচ্চারণের অনেক পরে—মন্ত্র-শক্তির সহিত বজ্রশক্তির মিলন ঘটিবার পর। এ-ক্ষেত্রে অত বিলম্ব হইল না, মন্ত্রোচ্চারণ শেষ করিয়াই মন্থরা অনুভব করিল কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি নিঃশব্দচরণে তাহার সন্নিকটবর্তী হইয়াছে। কাশীর

নিস্তব্ধ গঙ্গাতীরে বহুদূর হইতে রাজপ্রাসাদের ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল, রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষিত হইল। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া মন্থরা শিহরিয়া উঠিল, ভীতিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তোমরা কে? কী চাও?"

গম্ভীর পুরুষকণ্ঠে উত্তর আসিল, "আমি কাশীর নগরপাল মহাবল। মহারাজ্ঞী, মহারাজ সুপর্ণ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। আমি শিবিকা আনিয়াছি। বাহকগণ, শিবিকা নামাও।"

সেইখানে সেই মুহূর্তে বজ্রপাত হইলে মন্থরা এত চমকিত হইত না। আতঙ্ক সীমা ছাড়াইলে মানুষ জ্ঞান হারায়, মন্থরাও জ্ঞান হারাইয়া সেই শ্মশানের কর্দমে পতিত হইতে যাইতেছিল, বাহকেরা তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া সযত্নে শিবিকা-মধ্যে শয়ন করাইয়া দিল। শিবিকা শ্মশানভূমি অতিক্রম করিয়া পঞ্চক্রোশী মহাপথে উঠিল এবং বরুণাসঙ্গমের নিকটবর্তী রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আন্দোলিত শিবিকা-মধ্যে মন্থরার সংজ্ঞা ফিরিল। প্রথমতঃ সে কেন কোথায় আসিয়াছে কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না, তাহার পর সিক্ত বস্ত্রের জন্য শৈত্য অনুভব করিতেই শ্মশানের এবং নগরপালের কথা মনে পড়িল। সে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল, এখন উপায় কি? এমন সময়ে সহসা শিবিকা থামিয়া গেল। মন্থরা শুনিতে পাইল, প্রহরী প্রশ্ন করিতেছে, "তোমরা কে? এত-রাত্রে কোথায় চলিয়াছ?" উত্তরে শিবিকার পুরোবর্তী নগরপালবেশী উষ্ণীষ-ধারী ব্যক্তি মৃদুস্বরে কহিল, "আমি শ্রেষ্ঠী রাজতিলক। আমার পত্নী সন্ধ্যাকালে গঙ্গাস্নানে গিয়া অসুস্থা হইয়া পড়ায় ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে।"

মন্থরা বুঝিল, সে নগরপালের বন্দিনী নহে, কোনও তস্করের দল তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে সাহস ফিরিল, সে শিবিকাভ্যন্তর হইতে চিৎকার করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা। প্রহরী, ইহারা আমার কেহ নহে। বলপূর্বক আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে জানি না, তুমি রক্ষা করো।" প্রহরী বিস্মিত হইল, আদেশ করিল, "শিবিকা নামাও। আমি দেখিব।"

সম্মুখবর্তী তথাকথিত নগরপাল বলিল, "প্রহরী, আমার পত্নী উন্মাদরোগ-গ্রস্তা, উহার কথা শুনিয়ো না। আমাদিগকে যাইতে দাও।" প্রহরী শিবিকার উপর দীর্ঘ যষ্টির আঘাত করিয়া বলিল, "শিবিকা নামাও। যদি সহজে আদেশ পালন না করো, তবে এই যষ্টি দেখিতেছ; প্রয়োজন হইলে কটিবদ্ধ কৃপাণও ব্যবহার করিতে বাধ্য হইব।"

শিবিকা নামিল। প্রহরী শিবিকাদ্বার ঈষৎ উন্মোচন করিয়া মশালালোকে দেখিল, এক সিক্তবসনা সুন্দরী শায়িতা। প্রহরীর মুখ দেখিয়া মন্থরা উঠিয়া বসিল, প্রহরী সম্পূর্ণরূপে দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলে সে বাহিরে আসিল, বলিল, "আমি দস্যুর হাতে পড়িয়াছিলাম, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। এখন দয়া করিয়া যদি আমাকে আমার গৃহের পথ দেখাইয়া দাও"—

প্রহরী বলিল, "এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন, এই কাপুরুষগুলাকে আগে বন্দী করি।" সে চারিদিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, শিবিকাবাহকদল বা তাহাদের পুরোবর্তী তথাকথিত নগরপালের কোনও চিহ্ন নাই। সে মশাল লইয়া কিছুক্ষণ নিকটবর্তী উপপথগুলিতেও ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কয়েকটি গৃহের গৃহস্থকে জাগ্রত করিয়া প্রশ্ন করিল, কোনও ফল হইল না। নিকটে-দূরে কোথাও দস্যুদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন প্রহরী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মাতঃ, আপনি কোথায় যাইবেন?" মন্থরার সেই সর্বশক্তিমান্ সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, তাঁহার নিকট আশ্রয় মিলিতে পারে। সে বলিল, "লক্ষ্মীকুণ্ডে কোন্ পথে যাইব বলিতে পারো?" প্রহরী বলিল, "লক্ষ্মীকুণ্ড তো অদূরে। এই পথ ধরিয়া এক পল চলিলেই আর একটি সঙ্কীর্ণ পথ দক্ষিণদিকে গিয়াছে দেখিতে পাইবেন। সেই পথে দশ বা দ্বাদশখানি গৃহ অতিক্রম করিলেই দক্ষিণে দেখিবেন একটি বিরাট্ বটবৃক্ষ, উহার বামে প্রস্তরসোপানাবদ্ধ ক্ষুদ্র কুণ্ডটিই লক্ষ্মীকুণ্ড। কিন্তু মা, অপনাকে কিছুক্ষণ যে অপেক্ষা করিতে হইবে। আমি নগরপালকে সংবাদ পাঠাইব। চৌরগণ পলায়ন করিয়াছে শুনিলে তিনি অবশ্য বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি জানিলে প্রসন্নও হইবেন। কাশীতে দিন দিন তস্করদের স্পর্ধা বাড়িতেছে। রাজা রাজকার্যে পূর্বের মতো মনোযোগ দেন না, নগরপালও দুইদিন হইল কয়েকজন আততায়ীর সন্ধানে নগরীর অধিকাংশ প্রহরী ও গুপ্তচরকে নিয়োজিত করিয়াছেন। আজ কাছাকাছি অন্য প্রহরী কেহ ছিল না বলিয়াই পাপিষ্ঠেরা পলাইতে পারিল।"

মন্থরা নগরপালের নামে ভয় পাইল। কে জানে, নগরপালের গুপ্তচরেরাই হয়-তো তাহাকে লইয়া যাইতেছিল, নচেৎ তাহার সন্ধান দুর্বৃত্তেরা পাইবে কোথায়? এই হতভাগ্য হয়তো না জানিয়া বাধা দিয়াছে। সে বলিল, "সত্যই তোমার কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু আমাকে নগরপালের নিকট লইয়া গিয়া কেন অপদস্থ করিবে? আমি ধনিগৃহের গৃহিণী, আমাকে তস্করে স্পর্শ করিয়াছে শুনিলে হয়-তো আমার স্বামী আমাকে গৃহে লইবেন না, গৃহে লইলে হয়-তো

তাঁহার আত্মীয়বন্ধুগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবে। কেন আমাকে বিপদে ফেলিবে? তুমি আমার ধর্মভ্রাতা, প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এইবার মানরক্ষা করো। আমাকে যাইতে দাও।"

প্রহরী তখনও দ্বিধা করিতেছিল। বলিল, "পুরস্কারের লোভ করি না, কিন্তু আমার কর্তব্য?" মন্থরার সহসা মনে পড়িল, সর্বাঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিলেও তাহার কর্ণের মণিময় কুণ্ডলদ্বয় খুলিতে ভুল হইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ দুই কর্ণ হইতে দুইটি কুণ্ডল খুলিয়া প্রহরীর হস্তে দিয়া বলিল, "তোমার কর্তব্য এখন আমার মানরক্ষা করা। এই কুণ্ডল দুইটি আমার ভ্রাতৃজায়াকে ভগ্নীর আশীর্বাদ বলিয়া দিয়ো।"

প্রহরী আর দ্বিধা করিল না। তাহাকে ছাড়িয়া তো দিলই, কর্তব্যের ত্রুটি করিয়া তাহাকে মশাল ধরিয়া পথ দেখাইয়া লক্ষ্মীকুণ্ডের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। কুণ্ডের পশ্চিমকোণে একটি দ্বিতল পাষাণগৃহে দীপালোক লক্ষিত হইল, নিম্নতলের একটি কক্ষে কাহারা মৃদুস্বরে কথা বলিতেছিল। প্রহরীকে বিদায় দিয়া মন্থরা সেই গৃহের দ্বারে গিয়া করাঘাত করিল।

॥ ১১ ॥

বারাণসীর লক্ষ্মীকুণ্ডের সোপানশ্রেণীর ঊর্ধ্বে তাঁহার বর্তমান আবাসবাটীর দ্বিতলে জটাজুটমণ্ডিত ভদ্র ব্যাঘ্রচর্মাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র, শ্মশ্রু আনাভিলম্বিত, ঊর্ধ্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, রুদ্রাক্ষত্রিপুণ্ড্রকাদি-মণ্ডিত হইয়া তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন। সম্মুখে আস্তৃত বালুকা-নির্মিত চতুষ্কোণ বেদীর উপর নির্বাণোন্মুখ যজ্ঞাগ্নি ধূম উদ্গিরণ করিতেছিল। স্তিমিত দীপালোকে অদূরে দুই-জন শিষ্য যুক্তকরে উপবিষ্ট ছিলেন। দ্বারী সুবাহুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি কৃষ্ণ-বস্ত্রাবৃতা অবগুণ্ঠনবতী নারী কক্ষে প্রবেশ করিতেই তাঁহার পদশব্দে কক্ষের নৈঃশব্দ ব্যাহত হইল, সন্ন্যাসী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তাঁহার চক্ষুর ইঙ্গিতমাত্রে অন্য ভক্তদ্বয় সসম্ভ্রমে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন, সুবাহুও কক্ষ ত্যাগ করিল। সন্ন্যাসী মন্থরার ভয়ার্ত মুখের দিকে নিমেষমাত্র চাহিয়া বলিলেন, "অনেকক্ষণ সিক্তবস্ত্রে আছ, এই কক্ষের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তোমার জন্য শুষ্ক বস্ত্র, কঞ্চুলিকা এবং অঙ্গমার্জনী রক্ষিত আছে, বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আইস।" মন্থরা নিঃশব্দে দূর হইতে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে গেল। তাহার আগমনসংবাদ যেন সন্ন্যাসী পূর্বেই জানিতেন; সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র, অন্তর্বাস,

মহার্ঘ কঞ্চুলিকা, গাত্রমার্জনী, কঙ্কতিকা—কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু কেশ মুছিয়া আঁচড়াইয়া শুষ্ক শুভ্র বসন পরিয়া সে সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিতেই তিনি বলিলেন, "সারাদিন উপবাস গিয়াছে, ঐ কোণে কিছু আহার্য আছে, খাইয়া লও।" মন্থরা বলিল, "প্রভু, আমি অত্যন্ত বিপন্না হইয়া প্রাণরক্ষার্থ আপনার শরণ লইতে আসিয়াছি। এখন আহারের কথা চিন্তা করিতে পারিতেছি না। আপনি দয়া করিয়া"—

সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিলেন, "নিরাপদ আশ্রয় আমি তোমার জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছি। সে-জন্য রাত্রি প্রভাত হইলেই তোমাকে বহুদূরে যাইতে হইবে। তৎপূর্বে সাধ্যমতো শক্তি সঞ্চয় করিয়া লও। আহার করো, বিশ্রাম করো।" মন্থরা ঐ কক্ষের সন্ন্যাসিনির্দিষ্ট কোণে একটি লৌহময় আচ্ছাদনী উন্মুক্ত করিয়া দেখিল রৌপ্যপাত্রে অন্নব্যঞ্জনের বিপুল সমারোহ। সে অল্প কিছু আহার ও পান করিয়া সন্ন্যাসীর নির্দেশক্রমে নিকটবর্তী একটি স্নানকক্ষে গিয়া আচমনাদি সারিয়া আসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি শীতার্ত, যজ্ঞাগ্নির নিকটে আসিয়া উপবেশন করো। এইবার তোমার কী বক্তব্য আছে বলো।"

মন্থরা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিল, "কি আর বলিব? আমাকে রক্ষা করুন।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি, মা, নিজের জালে নিজে জড়াইয়াছ। প্রথম সাক্ষাতের দিন আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, যাহা করিয়াছ করিয়াছ, আর কাহারও ক্ষতি করিয়ো না। তুমি তো আমার কথা শুনিলে না! পট্টমহিষীর সর্বনাশ করিতে কেন গিয়াছিলে? বালকের রজ্জুপাশ যদি বক্ষে না পড়িয়া রাজার কণ্ঠে বদ্ধ হইত, কীলকের তরবারি তোমায় ক্ষেপণিচালনার পূর্বেই যদি রাজার বক্ষে বিদ্ধ হইত, সুদতীপ্রদত্ত বিষ রাজা বিড়ালীর দ্বারা পরীক্ষা না করাইয়াই যদি অন্নের সহিত গ্রহণ করিতেন, তবে তুমি নিজে কোথায় দাঁড়াইতে বলো তো? রেবন্তের মুখ বন্ধ করিবার জন্য, নগরপালকে আর্দ্রপটি-বীজ-সাহায্যে হত্যা করিবার জন্য যখন উদ্যোগ করিয়াছিলে তখন পরিণাম চিন্তা করো নাই? তুমি বোধ হয় জানো না, সুদতী এই-রাত্রে এই-সময়ে নগরপাল কর্তৃক কাশীরাজের নিকট নীতা হইয়া স্বীকারোক্তি করিতেছে। সমস্ত সত্য প্রকাশ পাইয়াছে, এখন তোমাকে রক্ষা করা সত্যই কঠিন।"

মন্থরা অনেকক্ষণ নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল। পরে বলিল, "সুদতী শেষে এই কাজ করিল? সেই-তো আমাকে কুপরামর্শ দিয়াছিল?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মন্থরা, তুমি অযোধ্যার রাজপুরীতে দাসদাসীদের মধ্যে

অনেকদিন কুসীদব্যবসায় চালাইয়াছিলে, তুমি নিশ্চয় জানো,—অর্থ কুসীদযোগে দ্বিগুণ বা বহুগুণ হইয়া ফিরিয়া আসে। তোমার দাসীর মধ্যে তোমার পাপ-প্রবৃত্তি যদি কিছু অধিক পরিমাণে জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে কাহাকে দোষ দিবে? কৈকেয়ী তো স্বভাবতঃ তেমন মন্দ ছিলেন না, তুমি তাঁহাকে বশীকরণ বিদ্যা শিখাইয়াছিলে, সপত্নীদিগের সহিত দাসীর মতো ব্যবহার করিতে শিখাইয়াছিলে, শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া রাজার মৃত্যুর এবং রামসীতার অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছিলে। তোমার জ্ঞান-বিশ্বাস-অনুসারে তুমি কৈকেয়ীর কল্যাণই চাহিয়াছিলে, সুদতীও নিজ জ্ঞানবিশ্বাস-মতে তোমার কল্যাণই চাহিত। আজ নিজের জীবন বিপন্ন, তাহার একদিকে নিষ্ঠুর অত্যাচার ও মৃত্যু, আর একদিকে সত্য প্রকাশ করিলে মুক্তির প্রলোভন। সে কী করিবে? আত্মরক্ষার জন্য দুর্বলচিত্তা নারীকে বাধ্য হইয়া তোমার ভূমিকা বর্ণনা করিতে হইয়াছে। সামান্য রূপের লোভে তুমি অন্যকে অন্ধ করিয়াছ, মনে পড়ে।"

মন্থরা বলিল, "আমি কিন্তু এ-বার দুইটি বর চাহিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহা লই নাই।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোমার বুদ্ধি পূর্বাপেক্ষা পরিণতিলাভ করিয়াছে—এ-বার তাহারই প্রমাণ দিয়াছ। এক বরে নিজের নির্বাসন এবং অন্য বরে কুমারের অভিষেক প্রার্থনা করিয়া রাজাকে মুগ্ধ করিয়াছ। যদি মুখ ফুটিয়া রানীর নির্বাসন এবং কুমারের প্রাণদণ্ড চাহিতে—তাহা হইলে পাইতে না, তাহা জানো। সুপর্ণ দশরথ নহেন। এ-ক্ষেত্রে কুমার বন্দী হইয়াছেন, পট্ট-মহাদেবীর নির্বাসনও প্রায় ঘটাইয়াছিলে, গুপ্তচরেরাই সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল। তুমি অতি চতুরা, যষ্টি অক্ষত রাখিয়া সর্পকে নিহত করিবার জন্যই তুমি নিজের নির্বাসন চাহিয়াছিলে, কোনও মহত্ত্বশতঃ নহে। মন্থরা, তুমি স্বভাবতঃ দুষ্টবুদ্ধি, সুদতীর পরামর্শে তুমি মন্দ হইয়াছ—একথা আর যাহাকে বলিতে হয় বলিয়ো, আমাকে বিশ্বাস করিতে বলিয়ো না। সুদতীকে তুমি সপ্তবার হট্টগৃহে বিক্রয় করিয়া ক্রয় করিয়া আনিতে পারো। শস্ত্রচিকিৎসায় তোমার বাহিরের কুব্জ অন্তর্হিত হইলে কি হইবে, মনের বক্রতা যায় নাই।"

মন্থরা নতমুখে বসিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না। সন্ন্যাসী বলিলেন, "এ-যাত্রা রক্ষা পাইলে স্বভাব সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে? সরল পথে চলিতে, কাহারও ক্ষতি না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারিবে?"

মন্থরা তখনও নীরব। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার মতো পাপিষ্ঠার

জীবন রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে তোমার পাপাচরণের সহায়তা করিবার জন্যই কি আমার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছ ?"

মন্থরা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, "গুরুদেব, ক্ষমা করুন। যাহা করিয়াছি—করিয়াছি, ভবিষ্যৎজীবনে জ্ঞানতঃ কাহারও ক্ষতির চেষ্টা করিব না,—আপনাকে কথা দিতেছি। বিশ্বনাথ সাক্ষী।"

বাতায়নপথে উষালোক কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, বাহিরে অচিরে সূর্যোদয় হইবে বোধ হইল। সন্ন্যাসী সেইদিকে চাহিয়া বলিলেন, "উত্তম। মহারাজ সুপর্ণ আমার নিকট পরামর্শ লইবার জন্য এতক্ষণ বোধ হয় প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি উঁচ্ছিখকেও বন্দী করিয়াছেন, তোমার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।"

সন্ন্যাসীর বক্তব্য শেষ না হইতেই বাহিরে ভেরী ও তূর্যনিনাদ শ্রুত হইল, রাজানুচরগণ রাজার আগমন ঘোষণা করিল। জনকোলাহলে, বহুজনের পদশব্দে, অশ্বের হ্রেষায় এবং হস্তীর বৃংহিতে নিভৃত আশ্রমের যেন ধ্যানভঙ্গ হইল। দ্বারী সুবাহু দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া করপুটে কহিল, "কাশীরাজ সুপর্ণ আপনার দর্শনাভিলাষী।"

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন, "সঙ্গে কেহ আছেন ?" দ্বারী বলিল, "একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন পরিচারিকা-শ্রেণীর স্ত্রীলোক প্রহরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্গে আসিয়াছে। বোধ-হয় তাহাদের বন্দী করিয়া আনিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "কপিলানন্দকে বলো, তাঁহাকে সসম্মানে লইয়া আসিবে। তৎপূর্বে একখানি আসন তুমি এইখানে পাতিয়া দিয়া যাও। আর এক কথা। অনুচরদিগকে এবং বন্দিগণকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলো, ভিতরে অধিক লোকের স্থান হইবে না মনে হয়।"

মন্থরা ভয়বিহ্বলা হইয়া বলিল, "আমি কোথায় যাইব ? আপনি আমাকে ধরাইয়া দিবেন না তো ?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই। তুমি যে কক্ষে বস্ত্র পরিবর্তিত করিলে তাহার পশ্চাতে আর একটি কক্ষে একটি বৃহৎ বহুছিদ্রযুক্ত মঞ্জুষা দেখিতে পাইবে। উহা শূন্যগর্ভ। উহার মধ্যে একটি সুন্দর সুকোমল শয্যা আস্তৃত আছে। উপস্থিত তুমি উহার মধ্যে লুকাইয়া থাকো। রাজা চলিয়া গেলে আমি বিশ্বস্ত শিষ্যদের সাহায্যে তোমাকে কাশীরাজ্যের বাহিরে প্রেরণ করিব। আমার তপোবনে তুমি আশ্রয় পাইবে। সেখানে শেষ জীবন শান্তিতে কাটাইতে পারিবে।

মন্থরা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বারী সুবাহু এবং সন্ন্যাসিশিষ্য কপিলানন্দের সঙ্গে কাশীরাজ সুপর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিয়া তিনি আসনে উপবেশন করিলে কপিলানন্দ ও সুবাহু বাহিরে গেল। সন্ন্যাসী রাজার দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ, সম্প্রতি বড়ো আঘাত পাইয়াছেন। রত্নহারভ্রমে কালসর্পিণীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, সে আপনার মস্তকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে।" কাশীরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনার কথার অর্থবোধ হইল না। রাজপুরীর মধ্যে আমার জীবননাশের জন্য চক্রান্ত চলিতেছে, সে-জন্য অত্যন্ত অশান্তিতে আছি, ইহা সত্য।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মহারাজ, আপনার বুঝিবার ভুল হইয়াছে। আপনার জীবননাশের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে কাহারও ছিল না। ছলনাময়ী কালিন্দী আপনাকে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করিতে চাহিয়াছিল, পট্টমহিষীর প্রতি এবং রাজকুমার ঋতুপর্ণের প্রতি বিরূপ হইয়া আপনি যাহাতে একান্তভাবে তাহার অনুগত হন সেজন্য তাহার নিযুক্ত আততায়ীদিগের হস্ত হইতে এবং তাহারই প্রদত্ত বিষমিশ্রিত অন্নগ্রহণ হইতে সে আপনাকে রক্ষা করিয়াছে। আপনাকে হত্যা করা তাহার স্বার্থের প্রতিকূল হইত। আপনার বিরুদ্ধে প্রাসাদে কোনও চক্রান্ত হয় নাই, পট্টমহিষী এবং রাজকুমার সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

কাশীরাজ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কী বলিতেছেন, প্রভু!" সন্ন্যাসী বলিলেন, "সত্য কথাই বলিতেছি, মহারাজ। আপনি রূপ মোহে অন্ধ হইয়া নিজের সর্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছেন। সেই অজ্ঞাতকুলশীলা ডাকিনীর কথায় নিজের পুত্রকে কারাগারে পাঠাইয়াছেন, সতী সাধ্বী পত্নীকে অবিশ্বাস করিয়া নির্বাসনে পাঠাইবার চিন্তা করিতেছেন।"

কাশীরাজ বলিলেন, "কালিন্দী নিজের নির্বাসন এবং কুমারের অভিষেক প্রার্থনা করিয়াছিল।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "সত্য, কিন্তু সেই বরপ্রার্থনার কারণ কী বলিয়াছিল মনে পড়ে? আপনার মনের মধ্যে সে বিষসঞ্চার করিয়াছে। মহারাজ, পট্টমহিষীর সহিত আপনি বিংশবৎসর কাল সংসার করিতেছেন, ইতঃপূর্বে কখনও কি তিনি আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আততায়ী পাঠাইয়াছিলেন?"

কাশীরাজ বলিলেন, "কালিন্দীও বলিয়াছিল এ-কথা। তাহার মতে, আমাকে হত্যা করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যই এই চক্রান্ত। কথায় বলে, নারী যমকে স্বামী দিতে পারে, সপত্নীকে দিতে পারে না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যৌবনে যখন ভোগস্পৃহা প্রবল থাকে তখন স্ত্রীলোকের সপত্নীবিদ্বেষও প্রবল থাকে। আপনি পট্টমহিষীর যৌবনাবস্থাতেই একে একে আর দুই-বার বিবাহ করিয়াছেন, সুপ্রিয়া দেবী এবং শাশ্বতী দেবীকে গৃহে আনিয়া তাঁহার প্রেমের অপমান করিয়াছেন। তখন তিনি তাহা সহ্য করিয়াছেন, আর আজ করিতে পারিতেছেন না ?"

সুপর্ণ বলিলেন, "আমার অপর দুই পত্নী বন্ধ্যা। নূতন বিবাহিতা রাজ্ঞীর সন্তানসম্ভাবনায় সম্ভবতঃ সিংহাসনের জন্য"—

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ইহাও আপনার ভ্রম। কালিন্দী সন্তানসম্ভাবিতা নহে, সে আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। যাহা হউক, সে ভবিষ্যতের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে চায়। মহারাজ, যে নারী বিড়াল দিয়া আপনার অন্ন পরীক্ষা করাইবার পরামর্শ দিয়াছিল, সেই-যে এই চক্রান্তের মূলে রহিয়াছে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই ? আপনি না বুদ্ধিমান্ বলিয়া গর্ব অনুভব করেন ?" সুপর্ণের দৃষ্টির ঘোর কাটিতেছিল, চারিদিকের অন্ধকার যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল, তবু সন্দেহ যেন যাইতে চাহিতেছিল না। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেই প্রেমময়ী সুন্দরী, সে এরূপ বিশ্বাসহন্ত্রী হইতে পারে ? এ-যে আমার কল্পনার অতীত, প্রভু। অবশ্য পট্টমহাদেবীর গৃহে বিষ-মিশ্রিত অন্ন দেখিয়া আমারও সন্দেহ যে না হইয়াছিল তাহা নহে, তবু—"

"তবু সেই দ্বিচারিণীর সুন্দর মুখ দেখিয়া আপনি তাঁহার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন।" সুপর্ণ বলিলেন, "ক্রোধবশে কিছু বলিয়া থাকিলেও তাঁহার সতীত্বে আমি কোনও-দিন সন্দেহ করি নাই। কালিন্দী দ্বিচারিণী, এ আপনি কি বলিতেছেন, প্রভু ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "অনেক অপ্রিয় সত্য কথাই বলিতে হইতেছে, মহরাজ, অপরাধ লইবেন না। কালিন্দী পূর্বে অন্যের বিবাহিতা পত্নী ছিল, রাজরানী হইবার লোভে সে দরিদ্র পূর্বস্বামীকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছিল, আবার আপনার অপেক্ষা সুপুরুষ এবং বিশালতর রাজ্যের অধিপতি যুবক কোনও নৃপতিকে পাইলে অদ্যই সে আপনাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করিবে। করিবে কেন বলি মহারাজ, করিয়াছে। সে কল্য রাত্রিতে নগরপাল কর্তৃক সত্যপ্রকাশের ভয়ে নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

কাশীরাজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "এ কী বলিতেছেন, প্রভু ? আমার অজ্ঞাতে কালিন্দী কাশী ত্যাগ করিয়াছে ?

এ-কথাও আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে ?" সুপর্ণ বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া জনৈক প্রহরীকে ডাকিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "সেই ভালো, নগরপাল মহাবলকে প্রমাণ-সহ আসিতে বলিলেই সন্দেহভঞ্জন হইবে।" প্রহরী আসিলে কাশীরাজ তাহাকে অবিলম্বে মহাবলকে এবং উচ্ছিখকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। তারপর নীরবে নতমুখে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "সে যখন রাজবাটীর বাহিরে বাস করিবার অনুমতি চাহিয়াছিল তখনই কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই যে, সে ধৃতা হইবার ভয়ে পলায়নের আয়োজন করিতেছে ?" কাশীরাজ বলিলেন, "না।"

প্রথমেই উচ্ছিখ একটি বেত্র-পেটিকা সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। কম্পিত-কলেবরে একবার সন্ন্যাসীকে একবার রাজাকে প্রণাম করিয়া জোড়করে দণ্ডায়মান রহিল। রাজা প্রশ্ন করিলেন, "অমাত্য, আপনার বন্ধুকন্যা কালিন্দী এক সপ্তাহের জন্য আপনার গৃহে বাস করিতে গিয়াছিল। সে এখন কোথায় ?"

উচ্ছিখ বলিল, "মহারাজ, সর্বনাশ হইয়াছে। হতভাগিনী গতকল্য রাত্রে একবস্ত্রে গৃহত্যাগিনী হইয়াছে। আমার এবং আপনার উভয়েরই মুখ পুড়াইয়াছে। আমি আপনার বিশ্বাসের সম্মান রাখিতে পারি নাই, মহারাজ। আমাকে যে শাস্তি দিতে হয় দিন।" বলা বাহুল্য উচ্ছিখ সন্ন্যাসীর নিকট পূর্বরাত্রেই কথোপকথনের পাঠ লইয়াছিল। সে বেত্রপেটিকা খুলিয়া একে একে মন্থরার সমস্ত বস্ত্র-অলঙ্কার বাহির করিয়া দিল, বলিল, "কয়দিন হইতেই সে যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কাটাইতেছিল ; কল্য সারাদিন জলগ্রহণ করে নাই। রাত্রে কখন যে গৃহত্যাগ করিয়াছে,— কিছুই জানিতে পারি নহে। বস্ত্রালঙ্কার ও অর্থ সমস্তই রাখিয়া গিয়াছে। আপনার প্রদত্ত বস্ত্র আপনি বুঝিয়া লউন।"

কাশীরাজ দেখিলেন। সেই পরিচিত কঙ্কণ কেয়ূর, পীত ও সুনীল নানা বর্ণের বিচিত্র ক্ষৌমবসন। সম্প্রতি প্রদত্ত নবলক্ষ-মুদ্রাব্যয়ে-রচিত পদ্মরাগ ও হীরকখচিত একটি কণ্ঠহার প্রভাতসূর্যকিরণে জ্যোতির্ময় ব্যঙ্গহাস্যে যেন তাঁহার মূর্খতাকে উপহাস করিতে লাগিল। সুপর্ণ চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমাকে আমি বড়ো বেশী বিশ্বাস করিয়াছিলাম। তুমি জানিয়া-শুনিয়া আমার এ সর্বনাশ করিলে কেন ? কালিন্দীর পূর্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল জানিয়া—"

এ-বিষয়টার সম্বন্ধে পূর্বে পাঠ লওয়া হয় নাই, উচ্ছিখ ভীতিবিহ্বল-নেত্রে একবার রাজার, একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিতে লাগিল। সন্ন্যাসী চক্ষুর ইঙ্গিতে

তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া সুপর্ণকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি কি বলিয়াছি, অমাত্য জানিয়া-শুনিয়া এ-কাজ করিয়াছেন? আমরা ধ্যাননেত্রে যাহা দেখিতে পাই— সাধারণ মানুষ কিরূপে তাহা জানিবে? কি হে, যজ্ঞদত্ত, কালিন্দীর সহিত এক সময়ে উচ্ছিখ নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কিছু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল কি না? সেই-যে তোমার আত্মীয়—"

উচ্ছিখ করপুটে কহিল, "হইয়াছিল, প্রভু। কিন্তু তাহাতে দোষের কিছু আছে বুঝিতে পারি নাই।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার বন্ধুকন্যা গান্ধর্বমতে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল— তাহা তোমার জানিবার কথা নহে। কাশীরাজ সুপর্ণকে যে মূর্খ প্রতিপন্ন করিয়া গেল— সে যে তোমার চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? মহারাজ, হতভাগ্যকে ক্ষমা করুন। এ সত্যই আপনার হিতার্থী।" রাজা মৃদুস্বরে বলিলেন, "হায়, বিশ্বনাথ!" তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "অমাত্য, আপনি যাইতে পারেন। আমার দ্বারা আপনার কোনও ক্ষতি হইবে না।" উচ্ছিখ রাজাকে নমস্কার এবং সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। গৃহের বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, "জয় গুরুদেব।"

উচ্ছিখ নিষ্ক্রান্ত হইবার পরক্ষণেই নগরপাল মহাবল কক্ষে প্রবেশ করিল। সে গত দুইতিন-দিন বড়োই অশান্তিতে কাটাইতেছিল। অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া সে অতি অল্পকালের মধ্যে অভাবনীয়রূপ সাফল্যলাভ করিয়াছিল। তাহার চরগণ একে একে যে-সকল তথ্য তাহাকে আনিয়া দিতেছিল— সেগুলি যেন তাহারা অনায়াসে সংগ্রহ করিতেছিল, কোনও অদৃশ্যশক্তি যেন তাহাদের সাহায্য করিতেছিল। অসিসঙ্গমের পরপারে বিষবৈদ্য রেবন্তের সন্ধান যেমন আকস্মিক-ভাবে পাওয়া গেল, তেমনি একটি সুন্দরী রমণী মূষিকের উৎপাতে উত্যক্ত হইয়া কোন্‌দিন কোন্ সময়ে তাহার নিকট বিষ ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিতেও তাহার বাধা হয় নাই। অপরদিকে, সেই সুন্দরী রমণীকে কেদারেশ্বরের পাষাণসোপান হইতে যে কৈবর্ত বরুণাসঙ্গমের কাছে আদিকেশবের মন্দিরনিম্নে পৌঁছিয়া দিয়াছিল সে স্পষ্টই তাহাকে রাজবাটীর দাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। প্রাসাদ-পুররক্ষীরা একবাক্যে বলিয়াছে, নূতন রাজ্ঞী কালিন্দীর দাসী সুদতীর কাশীরাজের-বিশেষ-অনুমতি-অনুসারে যেরূপ অবাধভ্রমণের অধিকার ছিল— সেরূপ আর কাহারও ছিল না। পূর্বের অমাবস্যার দিন সন্ধ্যাকালে মণিকর্ণিকার ঘট্টে দুইজন ভীমকায় স্নানার্থী নাকি অনেকেরই

দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেখানেও সন্ধ্যাকালে একজন সুন্দরী স্নানার্থিনীকে তাহাদের সহিত মৃদুস্বরে আলাপ করিতে দেখা গিয়াছিল, রাজার নৌকা আক্রান্ত হইবার কিছু পূর্বেই সে অদৃশ্য হয়। স্থানীয় কয়েকজন নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছে, ঐ তিনজনকে তাহার পূর্বে তাহারা কোনও দিন দেখে নাই, এক-জন ঐ নারীকে রাজপ্রাসাদের দাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। এ সমস্ত প্রমাণই একটি সত্য নির্দেশ করিতেছিল, সুদতীর কর্ত্রী নূতন রাজ্ঞী কালিন্দী দেবীই সমস্ত চক্রান্তের মূলে অবস্থিতা। অথচ রাজার আদেশ, সুদতী বা কালিন্দী দেবীর সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করাও চলিবে না। এই দ্বিধার মধ্যে নগরপাল বিমূঢ় অবস্থায় ছিল, সে রাজাদেশে রাজসাক্ষাতে করপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ, অপরাধের প্রমাণ যথেষ্ট পাইতেছি, কিন্তু বলিতে সাহস হয় না। হয়তো আপনি বিশ্বাস করিবেন না, হয় তো আমাকেই দণ্ড দিবেন, কারণ সত্য বড়োই অপ্রিয়।"

কাশীরাজ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, বলিলেন, "নূতন রাজ্ঞী কালিন্দী দেবীর বিরুদ্ধেই প্রমাণ পাইয়াছ আশা কবি। যাহা জানিয়াছ নির্ভয়ে বলো। আমি আজ সমস্ত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।"

নগরপাল একে একে তাহার সমস্ত সংগৃহীত তথ্য নৃপতির কর্ণগোচর করিল। রাজা বলিলেন, "সুদতীর বা কালিন্দীর কোনো সন্ধান পাইলে?" নগরপাল বলিল, "না, মহারাজ, তবে এখনও আশা ছাড়ি নাই।' রাজা বলিলেন, "আর সন্ধানে প্রয়োজন নাই। উহারা যেখানে ইচ্ছা যাক। তুমি তোমার চরদিগকে পুরস্কৃত করিয়ো। তাহাদিগকে বলিয়ো, কুমার ঋতুপর্ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাই, এ-বিষয়ে প্রজাগণের মতামত জানিতে ইচ্ছা করি। অতঃপর সর্বদা সতর্ক থাকিবে, আমার প্রাণরক্ষা না হইলে তোমার প্রাণ যাইবে জানিয়া রাখিয়ো।"

কাশীরাজের চক্ষুর ইঙ্গিতে নগরপাল প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। সুপর্ণ নির্জীবের মতো নতনেত্রে বসিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাহা হইয়া-গিয়াছে তাহার জন্য অনুতাপ করিয়া লাভ নাই, মহারাজ।"

সুপর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বসিলেন, "কিন্তু কালিন্দীর কী হইল, কী হইবে না জানিয়া মন যে শান্ত হইতেছে না, প্রভু। সে আমার সহিত যতই ছলনা করিয়া থাকুক, আমার প্রণয়ে একাধিপত্য-লাভের লোভেই করিয়াছে, আপনিই বলিতেছেন, আমার প্রাণনাশের ইচ্ছা তাহার ছিল না। এ-ক্ষেত্রে তাহাকে এক-কথায় মন হইতে সরাই কি করিয়া? যাহাকে লইয়া এতদিন সংসার করিয়াছি,

সে অনাথিনীর মতো পথে পথে ফিরিতেছে ভাবিলেই যে প্রাণের মধ্যে কেমন করিতে থাকে। সে অসহায়া সুন্দরী যুবতী, শূন্যহস্তে একবস্ত্রে পথে বাহির হইয়াছে হয়-তো এতক্ষণে কোনও দুর্বৃত্তের কবলে পড়িয়াছে"—

ভদ্র মনে মনে হাসিলেন। তাহার মুখখানির মায়া কাটাইতে পারিতেছ না আর কি। মুখে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার দয়ার শরীর, পাপীয়সীর প্রতি এ-দয়া আপনারই উপযুক্ত বটে, কিন্তু আপনার চিন্তার কারণ নাই। সে অতঃপর যেখানে যাইতেছে—সেখানে সে নিরাপদে মাতৃতুল্য সম্মানে থাকিবে, কোনও পুরুষ তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না। আমি এ-বিষয়ে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি। তাহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, সে এখন তপস্বিনীর জীবন যাপন করিবে।"

কাশীরাজ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। বলিলেন, "আমি আপনার কাছে চিরঋণী রহিলাম। আপনার সেবায় লাগিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।"

ভদ্র বলিলেন, "আমাকে রাজাধিরাজ কুশ তাঁহার বর্তমান রাজধানী কুশাবতীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা প্রেরিত একটি নৌকা গঙ্গাতীরে অপেক্ষা করিতেছে অদ্য শেষ-রাত্রেই আমাকে যাইতে হইবে। আপনি নগরপালকে জানাইয়া দিন, সে যেন প্রচলিত শুল্কনির্ধারণার্থ পরীক্ষাদি দ্বারা আমার যাত্রাবিঘ্ন না ঘটায়।" সুপর্ণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি, প্রভু! আজই যাইবেন? আমি যে আশা করিতেছিলাম, আপনার নিকট কিছুদিন সান্ত্বনা লাভ করিব।"

ভদ্র বলিলেন, "সান্ত্বনা আপনার গৃহেই পট্টমহিষীর কক্ষে অপেক্ষা করিতেছে, মহারাজ। অবিলম্বে তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। অচিরে কুমার ঋতুপর্ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ব্যবস্থা করুন। আপনার অন্তরে এবং সংসারে শান্তি আসিবে,—বিশ্বাস করুন। আমাকে বিদায় দিন।" সুপর্ণ কিছুক্ষণ নীরব রহিয়া বলিলেন, "আমার মুদ্রাঙ্কিত আদেশপত্র আমার কোনও কিঙ্কর এখনই আপনাকে দিয়া যাইবে, উহা সঙ্গে থাকিলে কাশীনগরের অথবা কাশীরাজ্যের প্রত্যন্তদেশস্থ রক্ষীরা আপনাকে বাধা দিবে না।"

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ভদ্র সদলে নৌকারোহণ করিলেন। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কয়েকটি মঞ্জুষা তাঁহার সঙ্গে ছিল, রাজাদেশে কেহ তাহা পরীক্ষা করিল না। বলা বাহুল্য, কাশীনগরে সেদিন তাঁহার আবাসবাটিকায় মন্থরাকে স্নানাহারাদির

জন্য দুইবার মঞ্জুষার বাহিরে আসিতে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় দিবসের অধিকাংশ সময় সেই মঞ্জুষা-মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, বহির্জগতের সম্বন্ধে তাহার মনে একটা আতঙ্ক আসিয়াছিল। নৌকাযাত্রার প্রারম্ভে সন্ন্যাসী এবং তাঁহার শিষ্যেরা যখন বিশ্বেশ্বরের সু-উচ্চ মন্দিরচূড়া লক্ষ্য করিয়া প্রণাম নিবেদন করিলেন তখনও সে বাহিরে আসিতে চাহিল না। কাশীর রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যাচলের নিকট যখন সন্ন্যাসী নৌকাত্যাগপূর্বক সশিষ্য অশ্বারোহণ করিয়া স্থলপথে যাত্রা করিলেন, মন্থরা তখনও মঞ্জুষা-মধ্যে বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী একটি উষ্ট্র সংগ্রহ করিয়া তাহার পৃষ্ঠের একদিকে মন্থরা-গর্ভ মঞ্জুষাটি এবং অপরদিকে অন্যান্য মঞ্জুষা তালযন্ত্রাবদ্ধ করিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। কাশীরাজমহিষী মন্থরা এইরূপে স্বেচ্ছায় অপহৃতা হইয়া উষ্ট্রের গতিচ্ছন্দের তালে তালে দুলিতে দুলিতে ঘুমাইয়া জাগিয়া, শুইয়া বসিয়া কুশাবতীর পথে যাত্রা করিল।

॥ ১২ ॥

বিন্ধ্য পর্বতমালার পাদদেশে কোশলেশ্বর রাজাধিরাজ কুশের সৌধকিরীটিনী নব-রাজধানী কুশাবতী নগরীর প্রবেশপথমুখে গগনচুম্বী স্বর্ণশীর্ষ শ্রীরামমন্দিরের শিখরামলক তখনও সন্ধ্যাসূর্যের শেষরশ্মিপাতে পদ্মরাগমণিখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছিল. পশ্চিমাকাশ তখনও অপরূপ অস্তরাগের কুঙ্কুমাভায় রঞ্জিত। মন্দিরের প্রশস্ত সোপানশ্রেণী জনপূর্ণ, তাহার দুই পার্শ্বে গন্ধপুষ্পবিক্রেতা ও বিক্রেত্রীরা পুষ্পভার সাজাইয়া বসিয়াছে এবং মৃদুস্বরে পূজার্থীদের সহিত পুষ্পমাল্য ধূপদীপাদির মূল্য লইয়া তর্ক করিতেছে। দুইপার্শ্বে কিয়দ্দূর অন্তর মনুষ্যদেহ-পরিমাণ প্রদীপ-ধারিণী পিত্তলময়ী নারীমূর্তিসমূহের করধৃত দীপমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে যুবক-যুবতী বৃদ্ধবৃদ্ধা সোপান বাহিয়া উঠিতেছে, নামিতেছে, প্রণাম করিতেছে, পুষ্প ও অর্ঘ্য ক্রয় করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। মন্দিরমধ্যে সীতা ও রামের যুগল সুবর্ণমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুভ্রশ্মশ্রু পুরোহিত তখনও ষোড়শোপচারে পূজারতি করিতেছিলেন, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, পটহ প্রভৃতি নানাজাতীয় বাদ্য বাজিতেছিল, সুরভিত ধূপধূম্রের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল। সেই কর্মচঞ্চল জনতার মধ্যে রাজপথসন্নিহিত মন্দিরতোরণের অদূরে সর্বনিম্নস্থ সোপানের একপ্রান্তে একটি প্রায়ান্ধকার স্থানে রাজাধিরাজ কুশ তাঁহার ছত্র-ধারিণীর সহিত নীরবে দণ্ডায়মান ছিলেন, দুইজন স্বর্ণদণ্ডধারী রাজপুরুষ নিকটে থাকিয়া লক্ষ রাখিতেছিল, কোনও দ্রুত-ধাবমান্ পূজার্থীর সহিত তাঁহার দেহসংঘর্ষ

না ঘটে। অল্পক্ষণ পূর্বে তাঁহার পারাবত-দূত পত্র লইয়া আসিয়াছে, অমাত্য ভদ্র মন্থরাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিতেছেন। নগরদ্বারে অমাত্যকে পথ দেখাইয়া আনিবার জন্য অনুচর নিযুক্ত করিয়া কুশ তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রাসাদ হইতে অগ্রসর হইয়া শ্রীরামমন্দিরেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন রাজকার্যের অবসরে একবার এই মন্দিরে প্রণাম নিবেদন করিতে আসিতেন, আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিতেন। আজ অত্যন্ত চিন্তাকুলিতচিত্তে তিনি উর্ধ্বে মন্দিরের দিকে চাহিয়া তখন বোধহয় স্বর্গগত জনকজননীর আশীর্বাদভিক্ষাই করিতেছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিমর্ষ, দেহে ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

মহারাজ কুশ সত্যই দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন। সপ্তাহকাল পূর্বে অযোধ্যার নগরদেবী মধ্যরাত্রে তাঁহার শয়নকক্ষে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য কাতরকণ্ঠে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছেন। পরদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুশ তাঁহার সচিব এবং সভাসদ্‌দিগের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, লোকমত সংগ্রহ করিবার জন্য নগরবৃদ্ধদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই সকলের মতের ঐক্য হইতেছে না। যাঁহারা এক-সময়ে আত্মীয়-বিয়োগবেদনায় ব্যাকুল হইয়া বিতৃষ্ণাভরে অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহারা অনেকেই ফিরিবার জন্য উৎসুক. অপরপক্ষে যুবকবৃন্দস্থপতি তক্ষক ভাস্কর প্রভৃতি যাঁহারা শতে শতে সহস্রে সহস্রে মিলিয়া নূতন নগরী কুশাবতী গড়িয়া তুলিতেছিলেন—তাঁহাদের মতে ফিরিয়া যাওয়া অনুচিত। দেবীদর্শন সম্বন্ধেও বিবিধ মত দেখা যাইতেছিল। মহর্ষি জাবালিপ্রমুখ অবিশ্বাসী কয়েকজন বলিলেন, "স্বপ্নমাত্রই অবচেতন মনের অপূর্ণ বাসনার প্রতিফলনমাত্র। মহারাজ কুশ যাহা দেখিয়াছেন তাহা স্বপ্ন ভিন্ন কিছু নহে, সুতরাং উহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই"। অপরপক্ষে ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু বসিষ্ঠদেবের তপোবনে কুশ দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার মতে. "দেবীর মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য কুশ অচিরে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেই তাঁহার এবং দেশবাসীর কল্যাণ হইবে।" গুরুদেবের সেই আদেশই শেষ পর্যন্ত কুশ শিরোধার্য করিয়াছেন। সেইদিন প্রাতঃকালেই কুশাবতী নগরে রাজপুরুষগণ রাজাদেশ ঘোষণা করিয়াছেন, "মহারাজ এক সপ্তাহের মধ্যে অযোধ্যায় যাত্রা করিবেন ; যে-সমস্ত নাগরিক স্বেচ্ছায় তাঁহার অনুগমন করিবেন.—রাজকোষ হইতে তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় পরিত্যক্ত গৃহ সংস্কারের জন্য অর্থসাহায্য করা হইবে, রাজকৃত্যক হইতে তাঁহাদের সপরিবারে গমনের জন্য অশ্বরথশকটাদির ব্যবস্থা

করা হইবে। বণিক্‌গণ বিনাভাটকে আপণগৃহ পাইবেন. বিনা শুল্কে পাঁচবৎসর বাণিজ্য করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রনির্বিশেষে নাগরিক সকলেই যাহাতে অযোধ্যায় পুনর্বাসনের সুযোগ পান সেজন্য রাজা স্বয়ং দায়িত্ব লইয়াছেন। দ্বিপ্রহরে কয়েকশত কুঠারজীবী যাত্রাপথের এবং পরিত্যক্ত অযোধ্যানগরীর বনজঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য এবং কয়েক-শত মার্গনির্মাণদক্ষ শিল্পী ও স্থপতি হস্তী-অশ্ব-উষ্ট্র-খর-শকটাদি-সহ অযোধ্যার পথ ও গৃহসমূহ মনুষ্যবাসোপযোগী করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। মন্দিরসোপানে দাঁড়াইয়া কুশাবতীর স্থাপয়িতা শতসহস্র স্থপতির নিয়োগকর্তা এবং ভাগ্যনিয়ন্তা তরুণ নৃপতি সন্ধ্যান্ধকারে সুদূরবিস্তৃত নগরীর আলোকমালার দিকে চাহিয়া আসন্নবিচ্ছেদ-বেদনায় মাঝে মাঝে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, আবার মন্দিরের দিকে চাহিয়া অন্তরে বলসঞ্চয় করিতেছিলেন : নিজের মনকে বলিতেছিলেন, "পিতা পিতৃসত্য-পালনের জন্য এক-মুহূর্তে সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য ত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইতে পারিয়াছিলেন, আর আমি একটা সামান্যা নগরীর মায়া ত্যাগ করিয়া কুলদেবতার সম্মানরক্ষা করিতে পারিব না ?"

রাজাধিরাজ কুশ এবংবিধ চিন্তা করিতে করিতে একবার মন্দিরের দিকে, একবার পথের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে একটি-সুসজ্জিত-উষ্ট্র-সমভিব্যাহারে একদল যাত্রী অশ্বপৃষ্ঠে এবং পদব্রজে মন্দিরতোরণে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমাত্য ভদ্র তাঁহার পরিচরবর্গের অগ্রে আসিতেছিলেন, তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেই কুশ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, ভদ্রও তাঁহার আলিঙ্গনপাশমুক্ত হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। পরস্পরের কুশলপ্রশ্নবিনিময়ের পর কুশ চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "কই. মন্থরাকে দেখিতেছি না ?" ভদ্র হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বহুমূল্য রত্ন কি প্রকাশ্যে আনা যায় ? মন্থরা ঐ মঞ্জুষার মধ্যে আছে, এখনই দেখিতে পাইবেন। এখন আমাকে ক্ষণকালের জন্য বিদায় দিন, আমার পরিচয় তাহার না জানাই মঙ্গল।" ভদ্র মৃদুস্বরে উষ্ট্রপৃষ্ঠবিলম্বিত মঞ্জুষা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নামাইতে নির্দেশ দিয়া সোপানশ্রেণী বাহিয়া দ্রুতপদে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কুশ নিজ-মনে হাসিলেন, দুর্মুখেরও তাহা হইলে চক্ষুলজ্জা আছে!

কিঙ্করগণ মঞ্জুষা নামাইয়া উহার ঊর্ধ্বদেশ উদ্‌ঘাটন করিতেই মন্থরা আবির্ভূতা হইল। সে মঞ্জুষাগর্ভ হইতে অন্যের বিনা-সাহায্যেই বাহির হইয়া আসিল, তারপর চতুর্দিকে চাহিয়া বিস্ময়সূচক একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া বলিল,

"এ আমাকে কোথায় আনিলেন, প্রভু ?" তারপর সন্ন্যাসীকে নিকটে দূরে কোথাও দেখিতে না পাইয়া আবার কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কই, তিনি কোথায় ? তোমরা কে ? এ আমি কোথায় আসিলাম ?" বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীর শিষ্যবেশী অনুচরেরা সকলেই ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়াছিল, মন্থরা সেজন্য কাহাকেও চিনিতে পারিতেছিল না, এমন সময় কুশ কিঙ্করগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মন্থরার তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না, তাঁহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ কি ? ইহার পূর্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন ? ওগো, তোমরা আমাকে হত্যা করো। আমি নদীগর্ভে ডুবিয়া মরিলাম না কেন, বিষ খাইলাম না কেন ? এ দগ্ধমুখ আমি রামের পুত্রকে দেখাইবার জন্য কেন জীবিতা রহিলাম !"

কুশও বিকৃতাবয়বা কুব্জার পরিবর্তে এই অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছিলেন, তাহাকে মন্থরা বলিয়া বিশ্বাস করিতেই তাঁহার সঙ্কোচবোধ হইতেছিল। কিন্তু রমণী যখন দুই হস্তে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া বারংবার আর্তস্বরে বলিতে লাগিল, "প্রভু, আমি আপনার শরণ লইয়াছিলাম, এই কি তাহার প্রতিফল ? আপনি আমাকে ব্যাঘ্রের বিবরে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন ? আপনি আমাকে আপনার তপোবনে স্থান দিবেন বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই কি আপনার তপোবন ? হায়, সংসারে কি একজন মানুষকেও বিশ্বাস করিবার উপায় নাই ? সর্বত্রই ছলনা, সর্বত্রই নিরীহ নির্বোধের প্রাণনাশের জন্য ব্যাধগণ মায়াজাল পাতিয়া বসিয়া আছে !" তখন কুশের মনের দ্বিধা ঘুচিল, বাক্‌স্ফূর্তি হইল ; আরও একটু অগ্রসর হইয়া তিনি কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "মন্থরা, তুমি শান্ত হও। আমার দ্বারা তোমার কোনও ক্ষতি হইবে না। তুমি আমাদের রাজান্তঃপুরে সসম্মানে স্থান পাইবে, যতদিন জীবিতা থাকিবে—ততদিন আমরা তোমার ভরণপোষণ এবং সেবা করিব। আমারই নির্দেশ-অনুসারে অমাত্য ভদ্র তোমাকে বারাণসী হইতে লইয়া আসিয়াছেন, আমি আমার নবরাজধানী কুশাবতীতে তোমাকে স্বাগত জানাইতেছি।"

মন্থরা কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল ; নবীন নৃপতির প্রসন্ন মুখের অভয়বাণী তাহার মর্মস্পর্শ করিল। সে নতজানু হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার পদতলে বসিয়া কাঁদিল। তারপর বলিল, "তুমি কি জানো, আমি তোমার মাতৃদেবীর স্বর্ণমূর্তি চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম ? তুমি কি জানো, আমি অযোধ্যা পরিত্যাগ করিবার পূর্বে রাজপ্রাসাদের বহু অমূল্য চিত্র ও ভাস্কর্য নষ্ট করিয়াছি ?"

কুশ হাস্যমুখে কহিলেন, "জানি।" মন্থরা প্রশ্ন করিল, "তোমার প্রদত্ত শাস্তি আমার সহ্য হইত, কিন্তু ক্ষমা কিরূপে সহ্য করিব, মহারাজ?" কুশ বলিলেন, "ক্ষমার প্রশ্ন উঠে না। সংসারের মানুষ তোমাকে ভুল বুঝিয়াছিল, তোমার দ্বারা তাই কেবল সংসারের অকল্যাণই হইয়াছে। তোমার প্রতি ঈশ্বর অবিচার করিয়াছেন, মানুষ অবিচার করিয়াছে, তুমিও তৎপরিবর্তে অন্যের ক্ষতি করিয়াছ। আজ আমরা ভ্রমসংশোধনের চেষ্টা করিতে চাই, তুমি আমার সহায় হইবে না?"

মন্থরা কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে বসিয়া থাকিয়া সহসা কুশের পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিল। অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে কহিল, "মহারাজ, আপনি,—তুমি সত্যই সীতা-দেবীর পুত্র। এই ধরিত্রীর মতো সহনশীলতা তোমাতেই সম্ভব। এক্ষণে আমি কী করিব বলিয়া দাও।"

কুশ বলিলেন, "রাজান্তঃপুরিকা যাঁহারা মন্দিরে আসিয়াছেন তাঁহাদের সংবাদ দিতেছি, তুমি তাঁহাদের সহিত আজ অন্তঃপুরে যাও। দীর্ঘপথভ্রমণে তুমি পরিশ্রান্তা আছ, এখানে জনকোলাহলের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলে বিশ্রামের আশা নাই। কল্য তোমার ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করা যাইবে।"

মন্থরা বলিল, "মহারাজ, যখন এত দয়া করিয়াছ, তখন আর একটু দয়া করো, আমাকে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আদেশ দিয়ো না। সেখানে আমার পরিচিতা বহু নারী এখনও আছে, তুমি ক্ষমা করিলেও তাহারা আমাকে ক্ষমা করিবে না, নিরন্তর দিবারাত্র ঘৃণা এবং বাক্যানলে দগ্ধ করিবে।"

কুশ বলিলেন, "তবে কোথায় থাকিতে চাও বলো? আমি উপস্থিত মন্দিরে প্রণাম করিয়া প্রাসাদে ফিরিব, আজ রাত্রে অন্ততঃ সেখানে ফিরিলে ভালো করিতে, শ্রান্তিবিনোদনের সুযোগ পাইতে।"

মন্থরা বলিল, "এ কাহার মন্দির, মহারাজ? এখানে আমার স্থান হয় না?"

কুশ বলিলেন, "এ শ্রীরামমন্দির। এখানে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সুবর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, দেখিতে চাও তো আমার সঙ্গে আসিতে পারো। পুরোহিত ঠাকুর তোমাকে মন্দিরসন্নিহিত পরিচারিকাদের গৃহে স্থান দিতে পারেন কি না তাহাও সেইসঙ্গে জানিয়া আসিতে পারিবে।"

মহারাজ কুশ মন্দিরসোপান আরোহণে অগ্রগামী হইলেন, মন্থরা ছত্রধারিণী এবং রাজভৃত্যগণ তাঁহাকে অনুসরণ করিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কুশ দেখিলেন, তখনও আরতি শেষ হয় নাই; ধূপধূম্রে প্রায়ান্ধকার কক্ষের একপ্রান্তে

দ্বারের অদূরে অমাত্য ভদ্র রামসীতার যুগলপ্রতিমার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কুশ তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভদ্র তাঁহাকে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "বিশাখদত্ত পাপিষ্ঠ হইলে কি হইবে, নিপুণ শিল্পী। প্রভুর মূর্তি যেন জীবন্ত বোধ হইতেছে।"

কুশ হাসিলেন। বলিলেন, "সত্য। আমি মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাই যে, পিতা জীবিত নাই। মন্দিরের যে প্রান্তেই দাঁড়াই পিতার স্নেহদৃষ্টি যেন আমাকে সাহায্য এবং সান্ত্বনা দান করে।"

মন্থরা কুশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে আরতি দেখিতেছিল, আরতিশেষে সকলের সহিত সেও ধুলায় লুটাইয়া প্রণাম করিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা অমাত্যের চক্ষুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, "আপনিই অমাত্য ভদ্র? আপনি সন্ন্যাসিবেশে আমাকে প্রতারণা করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন? বিশ্বাসপরায়ণা অসহায়া নারীকে ছলনা করিতে আপনার লজ্জা বোধ হয় নাই?"

ভদ্র বলিলেন, "ভদ্রে, আমি কুখ্যাত দুর্মুখ, আমাকে বেশী ঘাঁটাইও না। যখন বুদ্ধিহীনা কৈকেয়ীকে দিয়া নিরপরাধ রামকে অভিষেকমুহূর্তে বনবাসে পাঠাইয়াছিলে, তাহার ফলে বৃদ্ধ দশরথের প্রাণবিয়োগ ঘটাইয়া অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবনিতাকে কাঁদাইয়াছিলে,—সেদিন তোমার লজ্জা বোধ হয় নাই? বৃদ্ধবয়সে সীতাদেবীর দয়ায় রানীর ঐশ্বর্যে বাস করিয়া রামতিরোধানদিবসে রাজ্যের চরম দুর্দিনে যখন সীতাদেবীর স্বর্ণপ্রতিমা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে,— তখন তোমার লজ্জা বোধ হয় নাই? যখন পিতামহীপরিচয়ে মূর্খ উচ্ছিখকে লইয়া প্রণয়লীলায় নামিয়াছিলে, মূর্খ কাশীরাজকে রূপের কুহকে মুগ্ধ করিয়াছিলে, তখন তোমার লজ্জা করে নাই? যখন অনাথা অসহায়া উৎপলার নাসিকাচ্ছেদন এবং চক্ষু উৎপাটন করিয়া,—চন্দনার যৌবন হরণ করিয়া নিজের রূপগরিমা বৃদ্ধি করিয়াছিলে তখন তোমার লজ্জা করে নাই, মন্থরা? যখন কাশীরাজমহিষী মহাদেবীকে বিনা-দোষে পতিঘাতিনী বলিয়া প্রমাণ করিতে, তাঁহার পুত্রকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলে, তখন তোমার লজ্জাবোধ কোথায় ছিল, মন্থরা?"

মন্থরা অধোবদনা হইল। পূজাশেষে পুরোহিতের করধৃত প্রজ্বলিত আরতিপ্রদীপের উত্তাপ নিজ নিজ করতলে সংগ্রহ করিয়া অনায়াসে সন্তানসন্ততির এবং আপন আপন ইহ-পরকালের ইষ্টলাভের আগ্রহে যে-সমস্ত পুণ্যার্থিনী এতক্ষণ

পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন তাঁহারা উভয়ের বাদানুবাদে আকৃষ্টা হইয়া পুণ্যলোভ ত্যাগ করিয়াই মন্থরা, ভদ্র ও কুশকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেরই চক্ষে কৌতূহল, মুখে অব্যক্ত জিজ্ঞাসাচিহ্ন, "কে এই অপূর্ব সুন্দরী রমণী? মহারাজ কুশ জিতেন্দ্রিয় বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার পার্শ্বে এ কেন? এই ব্যক্তিই বা কে? এ উহাকে 'মন্থরা' বলিয়া সম্বোধন করে কেন? ইহাদের কিসের কলহ?" নারীদের সঙ্গে পুরুষ এবং শিশুরাও চতুর্দিকে কৌতূহলবশবর্তী হইয়া ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া কুশ অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন, করজোড়ে সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া একটু পথ দিন, আমরা বাহিরে যাইতে পারিতেছি না। আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনী দীর্ঘ পথ-ভ্রমণে ক্লান্ত আছেন।" কে কাহার কথা শুনে? মহারাজের ভাষণ শুনিবার জন্য তখন পর্যন্ত যাহারা দূরে—ছিল তাহারাও অগ্রসর হইয়া আসিল। তখন নিরুপায় হইয়া স্বর্ণদণ্ডধারী রাজভৃত্যগণ ব্যূহরচনা পূর্বক বিভিন্ন দিকে জনতাকে ঠেলিয়া পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ কিয়দ্দূরে অপসৃত হইলে কুশ বিরক্তি বিরস কণ্ঠে ভদ্রকে বলিলেন, "মন্দিরের মধ্যে দাঁড়াইয়া এ-সব কথা কেন? আপনি আজ শুধু নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই, আমাকে পর্যন্ত অপদস্থ করিয়াছেন। একজন সামান্যা নারীর কটুবচনে এতটা বিচলিত হইবার আপনার কোনও কারণ ছিল না। আমার অমাত্যরূপে আমার নির্দেশে আপনি মন্থরাকে লইয়া আসিয়াছেন, কেবল এই কথাটা তাহাকে জানাইলেই যথেষ্ট হইত। যাক্, আপনি বয়োবৃদ্ধ, আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে শোভন হয় না, অথচ না বলিয়াও পারিলাম না। আপনি শ্রান্ত, এখন গৃহে গমন করুন। কল্য প্রাতে রাজপ্রাসাদের গুপ্ত মন্ত্রণাগারে আসিবেন, সেইখানে আপনার কার্যবিবরণী আনুপূর্বিক শ্রবণ করিব। শুধু তৎপূর্বে একটা কথা আপনাকে জানাইয়া দিই। এই নারী ভালো হউক, মন্দ হউক, এক্ষণে আমার আশ্রিতা। আমি ইহাকে ক্ষমা করিয়াছি, অভয় দিয়াছি। ইহাকে অপমান করার অর্থ আমাকে অপমান করা,—সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রভুশক্তিকে অপমান করা,—এ-কথা স্মরণ রাখিবেন। আপনি যদি একান্তই ইহাকে ক্ষমা করিতে না পারেন, তবে অন্ততঃ আমার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জনসমাজে ইহার সহিত ভদ্রোচিত ব্যবহার করিবেন, নারীর সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবেন। সত্য বলিতে নিষেধ করি না, কিন্তু সত্যবচনও প্রিয়ভাবে বলা যায়। দুর্মুখ হওয়ায় কোনও গৌরব নাই,—মনে রাখিবেন। যান।"

অমাত্য ভদ্র প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইয়া কুশের দিকে চাহিয়া ছিলেন, তৎপরে নতমস্তকে তাঁহার তিরস্কারবাণী শুনিতেছিলেন। কুশ নীরব হইলে তিনি নীরবেই অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। স্বর্ণদণ্ডধারী জনৈক রাজভৃত্য অগ্রগামী হইয়া ভিড় ঠেলিয়া তাঁহাকে মন্দিরবহির্দেশে সোপানশ্রেণীর সম্মুখে পৌঁছিয়া দিয়া গেল, কিন্তু কৌতূহলী জনতা তখনও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল না। পশ্চাৎ হইতে কে যেন বলিল, "অমাত্য ভদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে যেন?" অপর একজন বলিল, "তাই তো দেখিতেছি। বহুদিন হইল দেশত্যাগী; শুনিয়াছিলাম, সন্ন্যাসী হইয়াছে, সেরূপ তো লক্ষণ দেখিতেছি না।" আর একজন বলিল, রামতিরোধানদিবসে প্রাসাদ হইতে যথেষ্ট ধনরত্ন সরাইয়াছিল শুনিয়াছি, ওদিকে উহার পরিত্যক্তা গৃহিণীর তো সংসার চলে না। অত অর্থ লইয়া লোকটা করিল কি?" একটি পুণ্যবতী মহিলা বলিলেন, "কী করিল বুঝিতে পারিতেছ না? কন্যার বয়সী ঐরূপ সুন্দরীদের দয়া পাইতে হইলে অর্থ লাগে।" আর একজন বলিলেন, "তা' বটে। ঐ অবিদ্যাটাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে নিশ্চয় মহারাজকে উপঢৌকন দিয়া ক্ষমালাভ করিবার জন্য। কোথাকার মেয়ে কে জানে?" পূর্বোক্তা পুণ্যবতী কহিলেন, "কাজ নাই ও-সব পাপকথায়। তবে মহারাজ আমাদের শিশু নহেন, তাঁহাকে ভুলানো সহজ হইবে না। কেমন ধাতানিটা দিলেন, দেখিলে না? আমাদের অমাত্য নিঘৃ'ণ, উহার ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া ছাড়িবেন, দেখ না। রাজার সম্পত্তি চুরি করিয়া যাইবে কোথায়?" একজন বৃদ্ধ মন্তব্য করিলেন, "কুশ মাতৃনির্বাসন বিস্মৃত হন নাই, সহস্র চক্ষুর সম্মুখে পাপিষ্ঠকে কী অপমানটাই না করিলেন! তারপর কুকুরের মতো দূরদূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। বেশ হইয়াছে।" আর একজন বৃদ্ধ ভক্ত বলিলেন, "রাজা আমাদের বয়সে নবীন হইলে কি হইবে, বিবেচক ব্যক্তি। দুমু'খটাকে তাড়াইলেন বটে, কিন্তু সুন্দরীটিকে হাতছাড়া করেন নাই। আহা, হতভাগ্য ভদ্রের দুই কূলই গেল।" চারিদিকে হাসির রোল উঠিল, নানা মুখরোচক আলোচনা করিতে করিতে সকলেই অগ্রসর হইল।

অমাত্যের বুকের মধ্যে তখন বহ্নিগিরি অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে, তিনি নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্তই শুনিলেন। তাঁহাকে নানারূপে আঘাত করিয়াও যখন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না তখন তাঁহার রসজ্ঞতায় সন্দিগ্ধ হইয়া প্রথমোক্ত নরনারীর দল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ভদ্র তখন পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, গর্ভগৃহের কেন্দ্রস্থলে স্বর্ণবেদিকায় স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট

শ্রীরামচন্দ্র ক্ষমাসুন্দর নির্নিমেষ নয়নে তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছেন, আর তাঁহার বেদিতলে নতজানু হইয়া বসিয়া কুশ এবং মন্থরা বৃদ্ধ পুরোহিতের নিকট হইতে প্রসাদী নির্মাল্য গ্রহণ করিতেছেন। ভদ্র অস্ফুট কণ্ঠে স্বর্ণপ্রতিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, প্রভু! কর্তব্যবোধে তোমাকে কঠিন দুঃখ দিয়াছি, তাই কি পুত্রের হস্তে আমার জন্য আজ এই কঠিন শাস্তি পাঠাইলে?"

জনৈক স্থূলকায় ধনী ব্যক্তি রাত্র্যন্ধতাবশতঃ ভদ্র যে পথিমধ্যে দণ্ডায়মান আছেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই, সবেগে আসিয়া তাঁহার বক্ষোলগ্ন হইলেন এবং পরক্ষণেই ভূপতিত হইলেন। ভদ্র তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতেই তিনি ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কে হে তুমি? চক্ষে দেখিতে পাও না? অন্ধকারে নগরবৃষের মতো পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন?" তাহার সমভিব্যাহারী আর এক ব্যক্তি পিছন ফিরিয়া অবিলম্বে ভদ্রের ঐ-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার কারণ নির্ধারণ করিয়া ফেলিল, তাঁহারই দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সে দেখিল মন্থরাকে। বলিল, "কি হে, সুন্দরী নারী কখনও দেখ নাই বুঝি? কিন্তু ওদিকে দৃষ্টি দিয়া কোনও লাভ হইবে না, বৎস, ও রাজভোগ্য হবি, তোমার মতো সারমেয়ের পাকস্থলীতে সহ্য হইবে না।" ইহারা অমাত্যকে চিনিত না, অমাত্যের অন্তরে ইহাদের বিষদিগ্ধ বাক্যবাণ বিদ্ধ হইয়া কী গভীর যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা ধারণা করিবার শক্তি ইহাদের ছিল না। মন্দিরদ্বারের বাহিরে আসিয়া পর্যন্ত ভদ্র যেন চলচ্ছক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। তখন তিনি সোপানাবতরণ করিবেন কি, প্রতিপদেই তাঁহার পদস্খলনের সম্ভাবনা ঘটিতেছিল। জরাজীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় তিনি এক-একটি সোপানে নামিয়াই কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইতেছিলেন। একটি বৃদ্ধা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন, "রাজপুরুষেরা এই মদ্যপগুলাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে বাধা দেয় না কেন?" দ্বিতীয়া বৃদ্ধা মালা ফিরাইতে ফিরাইতে বলিলেন, "মদ্যপ নয় গো, মদ্যপ নয়, এ সমস্তই ভান। একদণ্ড পূর্বে এই মানুষটাকে দ্রুতপদে উপরে উঠিতে দেখিয়াছি। নিশ্চয়ই কোনও কু-অভিসন্ধি লইয়া কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শিকারী বিড়ালের গুম্ফ দেখিয়া চিনিতে পারো না!" প্রথমা বৃদ্ধা বলিলেন, "আকৃতি দেখিয়া তো ভদ্র ইতর বোঝা যায় না। চল, না হয় তোরণের প্রহরীকে সাবধান করিয়া দিয়া যাই। অনেক সালঙ্কারা ধনিকন্যা এবং রাজান্তঃপুরিকা আসিয়াছে, কাহার উপর কখন উপদ্রব করিবে কে জানে? এগুলা মানুষ, না পশু?"

অমাত্য ভদ্র এ-মন্তব্যও শুনিলেন, মনে মনে বলিলেন, "ধরণী, তুমি দ্বিধা হও, আমার এ-লজ্জা নিবারণ করো। আর যে সহ্য হয় না।" তিনি আর একটি সোপান অতিক্রম করিতে গিয়া স্খলিতপদ হইলেন, সেই মুহূর্তে একটি সবল কোমল শঙ্খবলয়শোভিত নারীবাহু তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অগ্রসর হইয়া তাঁহার বাম কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল, তাঁহার পতনোন্মুখ দেহের ভার নিজ দেহে লইয়া একটি অর্ধাবগুণ্ঠিতা সুরূপা প্রৌঢ়া রমণী তাঁহাকে আসন্ন পতন হইতে রক্ষা করিলেন। সুতপা স্বামীর কানে কানে বলিলেন, "আমি সঙ্গে আছি, ভয় কি? আমার স্কন্ধে ভর দিয়া চলো।"

কুশাবতীর রাজপ্রাসাদে সভাগৃহ এবং অন্তঃপুরের মধ্যপথে সু-উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানাভ্যন্তরে রক্তপ্রস্তরনির্মিত একটি সুরম্য গৃহ রাজাধিরাজ কুশের গুপ্তমন্ত্রণাগাররূপে ব্যবহৃত হইত। সেদিন প্রভাতে সেখানে মন্ত্রণাসভা বসিয়াছিল। নবীন নৃপতি তাঁহার অষ্টসচিবসহ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাম্রাজ্যের শুভাশুভবিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। বিভিন্ন প্রান্তপাল, মহাসামন্ত, দণ্ডনায়ক, কোট্টপাল, হস্ত্যধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, তরিক প্রভৃতি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন-প্রান্তে-নিযুক্ত রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত সংবাদ দূত-প্রৈষণিক সভায় নিবেদন করিলেন, জ্যেষ্ঠকায়স্থ এবং মহামুদ্রাধিকৃতের সহায়তায় সম্রাটের মুদ্রাঙ্কিত আদেশপত্র সাম্রাজ্যের বিভিন্ন-প্রান্তে প্রেরিত হইল। অতঃপর অন্য সকলকে বিদায় দিয়া মহারাজ কুশ সচিববর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যতদূর বুঝা যাইতেছে, তাহাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলে আশু কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই। প্রজাগণ এবং সৈন্যগণ সুখী এবং সন্তুষ্ট, রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজিত।"

স্পষ্টবাদী বলিয়া সচিবগণের মধ্যে তক্ষকের দুর্নাম ছিল। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আজ যেখানে শান্তি বিরাজিত, কল্য সেখানে অশান্তি জাগ্রত হইতে বাধা নাই। সাম্রাজ্যের কেন্দ্ররূপে কুশাবতী অযোধ্যা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অযোধ্যা অনেক উত্তরে, জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত শাসনে রাখিতে হইলে বিন্ধ্যসন্নিহিত মধ্যদেশই কেন্দ্রীয় রাজশক্তির পক্ষে প্রশস্ত। মহারাজ এখনও অযোধ্যাযাত্রার আদেশ প্রত্যাহার করিলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইবে না।"

অমাত্য সুনন্দ শ্রীরামচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন, তিনি সম্প্রতি নৃপতির মুখ্য-সচিব। তত্ত্বজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ বলিয়া মহারাজ কুশের তিনি সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসভাজন ছিলেন। কুশ তাঁহার দিকে চাহিতে তিনি বলিলেন, "মহারাজ, মানবেন্দ্র মনুপ্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিবৃন্দ, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি আপনার পূর্বপিতামহগণ সকলেই অযোধ্যা নগরীকে কেন্দ্র করিয়া সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছেন। বিরলবসতি দাক্ষিণাত্যে এবং বন্ধুভাবাপন্ন লঙ্কারাজ্যে আমাদের অচিরভবিষ্যতে বিপদের কারণ নাই, অপর পক্ষে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত হইতে গিরিপথ দিয়া যে কোনো মুহূর্তে দুর্ধর্ষ শত্রুদল জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করিতে পারে, সীমান্তবাসী যবন, গন্ধর্ব, কিন্নর এবং হিমাচলপাদবাসী কিরাতদিগকেও বিশ্বাস নাই, সদা সতর্ক না থাকিলে উত্তরাপথের যে-কোনো রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিতে পারে। শাসিত রাজ্যের বিস্তৃতির দৈর্ঘ্য বিচার না করিয়া জনসংখ্যা, কোষ, অস্ত্রবল, সৈন্যবল, শিক্ষায় অগ্রসরতা ইত্যাদিই বিচার করিতে হয়। সেদিক দিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনই আমার মতে উপস্থিত কর্তব্য।"

তক্ষক বলিলেন, "বহু সহস্র বৎসরের স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে অযোধ্যার নাগরিকেরা অলস বিলাসী এবং অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছিল, রাজধানী পরিবর্তনের ফলে তাহাদের মধ্যে যেটুকু জাগৃতির চিহ্ন দেখা দিয়াছে, পুরাতন আবাসে ফিরিয়া গেলে অবিলম্বে তাহা অন্তর্হিত হইবে, তাহারা নিদ্রিতাবস্থায় সহসা কোনও প্রবল শত্রুর কবলে পড়িবে।"

সুনন্দ বলিলেন, "বহু সহস্র বৎসরের সভ্যতার এবং সংস্কৃতির, শৌর্যের এবং অভিজ্ঞতার ধাত্রী অযোধ্যা। অতীত মহত্ত্বের উত্তরাধিকার হেলায় ত্যাগ না করিয়া তাহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে অযোধ্যা চিরদিন 'অ-যোধ্যা'ই থাকিবে।"

উভয়েই ক্রমে উত্তপ্ত হইতেছেন দেখিয়া কুশ তাঁহাদিগকে বাধা দিলেন, বলিলেন, "অযোধ্যা-প্রসঙ্গ এখন আর আলোচনা করিয়া লাভ নাই, ইক্ষ্বাকু বংশের কুলগুরু বসিষ্ঠদেব ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি, তিনি যে আদেশ দিয়াছেন তাহাই আমরা শিরোধার্য করিয়াছি। আমার অনুরোধে তিনি শীঘ্রই এখানে আসিতে সম্মত হইয়াছেন। উপস্থিত আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করি আসুন। আপনারা জানেন, অমাত্য ভদ্র গতকল্য সন্ধ্যায় কুখ্যাতা পলাতকা দাসী মন্থরাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। কী কৌশলে কুরূপা মন্থরা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী হইয়া কাশীরাজ সুপর্ণকে বিবাহ করিয়াছিল, কী কৌশলে সন্ন্যাসীর-বেশধারী অমাত্য

ভদ্র তাহাকে কাশী হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন তাহা আপনারা ইতঃপূর্বে অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে সমস্যা হইয়াছে, মন্থরাকে কোথায় স্থান দেওয়া যায়? সে রাজপ্রাসাদে থাকিতে সম্মতা নহে, আমাদের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতেও সম্মতা নহে। তাহাকে লইয়া কী করা যায়?"

অমাত্য ভদ্র সচিববর্গের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মনে পূর্বরাত্রে যে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল, অদ্য প্রভাতে কুশের অকপট ক্ষমাপ্রার্থনায় তাহা বিদূরিত হইয়াছে। কুশ অন্যান্য সচিবগণের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে তাঁহার অর্থসচিব পদে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে মুদ্রাঙ্কিত নিয়োগপত্র দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি কি এখন বিদায় লইতে পারি? জ্যেষ্ঠকায়স্থ এবং কোষাধ্যক্ষ বোধ হয় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

কুশ বলিলেন, "আলোচ্য বিষয় যখন মন্থরার ভবিষ্যৎ, তখন আপনার আর কিছুক্ষণ উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। আমি আপনারও পরামর্শপ্রার্থী।"

অমাত্য সুনন্দ রসিক ব্যক্তি, মন্ত্রণাসভার অবান্তর দলবল বিদায় লওয়ার পর হইতে তিনি একটু সহজ ভাবে দুই-একটা রসিকতা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, বলিলেন, "সেই সন্ন্যাসিবেশ, সেই নারীহরণ। বন্ধুবর ভদ্র কুটিলতার রাবণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। স্বভাবকুটিলা মন্থরা ইঁহার মঞ্জুষায় মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো সুড়সুড় করিয়া প্রবেশ করিয়াছে। মা জানকীর মতো আর্তনাদ করে নাই।"

রাজার বিদূষক মহোদর মন্ত্রণাসভার বহির্দেশে একটি বানরশিশুকে লইয়া এতক্ষণ নৃত্যশিক্ষা দিতেছিল, সে গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "আহা, 'সদা পশ্যন্তি সুরয়'। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সর্বদা সুড়সুড় করিয়া প্রবেশ করিবে। বুঝা যাইতেছে, মন্থরা শাস্ত্রজ্ঞা।"

কুশ হাসিয়া বলিলেন, "যাক্, তোমাকে আর বিদ্যা ফলাইতে হইবে না। এখন পরিহাসের সময় নয়।" মহোদর বলিল, "কী বিপদ্! আমি শাস্ত্রকথা বলিলে তোমরা যদি পরিহাস মনে করো, তবে যাই কোথায়?" সুনন্দ বলিলেন, "তোমার শাস্ত্রজ্ঞান তো গভীর। মন্থরাকে লইয়া কী করা যায়—সে বিষয়ে তোমার শাস্ত্র কিছু বলে?"

মহোদর বলিল, "কী আর বলিবে? শাস্ত্র মারা গিয়াছে।" সুনন্দ বলিলেন, "আহা, বড়োই সাধু ব্যক্তি ছিল। কখন মরিল?" মহোদর বলিল, "আরে মূর্খ, জানো না, জ্ঞানাৎ শাস্ত্রং প্রণশ্যতি। জ্ঞান হইলেই শাস্ত্র প্রাণত্যাগ

করে। আমার তিন বৎসর বয়সে জ্ঞান হয়।" সুনন্দ বলিলেন, "তবে যে এখনই শাস্ত্র আওড়াইতেছিলে ? শিখিলে কিরূপে ?" মহোদর বলিল, "কী করি ? ব্রাহ্মণসন্তান, পিতৃপিতামহ চিরদিন নির্বোধদের প্রতারণা করিয়া খাইয়াছেন, আমি দুইচারিটা বচন না আওড়াইলে লোকে মানিবে কেন ? তাই মৃতকে জীবন্ত বলিয়া চালাই।"

সুনন্দ বলিলেন, "তা বেশ করো। এখন তোমার মৃত শাস্ত্রকে না-হয় বাদ দাও, জীবন্তজ্ঞান কিছু পরামর্শ দেয় ?" মহোদর বলিল, "বলে, স্ত্রীরত্নংদুষ্কুলা-দপি। মন্থরা পূর্বে যাহাই থাকুক, এখন সে স্ত্রীরত্ন। রাজার কোনও কর্মচারী রাজাদেশে কোনো সম্পত্তি আহরণ করিলে তাহা রাজারই প্রাপ্য হয়। আমাদের রাজার অন্তঃপুরে এ-রত্ন মানাইবে ভালো। দেবীর দোলায় আগমন, ফলং নিত্য ব্রাহ্মণভোজনং, ষোড়শোপচারেণ সংপূজনঞ্চ। অধিকন্তু শাস্ত্র বলেন, 'মিষ্টান্নং ইতরেজনাঃ'।"

কুশ বলিলেন, "বলিয়াছ ভালো। দাসী আমার পিতামহী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, তাহা মনে আছে ?" মহোদর বলিল, "বয়স্য, শাস্ত্র বলিয়াছেন— 'কোঽতিভারঃ সমর্থানাং ?' তুমি রাজ্যের ভারবহনে সমর্থ, আর একটা পিতামহীর-বয়সী নারীর ভার বহন করিতে ভয় পাইতেছ ? তা'ছাড়া 'যা গতা সা গতা'; যখন সে পিতামহী-পরিচয়ে উচ্ছিখের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছিল এখন তো তাহার সে কুরূপা-বৃদ্ধার রূপ নাই। সে এখন পূর্ণ যুবতী, ভালোই মানাইবে।"

কুশ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি দূর হও, নচেৎ প্রহৃত হইবে, ব্রাহ্মণ বলিয়া নিস্তার পাইবে না।"

মহোদর ভীতির ভান করিয়া বানরশিশুকে কক্ষে লইয়া গাত্রোত্থান করিল, "অলমলং সাহসেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'ব্রাহ্মণং চ স্ত্রীয়োগাংশ্চ পুষ্পেনাপি ন তাড়য়েৎ'। তা' তোমরা যখন শাস্ত্র মানিবে না, তখন আমিই 'স্থানত্যাগেন দুর্জন' করি।" সে মন্ত্রণাগৃহ ত্যাগ করিয়া অদূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া আবার তাহার বানরকে নৃত্যকলা শিক্ষা দিতে লাগিল।

তখন অন্যতম সচিব উত্তম বলিলেন, "মহারাজ, মন্থরাকে কাশীরাজের নিকট প্রত্যর্পণ করিলে কিরূপ হয় ? অমাত্য ভদ্রের কথায় মনে হইল, তিনি উহার প্রেমে উন্মত্ত। মন্থরা-লাভ করিলে তিনি কৃতজ্ঞতাবশতঃ চিরদিন আপনার অনুগত থাকিবেন।"

কুশ ভদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, মহারাজ,

সে আর হয় না। মন্থরা কাশীরাজ্যে এবং রাজান্তঃপুরে শনিস্বরূপা হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, আমি আর একদিন বিলম্ব করিলে সে কাশীরাজকে দহে মজাইত। ঐ পাপিষ্ঠার প্রতি দয়া করিতে গিয়া নিরপরাধা রাজমহিষীদিগের এবং নির্দোষ প্রজাপুঞ্জের ক্ষতি করিলে আপনি ধর্মের নিকট অপরাধী হইবেন।" সুনন্দ বলিলেন, "বন্ধুবর ভদ্র নারীহরণ করিয়া সম্প্রতি বড়োই ধর্মপ্রবণ হইয়াছেন। মহারাজ, আমি বলি কি, মন্থরাকে লঙ্কায় প্রেরণ করা হউক। লঙ্কাধিপতি বিভীষণ অজর অমর, ও-দিকে তাঁহার সরমা মন্দোদরী প্রভৃতি মহিষীগণ ক্রমেই বৃদ্ধা হইতেছেন বলিয়া নিশ্চয়ই তিনি মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে মন্থরা দান করিলে লঙ্কারাজ্যের সহিত আমাদের সখ্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সেখানে মন্থরা কোনওরূপ ক্ষতি করিতে সাহস করিবে না, গোলমাল করিবামাত্র রাজা বা রাজভৃত্যগণ তাহাকে উদরসাৎ করিবেন।"

এ-পরামর্শও কুশের মনঃপূত হইল না, কহিলেন, "বিভীষণ আমার পিতৃ-বন্ধু, তাঁহার নিকট এ-প্রস্তাব আমি করিতে পারিব না। তিনিও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, এরূপ উপহার লইতে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।"

অমাত্য নিঘৃণ বলিলেন, "মহারাজ, কুশাবতী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন করিতে ও পরিত্যক্ত নগরীকে বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। অমাত্য ভদ্রের অনুপস্থিতিতে রাজকোষের তত্ত্বাবধান আমি করিতেছিলাম, সুতরাং এ-বিষয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে যে, আপনার বর্তমান অর্থবল এজন্য যথেষ্ট নহে। প্রজাগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইলে আপনার আয়বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। করবৃদ্ধি করা আপনার মত নহে জানি, সে-ক্ষেত্রে মহারাজ রামচন্দ্র কর্তৃক বিজিত রাজ্য-সমূহ হইতে প্রাপ্ত কিছু দুর্লভ মণিরত্ন বিক্রয় করা আশু প্রয়োজন হইবে। সেই সঙ্গে অনায়াসলব্ধ এই দুর্লভ নারীরত্নটিকেও কোনও সামন্ত নৃপতি বা ধনকুবের শ্রেষ্ঠীর নিকট সর্বোচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে আমাদের অর্থচিন্তার কিছু লাঘব হইত। বিকল্পে তাহাকে বিভিন্নদেশীয় ধনিজনের নিকট সাময়িকভাবে গচ্ছিত রাখিয়াও অর্থসংগ্রহ করা চলিতে পারে।"

কুশ বলিলেন, "মন্থরাকে প্রতারণা করিয়া ফিরাইয়া আনায় যে পাপ না হইয়াছে, তাহাকে বিক্রয় করিলে বা পণ্যাস্ত্রীরূপে ব্যবহার করিলে তাহার

শতগুণ পাপ হইবে। যে আমাকে বিশ্বাস করিয়া আশ্রয় লইয়াছে, আমি তাহার সম্মতি-ব্যতিরেকে তাহাকে কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিব না।"

ভদ্র বলিলেন, "মহারাজ, মন্থরা নিজমুখে তাহার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা জানাইলে ভালো হয় না?"

কুশ বলিলেন, "আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। তাহার ভাগ্য নির্ধারণ করিবার পূর্বে তাহার বক্তব্য কিছু আছে কি না আমাদের অবগত হওয়া কর্তব্য। দৌবারিক!"

দৌবারিক দ্বারদেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়া অভিবাদন করিল। কুশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে রমণীকে আনিবার জন্য শিবিকাপ্রেরণ করিয়াছিলাম তিনি আসিয়াছেন কি?"

দৌবারিক নিবেদন করিল, "তিনি উদ্যান-বহির্দেশে কিছুক্ষণ হইল অপেক্ষা করিতেছেন।"

কুশ বলিলেন, "তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" তারপর সচিবগণের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "এত লোকের সম্মুখে সে অন্তরের কথা বলিতে লজ্জা পাইবে না?" রাজার ইচ্ছা অবগত হইয়া সচিবগণ সকলেই কক্ষ ত্যাগ করিতেছিলেন। কুশ বলিলেন, "আর্য সুনন্দ, আপনি থাকুন। আর্য ভদ্র, আপনারও থাকা প্রয়োজন।" অন্যান্য সচিবগণ অভিবাদনপূর্বক বিদায় লইবার পর অনতিবিলম্বে দৌবারিকসহ মন্থরা ধীরপদে নতমস্তকে প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং পুষ্পবীথিকামধ্যস্থ প্রস্তরমণ্ডিত পথ অতিক্রম করিয়া মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিল। সে একবার সকলের দিকে চাহিল, তারপর নৃপতিকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন, মহারাজ?"

কুশ বলিলেন, "ভদ্রে, আমি শীঘ্রই কুশাবতী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন করিব, তোমাকে তাহা জানাইয়াছি। তুমি যদি সেখানে যাইতে না চাও, তবে আমি তোমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইয়া যাইব না। কিন্তু এখানে এই পরিত্যক্ত নগরে তোমার নবলব্ধ রূপযৌবন লইয়া বাস করাও নিরাপদ্ হইবে না। তুমি কি কাশীরাজের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে?" মন্থরা চিন্তামাত্র না করিয়া বলিল, "না।"

কুশ প্রশ্ন করিলেন, "অন্য কোনও রাজা বা রাজপুত্র বা ধনকুবের শ্রেষ্ঠীর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিতে চাও? তুমি ইচ্ছা করো তো আমি আজই এই নগরীতে সমাগত কমপক্ষে ঊনবিংশজন মুকুটধারী নৃপতিকে তোমার সম্মুখে

উপস্থিত করিতে পারি, তাঁহারা যে কেহ তোমাকে লাভ করিলে কৃতার্থ হইবেন। তুমি স্বেচ্ছায় যাঁহাকে নির্বাচন করিবে—তাঁহার সহিত তোমার বিবাহ দিব। বলো, লজ্জা করিয়ো না।"

মন্থরা বলিল, "মহারাজ, আমি বিবাহিতা, আমার বিবাহের প্রশ্ন উঠিতে পারে না।" ভদ্র বলিতে গিয়াছিলেন, "দুইবার বিবাহ হইয়াছে, আর একবারে ক্ষতি হইত না," কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া রসনা সংযত করিলেন। কুশ বলিলেন, "তবে তোমার জন্য কী করিতে পারি, বলো ?"

মন্থরা অল্পক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর যুক্তকরে বলিল, "বৎস, মহারাজ, যদি ক্ষমা করিয়া থাকো, তবে আজ আমাকে একটি ভিক্ষা দাও।"

স্বভাবদুর্মুখ ভদ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "সাবধান, মহারাজ। কেশহীন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বিল্বতলে গমন করে না। অযোধ্যার রাজপরিবারে মন্থরার ক্রীড়াপুত্তলিকা কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনার ফল অবিদিত নহে। এবার সে স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হইয়াছে, এক বরেই আপনাকে পথে বসাইবার ক্ষমতা সে রাখে। কী মন্থরা, একটি বর চাহিবে, না দুইটি ? মহারাজের বনবাস এবং পাপিষ্ঠ ভদ্রের শূলদণ্ড ? কি বলো ?"

কুশ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রসন্ন প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বলো, মন্থরা, তোমার কী প্রার্থনা ? আমার সাধ্যাতীত না হইলে অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিব।"

মন্থরা বলিল, "শুনিলাম, তুমি শ্রীরামমন্দির হইতে বিগ্রহদ্বয় অযোধ্যায় অপসারিত করিবে ?"

কুশ বলিলেন, "যথার্থ শুনিয়াছ। স্বর্ণ-প্রতিমাদ্বয়কে পুরোবর্তী করিয়াই আমি কুশাবতী ত্যাগ করিব।"

মন্থরা বলিল, "অযোধ্যার আকাশ-বাতাস রামসীতার কীর্তিকাহিনীতে পরিপূর্ণ, সেখানে এই মূর্তিদ্বয় লইয়া গিয়া তৈলসিক্ত মস্তকে তৈলদান করিয়া কী লাভ হইবে, মহারাজ ? এখানে রাখিয়া যাইলে চলে না ?"।

কুশ বলিলেন, "ঐ মূর্তি দুইটি আমার প্রাণস্বরূপ, মন্থরা।" মন্থরা বুঝিল, আবার কিয়ৎকাল নীরব রহিয়া বলিল, "তবে এখানকার শূন্য মন্দিরের জন্য দুইটি প্রস্তর-প্রতিমা রচনার আদেশ দাও।" কুশ বলিলেন, "দিয়াছি। বিশাখ-দত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত এবং মথুরা হইতে আগত ভাস্কর ধনঞ্জয় দুইটি মূর্তিই প্রায়

শেষ করিয়া আনিয়াছেন। বর্তমানে যে বৃদ্ধ পুরোহিত পূজা করিতেছেন,—তাঁহাকেই পূজার ভার দিয়া যাইব।"

মন্থরা বলিল, "আমাকে সেই মন্দিরের পরিচর্যার ভার দাও। আমি নিজহস্তে প্রতিদিন মন্দিরকুট্টিম মার্জনা করিব; পুষ্প-অর্ঘ্য রচনা করিব, বিগ্রহ-দ্বয়কে মাল্যচন্দনভূষিত করিব। পাপিষ্ঠা বলিয়া ঘৃণা করিয়ো না, এই কাজটুকুর অধিকার আমাকে দিয়া যাও।"

কুশ বলিলেন, তোমাকে মন্দির-পরিচর্যার ভার দিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু আমার সৈন্যদল চলিয়া গেলে তোমাকে রক্ষা করিবে কে? পরিত্যক্ত নগরীতে পার্বত্য-দস্যুরা হয়তো তৃণখণ্ডটি অবশিষ্ট রাখিবে না। তাহারা বৃদ্ধ পুরোহিত এবং পাষাণবিগ্রহকে অব্যাহতি দিলেও তোমাকে অব্যাহতি দিবে মনে হয় না।"

মন্থরা বলিল, "তাহার ব্যবস্থাও তুমি করিতে পারো। আমার বহু অপরাধ সঞ্চিত আছে, তোমার দণ্ডপাশিককে এখনই নির্দেশ দিলে তাহার ভৃত্যেরা আমার মুখের এবং ঊর্ধ্বাঙ্গের মাংস স্থানে স্থানে দগ্ধসন্দংশিকা দ্বারা উৎখাত করিবে বা তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা বিদারণ করিয়া ক্ষতসৃষ্টি করিবে। তখন আমি এমন বিকৃতদর্শনা হইয়া যাইব যে তস্করেও আমাকে স্পর্শ করিবে না।"

কুশ বলিলেন, "সে হয় না, ভদ্রে, ও-কথা আমি চিন্তাও করিতে পারি না।"

মন্থরা বলিল, "তবে আমি নিজেই না-হয় উত্তপ্ত তৈলে মুখমণ্ডল এবং শরীরের দৃশ্যমান অংশ দগ্ধ করি, তাহা হইলে তো আমার এ-অভিশপ্ত-রূপ থাকিবে না, লোকে দেখিলে ভীত হইবে।"

কুশ বলিলেন, "ও-সকল চিন্তা পরিত্যাগ করো।"

মন্থরা বলিল, "আর এক উপায় আছে, তাহা কঠিনতর, কিন্তু তোমার পক্ষে তাহা অসম্ভব না হইতে পারে। আমি যে রমণীর চক্ষু ও নাসিকা হরণ করিয়া মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়াছি, যাহার যৌবন হরণ করিয়া যৌবনবতী হইয়াছি, তাহাদিগকে তুমি আনাইয়া দাও। তুমি রাজাধিরাজ, সর্বশক্তিমান্, তুমি আদেশ দিলে অবন্তীরাজ প্রতিষ্ঠানরাজ, সকলেই অবিলম্বে সেই হতভাগিনী-দিগকে সন্ধান করিয়া প্রেরণ করিবেন, শল্যচিকিৎসক এবং বৈদ্যাচার্যও তোমার আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আমি যাহার যাহা কিছু লইয়াছি—তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিব। আমার স্রষ্টা আমাকে কুরূপা করিয়া দাসীগর্ভজা করিয়া জন্ম দিয়াছিলেন, আমি নিজের চেষ্টায় সুরূপা হইয়াছিলাম, কিন্তু

স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারিলাম না, সে-জন্য আমার বিদ্রোহ নিষ্ফল হইয়াছে, চিত্তে শান্তি নাই। এখন পরাজয় স্বীকার করিয়া কুরূপা দাসীরূপেই আমি পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে চাই। তুমি আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ দাও, মহারাজ।"

এমন সময়ে বেত্রবতী দ্রুতপদে আসিয়া নতজানু হইয়া জানাইল, মহর্ষি বসিষ্ঠ দ্বারে সমাগত। মহারাজ কুশ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া আসিলেন, পাদ্যঅর্ঘ্যপ্রদানান্তর প্রণাম করিয়া সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে মৃগচর্ম বিছাইয়া বসিতে দিয়া সপারিষদ্ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মহর্ষি স্মিতহাস্যে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে আদেশ দিলেন। অনন্তর সকলে আসন গ্রহণ করিলে তিনি রাজার এবং রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কুশ করপুটে নিবেদন করিলেন, "অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া আপনাকে স্মরণ করিয়াছি। প্রথমতঃ কুশাবতীপরিত্যাগ-সমস্যা, দ্বিতীয়তঃ এই মন্থরা-সমস্যা।"

মন্থরা এতক্ষণ কিছুদূরে একটি স্তম্ভের অন্তরালে কিছুটা আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মহর্ষি তাহার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন দেখিয়া সে নতমুখে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং ভূলুণ্ঠিতা হইয়া মহর্ষিকে প্রণামপূর্বক নতজানু হইয়া যুক্তকরে ভূতলেই উপবিষ্টা রহিল।

মহর্ষি বসিষ্ঠ কিছুক্ষণ তাহাকে লক্ষ করিলেন। তারপর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি সত্যই অনুতপ্তা?"

মন্থরা বলিল, "আপনি অন্তর্যামী, আপনার কাছে কিছুই গোপন নাই।"

মহর্ষি বলিলেন, "কাশীরাজের নিকট ফিরিয়া যাইবে?"

মন্থরা বলিল, "না, প্রভু। আমি তাঁহার প্রেমের মর্যাদা রাখিতে পারি নাই। যে রূপজ মোহে তিনি তাঁহার পূর্বপত্নীদিগের প্রেম বিস্মৃত হইয়াছিলেন—তাহার উপরও আর আমার লোভ নাই। তবে তিনি আমার দেহমনের বুভুক্ষা ঘুচাইয়াছিলেন; শ্রদ্ধা না করিতে পারি, দূর হইতে চিরদিন তাঁহার মঙ্গলকামনা করিব।"

বসিষ্ঠ বলিলেন, "তোমার পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইলে তুমি কষ্ট পাইবে না?"

মন্থরা সবিনয়ে বলিল, "কষ্ট পাইব না—এ-কথা বলিব না, তবে সহ্য করিব। আপনার আশীর্বাদে পারিব বলিয়া মনে হয়। আপনি দয়া করিয়া মহারাজকে অনুমতি দিলে তিনি আমাকে অঋণী হইবার সুযোগ দিবেন।"

বসিষ্ঠ বলিলেন, "উত্তম। মহারাজের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না, আমিই তোমাকে সে সুযোগ দিব। তুমি অন্যের ক্ষতি না করিয়া যেটুকু রূপ, রৌপ্য এবং স্বর্ণের সাহায্যে, সংগ্রহ করিয়াছ তাহা তোমার থাকুক, আর যাহা অন্যের নিকট হইতে নিষ্ঠুরতা দ্বারা আহরণ করিয়াছ, তাহা এই মুহূর্তে পূর্ব-আধারে ফিরিয়া যাউক; যাহাদের নিকট তুমি ঋণী আছ, তাহাদের ঋণ শোধ হউক। শল্যচিকিৎসার দুঃখ দুই পক্ষকেই আর দ্বিতীয়বার দিতে চাহি না, তোমার সুমতির পুরস্কারস্বরূপ আমার তপোবল আজ তোমার জন্য কিছু প্রয়োগ করিলাম। তোমার কল্যাণ হউক।"

সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, নিমেষমধ্যে সেই পদ্মপলাশলোচনা সুনাসা নারীর অপূর্বসুন্দর যুবতীদেহ এক স্থূলনাসা অনতিক্ষুদ্রনয়না ঈষল্লোলচর্মা কিন্তু ভ্রমরকৃষ্ণকেশা গৌরবর্ণা সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ়ার শরীরে রূপান্তরিত হইয়াছে।

মন্থরা একবার নিজের বলিরেখাঙ্কিত কপোল ও ললাট অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিল, ঈষৎ-কুঞ্চিত গাত্রচর্ম কৌতূহলভরে নিরীক্ষণ করিল, তারপর প্রসন্ন-হাস্যোদ্ভাসিতমুখে আবার ভূতলে লুটাইয়া মহর্ষিকে প্রণাম করিল।

মহর্ষি প্রশ্ন করিলেন, "সন্তুষ্টা হইয়াছ তো?" মন্থরার বিস্ময়ের ঘোর তখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই, সে শুধু সম্মতিসূচক মস্তকসঞ্চালন করিল। মুহূর্তকাল পরে প্রশ্ন করিল, "উৎপলার, চন্দনার কী হইল?"

মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন, "উৎপলা সহসা চক্ষু ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে অধীরা হইয়াছে। সে কেবলই নির্নিমেষনেত্রে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে, আর পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিতেছে। চন্দনা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া বসিয়া আছে। বৎস কুশ, তুমি অবিলম্বে উহাদিগকে আনাইয়া মন্থরার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করাইয়ো। উৎপলাকে অযোধ্যায় দেবসেবার ভার দিয়ো, তাহার পুত্রকে প্রতি-পালন করিয়া যথাকালে তোমার পার্শ্বরক্ষী নিযুক্ত করিয়ো, চন্দনার বিবাহে কিছু যৌতুক দিয়া, ধনিগৃহে মনোমত প্রার্থী পাইলে বিবাহ দিয়ো।"

কুশ করজোড়ে কহিলেন, "আমি এখনই তাহাদের আনাইবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছি। তাহারা আসিলে অবশ্যই মন্থরার সহিত সাক্ষাৎ করাইব। কিন্তু প্রভু, এই শূন্য নগরে মন্থরাকে রাখিয়া যাওয়া কি নিরাপদ্ হইবে?"

মহর্ষি কহিলেন, "কুশ, তোমার কুশাবতী কোনও-দিন শূন্য হইবে না। শত প্রলোভনেও এ নগরী পরিত্যাগ করিবে না—এরূপ নাগরিক এখানে আছে। পুররক্ষক এবং কিছু সৈন্য, শাসন এবং বিচারের জন্য কিছু ব্যবস্থা,—তোমাকে

এখানে রাখিতেই হইবে, মন্থরা তাহাদের তত্ত্বাবধানেই থাকিবে। যতদিন জীবিতা থাকিবে ততদিনে সে রামায়ণ গান গাহিয়া এ-অঞ্চলের পার্বত্য জাতিদের হৃদয়জয় করিবে। পরে তোমার সৈন্যদিগের আর প্রয়োজন হইবে না। স্থানীয় নিষাদ, শবরাদির বংশধরেরাই যুগযুগ ধরিয়া কুশাবতী রক্ষা করিবে, নগরীর শূন্য মন্দিরে ও গৃহসমূহে প্রদীপ জ্বালাইবে, রামনামে আকাশ বাতাস প্লাবিত করিবে।"

মহারাজ কুশ বলিলেন, "আপনার অভয়বাক্যে নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, কুশাবতী নির্মাণ করিতে রাজকোষের বিস্তর অর্থব্যয় হইয়াছে, এখন ইহা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ লক্ষ নগরবাসীকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে এবং সেখানে জীর্ণ নগরীর সংস্কারসাধন করিতে যে অর্থব্যয় হইবে, সচিবগণের মতে আমার ভাণ্ডারে সে পরিমাণ অর্থ নাই ; সে-জন্য কী কর্তব্য ?"

মহর্ষি কহিলেন. "অযোধ্যার নগরাধিষ্টাত্রী যে-দেবতা তোমাকে সেখানে আহ্বান করিয়াছেন, অর্থের ব্যবস্থা তিনিই করিয়া রাখিয়াছেন।"

কুশ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু, আপনার এ-কথার অর্থ বুঝিলাম না।"

বসিষ্ঠ কহিলেন, "বৎস. তুমি অভিষেকসময়ে রাজর্ষি মনুর ব্যবহৃত যে মহামূল্য মুকুট ইক্ষাকুবংশের কুলপ্রথানুসারে ধারণ করিয়াছিলে তাহা এখন কোথায় ?"

কুশ কহিলেন, "তাহা এখানে রাজভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত আছে, বিশেষ উৎসব-উপলক্ষে ব্যবহার করি। অযোধ্যার রাজগৃহেও তাহা সর্বদা ব্যবহৃত হইত না, এখনও হয় না। প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য অন্য মুকুট রাখিয়াছি।"

মহর্ষি বসিষ্ঠ কহিলেন, "অযোধ্যায় মহারাজ দশরথের রত্নভাণ্ডারের যে কক্ষে অভিষেকসময়ে ব্যবহৃত অন্যান্য মণিরত্ন ও রাজবেশের সহিত সেই মুকুটটি রক্ষিত ছিল, সে কক্ষটি মনে পড়ে কি ?"

কুশ কহিলেন, "পড়ে, প্রভু। অযোধ্যা পরিত্যাগের পূর্বে আমি সে কক্ষ শূন্য করিয়া সমস্ত ধনরত্ন লইয়া আসিয়াছি। কক্ষটি প্রায়ান্ধকার, তন্মধ্যে অবস্থিত পাষাণনির্মিত কয়েকটি গুরুভার শ্রীহীন মঞ্জুষা কেবল আনয়ন করা প্রয়োজন বোধ করি নাই। সেগুলি বোধ হয় পৃথগ্‌ভাবে নির্মিত হয় নাই, গৃহকুট্টিমসংলগ্ন করিয়াই রচিত হইয়াছিল।"

বসিষ্ঠ কহিলেন, "তোমার অনুমান সত্য। তাহারই একটির তলদেশে গৃহকুট্টিমসংলগ্ন একটি গুপ্তদ্বার আছে। সেই দ্বারপথে ভূগর্ভস্থ একটি গুপ্তকক্ষে যাওয়া যায়। সেখানে অবতরণ করিলে তুমি মহারাজ ইক্ষাকুর সঞ্চিত গুপ্তধন

পাইবে। মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু প্রভৃতি তোমার পূর্বপিতামহগণ সেই স্বর্ণভাণ্ডার যুগে যুগে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে আমার অনুমতি লইয়া তাহা হইতে কিছু কিছু ব্যয়ও করিয়াছেন। তোমার পিতা শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে তাহার কিয়দংশ প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে পূর্তকার্যে এবং যজ্ঞাদির জন্য একসময়ে ব্যয়িত হইয়াছিল, আবার বিভিন্ন সময়ে বিজিত রাজ্যসমূহ হইতে আহৃত রাশি রাশি স্বর্ণ তিনি গোপনে সেখানে রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন-মতো সেখান হইতে কয়েক কোটি স্বর্ণমুদ্রা তুমি এখন গ্রহণ করিতে পারিবে। কার্যশেষে আমাকে সংবাদ দিয়ো।”

কুশ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছিলেন, আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, “পরিত্যক্ত বনাবৃত নগরীতে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, অথচ আমরা তাহা কেহই জানি না! যদি এতদিনে তাহা তস্করে অপহরণ করিয়া থাকে?”

মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন, “তস্করের চতুর্দশ পুরুষের সাধ্য নাই, সে কক্ষের সুড়ঙ্গপথ খুঁজিয়া বাহির করে। আমার অজ্ঞাতসারে সে কক্ষে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। তুমি এই কুঞ্চিকা গ্রহণ কর, ইহার সংলগ্ন তাম্রপত্রে ক্ষুদ্রাকারে ঐ কক্ষের মানচিত্র অঙ্কিত ও তাহাতে গুপ্তদ্বারের স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই কুঞ্চিকা-সাহায্যে দ্বারের কপাট উদ্ঘাটন করিয়া সোপানপথে নিম্নে অবতরণ করিতে হইবে। যিনি যাইবেন—তিনি একা যতটা ভার বহন করিতে পারেন, তত পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রাই যেন এককালে গ্রহণ করেন, একাধিক ব্যক্তি যেন ঐ কক্ষের সন্ধান জানিতে না পারে। আমার ইচ্ছা, তুমি অমাত্য ভদ্রকে নগরসংস্কারের ভার দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করো। তিনি পুরাতন রাজপ্রাসাদে সপরিবারে বাস করিলে এবং প্রতিদিন তিন চারিবার স্বর্ণমুদ্রা উত্তোলন করিলে কেহ গুপ্তকক্ষের কথা জানিতে পারিবে না; যত অর্থই ব্যয় হউক, তিনি ঐ গৃহে বসিয়া পাইবেন। তুমি অযোধ্যার এবং সাম্রাজ্যের প্রজার কল্যাণের জন্য আজীবন ব্যয় করিলেও সে ভাণ্ডার শূন্য হইবে না।”

অমাত্য ভদ্র করজোড়ে বলিলেন, “প্রভু, মহারাজ কুশ আমাকে অর্থসচিব-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি রাজদত্ত সম্মান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই, তথাপি সর্বদা শঙ্কিত আছি। এ-কার্যে আমার সহায়ক কর্মীরা আছেন, সাক্ষী আছেন; অর্থের পরিমাণও মহারাজ জ্ঞাত আছেন। অপরদিকে আপনি যে অপরিমিত স্বর্ণরাশির কথা বলিতেছেন—তাহার বর্ণনা শুনিয়াই আমার হৃৎকম্প

হইতেছে। শেষবয়সে কি বিনাদোষে দুর্নামভাগী হইব? তদ্ভিন্ন আমি দরিদ্র, কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের মধ্যে একা দিবারাত্র বাস করিয়া যদি আত্মসংবরণ করিতে না পারি? যদি প্রলোভনে পড়ি?"

মহর্ষি বলিলেন, "কোনও চিন্তা নাই, সুড়ঙ্গপথে যুগজীবী কালসর্প গোপনে সোপানপ্রান্তে প্রহরায় নিযুক্ত আছে। মহারাজ রঘুর সময়ে একজন রাজপুরুষের মতিভ্রম হইয়াছিল, তিনি বহুবার রাজনির্দেশে স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া একবার লোভ-বশে নিজ-প্রয়োজনে ঐ কক্ষ হইতে রাজার অজ্ঞাতে অর্থ অপহরণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। তুমি প্রলোভনে পড়িয়াছ বুঝিলেই সর্প তোমাকে দংশন করিবে। তুমি পাপ করিবার অবসর পাইবে না।"

ভদ্র হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চিন্ত হইলাম। মহারাজ অনুমতি দিলেই আমি এখন সপরিবারে যাত্রা করিতে পারি। বিধবা হইবার পূর্বে আমার পতিপ্রাণা পত্নীকে কিছুদিন মরলোকে পতিসেবা করিবার সুযোগ দিতে পারিব।"

মহর্ষি হাস্যস্ফুরিতাধরে বলিলেন, "তোমার পত্নীর বৈধব্যযোগ নাই, তোমার দারিদ্র্যও আর অধিকদিন থাকিবে না। মহারাজ কুশ যদি তোমাকে তোমার দায়িত্বের উপযুক্ত বেতন প্রদান না করেন, অযোধ্যার সংস্কারসাধনের জন্য কার্যশেষে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত না করেন, তবে তিনি ধর্মে পতিত হইবেন। সম্প্রতি তুমি দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া মন্থরাকে ফিরাইয়া আনিয়াছ, সে-জন্য রাজার কাছে কী পুরস্কার লাভ করিয়াছ?"

"কিঞ্চিৎ তিরস্কার" বলিয়া লজ্জিত কুশ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, নিজ কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মণিখচিত স্বর্ণহার লইয়া অমাত্য ভদ্রের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। বসিষ্ঠ এবং সুনন্দ উভয়ে, 'সাধু, সাধু' রবে তাঁহার কার্যে সমর্থন জানাইলেন। বসিষ্ঠ প্রণত ভদ্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "কল্যাণমস্তু।"

এতক্ষণে মন্থরা কথা কহিল। সে মহর্ষি বসিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি বলিলেন, আমি রামায়ণ গান গাহিয়া বিন্ধ্যের পার্বত্য অধিবাসীদিগকে বশ করিব, কিন্তু রামায়ণ গান তো আমি কখনও করি নাই। কিরূপে করিব? কে আমাকে শিখাইবে? আমার পাপজিহ্বায় প্রাকৃত ভাষার আলাপ কোনও রূপে চলিতে পারে, দেবভাষা আমার মুখে সুষ্ঠুরূপে উচ্চারিত হইবে কি?"

বসিষ্ঠ কহিলেন, "মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া কুশ এবং লব নামক দুইটি সুকণ্ঠ বালককে উহা তাললয়যোগে গাহিতে শিখাইয়াছিলেন,

তাঁহাদের মধ্যে একজন আমাদের সম্মুখেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তুমি অনুরোধ করিলে তিনি নিশ্চয় তোমাকে রামায়ণ গান করিতে শিখাইবেন। আর উচ্চারণের সম্বন্ধে কোনও বাধা ঘটিবে না, তোমার জিহ্বার কিছুমাত্র জড়তা লক্ষিত হইতেছে না।"

কুশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ আপনি কী আদেশ করিতেছেন, প্রভু? কতদিন পূর্বে পিতৃদেবের সভায় রামায়ণ গাহিয়াছিলাম, এতদিন চর্চা নাই; আজ কি কিছু মনে আছে? তদ্ভিন্ন সেই বিরাট্ কাব্যগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতেই মন্থরার কয়েক বৎসর লাগিবে, তাললয়-সহযোগে সমস্ত অংশ গাহিতে শিখিবে কতদিনে?"

বসিষ্ঠ বলিলেন, "তা, দিবসত্রয় লাগিবে মনে হয়। মন্থরা তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও শ্রুতিধরা। আমার আশীর্বাদে শ্রবণমাত্র সে যথোচিত সুস্বরে তাললয়যোগে তোমার কণ্ঠ অনুসরণ করিয়া রামায়ণ গান করিতে পারিবে। একবার শুনিলেই শ্লোকগুলি তাহার কণ্ঠস্থ হইবে। তোমাদের দ্বৈত সঙ্গীতে পৃথিবী মোহিত হইবে।"

কুশ তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। বলিলেন, "কুশাবতী পরিত্যাগের জন্য বহু আয়োজন অসম্পূর্ণ, এখন আমি রামায়ণ গাহিতে বসিব? আমি রাজা, সভা ডাকিয়া গান গাহিলে প্রজারা ভাবিবে কী?"

মহর্ষি বলিলেন, "ইহাতে তোমার রাজমর্যাদার কিছু হানি হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রজাদের হৃদয়াসনে তোমার অধিকার দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে—নিশ্চয় জানিয়ো। আমি প্রধানতঃ তোমার কণ্ঠে রামায়ণ শুনিব বলিয়াই আজ তপোবন ছাড়িয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমাকে নিরাশ করিয়ো না, বৎস। কুশাবতীপরিত্যাগের প্রাক্কালে এই উপত্যকাভূমিতে পুণ্য রামকথা জলে স্থলে আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া যাও, মন্থরাকে নবজীবন দান করিয়া যাও।"

কুশ বলিলেন, "আপনার আদেশ শিরোধার্য। আর্য সুনন্দ, আপনি রামমন্দির সম্মুখস্থ চত্বরে উৎসবের আয়োজন করুন। নগরে ঘোষণা করুন, অপরাহ্ণে রামায়ণ গান হইবে। আর্য ভদ্র, আপনি মহর্ষির মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাবন্দনা ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া গৃহে যাইবেন। কল্য আপনাকে অযোধ্যাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

সেইদিন অপরাহ্ণকালে শ্রীরামমন্দিরের সম্মুখস্থ পথের অপরপার্শ্বে সুবিস্তৃত

সমতলক্ষেত্রমধ্যে রক্তপ্রস্তরমণ্ডিত বিশাল চত্বরে একটি মহতী সভার অধিবেশন চলিতেছিল। কুশাবতী নগরীর নরনারী কেহ বোধ হয় সে সময়ে আর গৃহে ছিল না। চত্বর, পথ, প্রান্তর, মন্দিরসোপান, চতুর্দিকের বৃক্ষরাজি, সর্বত্রই সেদিন অগণিত-জনসমাবেশ, অদৃষ্টপূর্ব জনতা। পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল নরমুণ্ডসমুদ্র। সুসজ্জিত চত্বরের কেন্দ্রস্থলে ঈষদুচ্চ অর্ধচন্দ্রাকৃতি মর্মরশিলাবেদিকার একপ্রান্তে বহুমূল্য কৌষেয় আস্তরণের উপর ভূলকপূর্ণ সুকোমল সুখাসনসমূহে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, চেদী, মৎস্য, বিদর্ভ প্রভৃতি জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন সামন্তরাজ্যের রাজগণ এবং অপরদিকে নৈগম, পৌরাণিক, শাব্দিক ও সঙ্গীতজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি দ্বিজগণ উপবিষ্ট; তাঁহাদের মধ্যস্থলে বিচিত্র কম্বলাস্তৃত উচ্চতর অংশে ব্যাঘ্রমৃগমেষাদির চর্ম বিছাইয়া বসিয়াছেন বসিষ্ঠ, মার্কণ্ডেয়, জাবালি, মৌদ্গল্য, গার্গ্য প্রমুখ মহাতেজা মহর্ষিবৃন্দ। তাঁহাদের সম্মুখে অনতিদূরে চত্বরকুট্টিমে কাশ্মীরদেশীয় একটি মনোরম আসনে বসিয়া শ্বেত-বস্ত্রোত্তরীয়ধারী শ্বেতচন্দনচর্চিত এবং শ্বেতমাল্যশোভিত তরুণ নৃপতি কুশ কলস্বনা দ্বিরদবীণাসহযোগে, শ্রুতিমনোরমমূর্চ্ছনাসহকারে কিন্নরকণ্ঠে পুণ্য রামায়ণ গান করিতেছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কৌষেয়বসনা এক সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ়া রমণী অনুরূপ বীণাসহযোগে তাললয়সম্পন্ন সেই অপরূপ কণ্ঠস্বর আপন মধুর কণ্ঠে অনুসরণ করিয়া ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে সুধারস পরিবেশন করিতেছিলেন। ঋষিগণ অনেকেই সমাধিস্থ, রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ সকলেই সম্মোহিত, জনতা অতীতের স্বপ্নে বিমোহিত এবং বাহ্যজ্ঞানহীন। লক্ষলক্ষ শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উৎকর্ণ হইয়া সেই পুণ্যকাহিনী শুনিতেছে। কুশ প্রথমে একটি শ্লোক একাকী গান করেন, পরক্ষণে সেই শ্লোকটি ঐ রমণীর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া একত্রে আর-একবার গান করেন। এই ভাবে সর্গের পর সর্গ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দশরথমহিষী কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা প্রসঙ্গে পৌঁছিলেন। রামাভিষেকের সংবাদে আনন্দিতা কৈকেয়ীর মন্থরাকে রত্নহার-দানের উদ্যোগ, মন্থরার কুপরামর্শে তাঁহার দুর্মতির উদয় ও বরপ্রার্থনা, কৈকেয়ীর অভিপ্রায় জানিয়া দশরথের আর্তনাদ এবং রামের শান্তচিত্তে পিতৃসত্যপালনের কঠিন সংকল্পগ্রহণ সমস্তই বর্ণিত হইল। মন্থরার কণ্ঠ তখন ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তথাপি সে একবারও থামিল না। রাম সীতা লক্ষ্মণ সংসার কাঁদাইয়া বনে গেলেন, পুত্রশোকে হাহাকার করিতে করিতে হতভাগ্য বৃদ্ধ দশরথের মৃত্যু হইল, ভরত আসিয়া মাতাকে তিরস্কার করিলেন, শত্রুঘ্ন মন্থরাকে প্রহার করিলেন। অগণিত দর্শকের

চক্ষুর সম্মুখে যেন চিত্রের পর চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, রহিয়া রহিয়া শতকণ্ঠে ধিক্কার-ধ্বনি উঠিতেছে। রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে, আকাশে চন্দ্র অস্তোন্মুখ, প্রস্তরবেদিকার বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত দীপমালা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নির্বাণোন্মুখ। ভরতমিলন, রামের পঞ্চবটিবাস, অসহায়-জানকীকে হরণ করিয়া রাবণের লঙ্কায় প্রস্থান বর্ণিত হইয়া গেল। রাম বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন শ্রোতারা কাঁদিতেছে, ঋষি, রাজা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন সকলেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত। তরুণ গায়ক এবং প্রৌঢ়া গায়িকার কণ্ঠে সুধানির্ঝর এবং চক্ষুর্দ্বয়ে অশ্রুনির্ঝর যুগপৎ বহিয়া চলিতেছে কিন্তু গানের বিরতি নাই, আহারনিদ্রাবিস্মৃত শ্রোতৃবর্গেরও শ্রবণে ক্লান্তি নাই।

সহসা বাধা দিলেন মহর্ষি বসিষ্ঠ। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইতেই কুশ নীরব হইলেন, মহর্ষি মধুরস্বরে কুশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস, একরাত্রে রামায়ণ শেষ করিতে পারিবে না, এইবার বিরাম দাও।"

কুশ নতজানু হইয়া ভূমিন্যস্তমস্তকে মহামান্য মুনিবৃন্দকে প্রণাম নিবেদন করিলেন, তারপর দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত সুধীগণের নিকট ও সমাগত শ্রোতৃ-বৃন্দের নিকট করজোড়ে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দূরে নিকটে সভাভঙ্গসূচক তূর্যধ্বনি শ্রুত হইল, নিস্তরঙ্গ নীরব জনসমুদ্র যেন সহসা তরঙ্গোচ্ছ্বসিত হইয়া বিপুল গর্জনে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল, তারপর দিগ্বিদিকে বিস্তারিত হইয়া ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

মন্থরাও কুশের সঙ্গে সঙ্গেই বীণা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেও সভার উদ্দেশ্যে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নমস্কার জানাইল, তারপর একে একে মুনিগণের চরণ-বন্দনা করিল। মহর্ষি জাবালি হাস্যমুখে বলিলেন, "বৎসে, তুমি আমার মত আজ সপ্রমাণ করিয়াছ। পাপ এবং পুণ্যের কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই, অবিনশ্বর সত্য বলিয়া কিছু নাই, ধর্ম এবং অধর্ম কিছুই শাশ্বত নহে। আশীর্বাদে আমার বিশ্বাস নাই, সুতরাং করিলাম না। নিজ গুণেই তুমি জয়ী হইবে। বৃথা শরীরকে কষ্ট দিয়ো না। প্রতিদিন কিছুক্ষণ ব্যায়ামচর্চা করিও, সঙ্গীতাভ্যাস ছাড়িয়ো না। জীবনে বহুজনকে আনন্দ দিতে পারিবে, নিজেও আনন্দ পাইবে। মরণের পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সুতরাং কে কি বলিল, তাহাতে তোমার কিছু আসিবে যাইবে না। মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ কেহই জাবালির বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন না, তবে সকলেই মন্থরার সঙ্গীতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। বসিষ্ঠের পদধূলি লইয়া মন্থরা অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "প্রভু, পারিব তো?"

বসিষ্ঠ স্নেহভরে তাহার মস্তকে উভয় হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, "পারিবে বৎসে, পারিবে। তুমি আজ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, আর তোমার ভয় নাই। ভগবান্ রামচন্দ্র তোমার নিত্যসঙ্গী হইবেন, তোমার কল্যাণ করিবেন। অবশিষ্ট জীবন তুমি শান্তিতে অতিবাহিত করিবে, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি। আশীর্বাদ করি তুমি জনকল্যাণী হও, পাপীতাপীর আশ্রয় হও, আত্মজ্ঞা হও।"

মন্থরা প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বসিষ্ঠ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আজ মহর্ষি বাল্মীকি এখানে উপস্থিত নাই; তাঁহার রামচরিতকাব্যের এই পরম রমণীয় পরিবেশন তিনি দেখিলেন না, এই পরম আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেন। বৎসে, তিনি তোমার শূককীটরূপ দেখিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার স্পর্শের জ্বালা তিনি বর্তমানকালকে অনুভব করাইয়াছেন এবং অনাগত কালের জন্য রাখিয়া যাইতেছেন, কিন্তু তোমার প্রজাপতিতে-রূপান্তর তিনি দেখিলেন না, ইহার সৌন্দর্য উপভোগ করিলেন না, আমার এই দুঃখ রহিল। তাঁহার রামায়ণে তোমার প্রতি অবিচার চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়া যাইবে, ইহা উচিত হয় না। আমি মহর্ষিকে তোমার এই পরিবর্তনের কথা জানাইতে না পারিলে স্বস্তি পাইতেছি না। উত্তরকাণ্ডে আর একটা সর্গ যথাস্থানে যোগ করিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। তুমি কী বলো?"

মন্থরা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, "প্রভু, আমি প্রকৃতপক্ষে পাপিষ্ঠা; মহর্ষি রামায়ণে আমার পরশ্রীকাতরতার এবং ক্রূরতার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই, তিনি আমার যথার্থ রূপই জগদ্বাসীকে দেখাইয়াছেন। আমার বর্তমান চিত্তস্থৈর্যে আমার নিজেরই সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, সুতরাং মহর্ষি-রচিত পুণ্যকাহিনীর মধ্যে আমার কথা আর বাড়াইয়া লাভ নাই, আপনি তাঁহাকে আমার জন্য কোনও অনুরোধ করিবেন না। আপনার দয়া আমি জীবনে ভুলিব না, আপনার আশীর্বাদ আমার অন্তরে চিরদিন বলসঞ্চার করিবে; কিন্তু পুণ্যবতী বলিয়া পরিচয় দিতে আমি কোনওদিন পারিব না। এখন আমাকে একান্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুমতি দিন।" অতঃপর কিছুক্ষণ অবনত-মুখে নীরবে অবস্থান করিয়া মন্থরা পুনরপি অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিল, "আমি জানি, পৃথিবীতে রামকথা যতদিন প্রচারিত থাকিবে, ততদিন এই হতভাগিনীর নাম কেহ ভুলিবে না, অনাগতযুগের শতকোটি মানবমানবীর ধিক্কার এবং অভিশাপ আমাকে মৃত্যুর পরপারে যুগযুগান্তর ধরিয়া অনুসরণ করিবে, তাহাও জানি। কেবল আমার অন্তহীন পাপের সেই অকূল অন্ধকারের মধ্যে এই

পথভ্রষ্টার অসহায় আত্মাকে পথ দেখাইবার জন্য দুইটি মহৎ হৃদয়ে করুণার দীপ্তশিখা জ্বলিবে, একটি বৃদ্ধ এবং একটি তরুণ শুভকামী, অত্যাচারিত নর-দেবতা, রামসীতার গুরু এবং সন্তান, আমাকে তাঁহাদের উদার অন্তরের ক্ষমায় স্নেহে এবং আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিবেন, এই সান্ত্বনায় আমি পরলোকেও, নরকেও শান্তিলাভ করিব।"

মহারাজ কুশ নীরবে অশ্রুমোচন করিলেন, অদূরে দণ্ডায়মান অর্থসচিব ভদ্র অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন, কেবল মহর্ষি বসিষ্ঠ অবিচলিত-চিত্তে মন্থরার মস্তকোপরি কল্যাণহস্ত প্রসারিত করিয়া প্রসন্নহাস্যোদ্ভাসিতবদনে বলিলেন, "তথাস্তু।"

সমাপ্ত